পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ

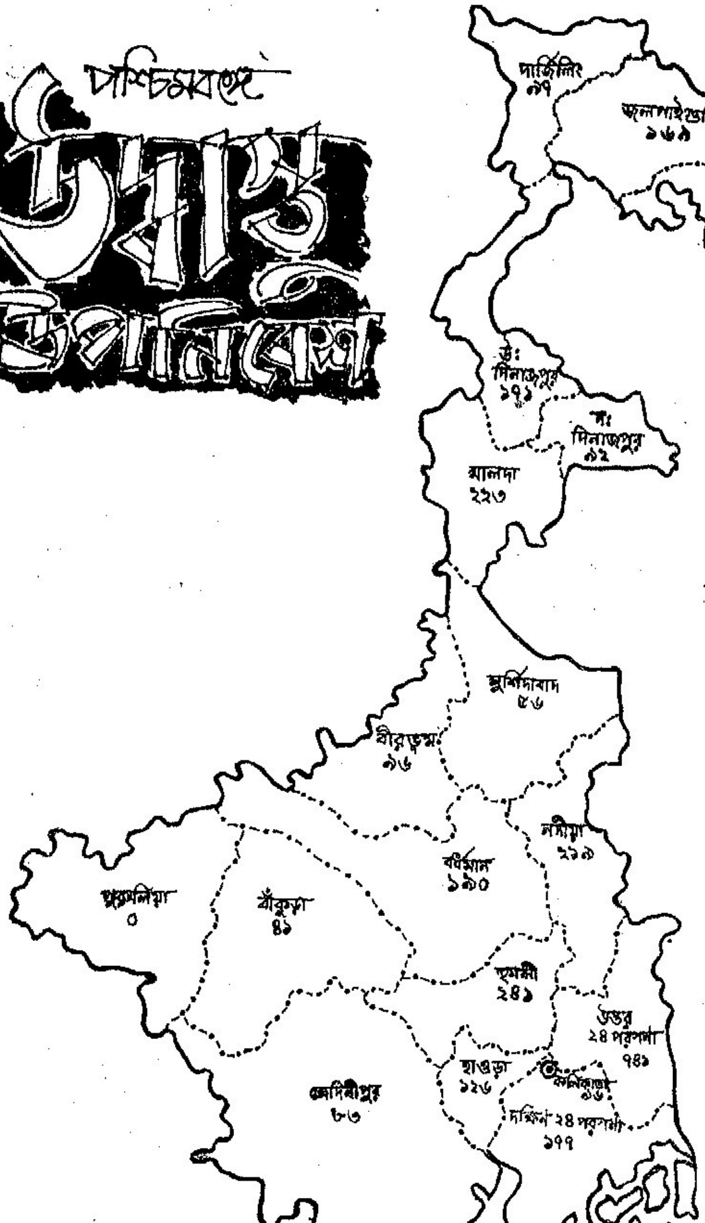

অনিল সিংহ

ভূমিকা

পুনর্বাসন সংগ্রামকে আরও সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী করার প্রয়োজনেই এই বইখানি। ১৯৭৯ সালে "পশ্চিমবঙ্গের জবর-দখল উদ্বাস্তু উপনিবেশ'' প্রকাশিত হয় একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সার্থক হ'য়েছে। জবর-দখল কলোনীগুলির স্থায়ী ভিত্তি রচনা এবং তৎকালীন অ-নন্মোদিত কলোনীসমূহ স্বীকৃতির বিষয় সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি বাস্তব রূপ নিয়েছে।

বর্তমানে আরও বহু নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। পুনর্বাসন সংগ্রামকে এই কারণে শক্তিশালী করা একান্তভাবে অপরিহার্য কর্তব্যে পরিণত। কিন্তু নতুন প্রজন্ম অতীত ইতিহাসের সংগে সুপরিচিত নন। তাদের সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজনে অতীত ইতিহাসকে তুলে ধরা উচিত। এই পুস্তিকায় বীজ আকারে অতি সংক্ষেপে পুনর্বাসন সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে একটি রূপরেখা উপস্থিত করার চেষ্টা আছে। সেই সঙ্গে পুনর্বাসন আন্দোলনের বিষয়ে কতকগুলি রাজনৈতিক ও সংগ্রাম পদ্ধতি প্রসঙ্গে তত্বগত প্রশ্ন আলোচিত হ'য়েছে। এ বিষয়ে পাঠকদের সমালোচনাকে পূর্বেই অভ্যর্থনা জানিয়ে রাখছি।

সংকলন, মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু আছে। পাঠকেরা নির্দিষ্ট করে দিলে সেগুলি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

বইখানি প্রস্তুতিতে অনেকের সাহায্য পেয়েছি। বিশেষ ক'রে কারও নাম উল্লেখ করা সমীচীন হবে না। তাই সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ইতি

অনিল সিংহ

১৭ই সেপ্টেম্বর—১৯৯৫ সাল।

" মহাভারতের কথা অমৃতসমান "

মহাভারতের কাহিনীতে আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে শান্তির দৌত্য নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌরব রাজসভায় আবেদন করেছিলেন— "সর্বহারা পাণ্ডবদের শুধু পাঁচটি গ্রাম দান করুন। তারা এতেই সংতুষ্ট থাকবে। ভয়াবহ কুলক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করার এই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে আপনারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।" প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হয়। কুরুরাজ দুর্যোধন ঘোষণা করেন—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।" তারপর সুরু হয় কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ।

পূর্ব বাংলার শরণার্থীরা ভারত-বিজয় ক'রতে এদেশে আসেননি। এসেছেন রিক্ত নিঃস্ব উৎপীড়িত অবস্থায় আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে। চেয়েছেন একটু মাথাগোঁজার মত ঠাঁই আর বেঁচে থাকার মত রুজি-রোজগারের একটু সুযোগের ব্যবস্থাপনা। ভাগ্যে জুটেছে প্রত্যাখ্যান।

১৯৪৮ সালের জয়পুর কংগ্রেস অধিবেশনে এই আবেদন নিয়ে বাস্তুহারা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে শ্রী অমৃত লাল চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে শ্রীমহাদেব ভট্টাচার্য, শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাস প্রমুখ উদ্বাস্তু প্রতিনিধিরা গেলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সংগে আলোচনার জন্য। পণ্ডিতজী সাফ বলে দিলেন—"তোমরা বিদেশী। সুতরাং কংগ্রেসের বিদেশ দপ্তরের সংগে দেখা করো।" মোহভঙ্গ হ'ল উদ্বাস্তু নেতৃত্বের। উপলব্ধি করলেন যুদ্ধ ছাড়া পুনর্বাসন অসম্ভব।

সুরু হোলো যুদ্ধ। জমি দখল, ক্যাম্পের আন্দোলন। দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য রাস্তায় রাস্তায় মিছিল। পুলিশের সংগে মুকাবিলা। সরকারী অফিস ঘেরাও ইত্যাদি। এই যুদ্ধ আজও চলছে।

প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী চলছে পূর্ববাংলার শরণার্থীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রাম। সাফল্যের সংগে তিলে তিলে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। কবে শেষ হবে কে জানে!

মহাকাব্যের যুগ অতীত। বেদব্যাসেরাও নতুন করে জন্ম নিচ্ছেন না। পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের সংগ্রামের বিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করার লোক নেই। অতি সংক্ষিপ্ত একটি রূপরেখা উপস্থিত করছি এই আশা নিয়ে যে এই বীজ একদিন হয়তো মহীরূহে পরিণত হবে।

অঙ্গীকার

পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের কাছে দেশবিভাগের বিষয়ে মতামত কেউ চায়নি। আপোষের পথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে দ্রুত ক্ষমতা-লাভের লোভে কংগ্রেস দেশটিকে দ্বিখণ্ডিত করার একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাংলা প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা অনুমোদন করে এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটির কাছে সিদ্ধান্ত পেশ করে। শরৎচন্দ্র বসু ও সারওয়ার্দি রচিত "ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন স্বশাসিত বঙ্গদেশের" প্রস্তাবকে নাকচ করার উদ্দেশ্যে প্রদেশ কংগ্রেস পুনরায় ১৯৪৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, "খণ্ডিত বাংলাপ্রদেশই ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য হিসাবে অবস্থান করবে।"

খণ্ডিত পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের কাছ থেকে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে এরপর সুরু হয় সান্ত্বনা ও প্রতিশ্রুতির বহর।

গান্ধীজী

"কল্পনায় বা বাস্তবে আতংকগ্রস্ত হ'য়ে যে সকল হিন্দু তাদের গৃহে থাকতে পারবে না, তাদের একটি সমস্যা আছে। তাদের কাজকর্ম বা গতিবিধিতে যদি বাধা সৃষ্টি করা হয়, বা নিজেদের প্রদেশে যদি তাদের

সংগে বিদেশীদের মত আচরণ করা হয়, তা'হলে তারা সেখানে থাকতে পারবে না। সেক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট প্রদেশের নিশ্চিত কর্তব্য হবে, এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করা এবং সকল প্রকার যুক্তিসংগত সুযোগ সুবিধা দেওয়া। তাদের অনুভব করাতে হবে যে তারা অপরিচিত দেশে আসেনি।"

[১৯৪৭ সালের ১৬ই জুন দিল্লীতে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজীর ভাষণ— এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া, ১৭ই জুলাই।]

আন্তরিকতায়-ভরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দুর্ভাগ্যপীড়িত শরণার্থীদের "দুহাত বাড়িয়ে আশ্রয়" দিয়ে "সকল প্রকার যুক্তিসংগত সুযোগ সুবিধা'' দেবার আবেদন জানিয়েছিলেন গান্ধীজী।

জওহরলাল নেহেরু

কিছুদিন পরেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কূটনীতিকের ভাষায় বললেন—"পূর্ববংগে যারা বিপন্ন হবে, তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য হবে তাদের নিজের দেশেই তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা। আর যদি উপায় না থাকে এবং বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে, আমাদের নিজেদের দেশে তাদের আশ্রয় দেওয়া।"

নেহেরুজী প্রচ্ছন্নভাবে পূর্ববাংলার শরণার্থীদের "বিদেশী" আখ্যা দিয়েছেন একেবারে সুরু থেকেই। তাদের নিজেদের দেশেই বরাবর তাদের রক্ষা করার আশ্বাস দিয়েছেন—যদিও তার জানা ছিল, অন্যরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যায় না। তবে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হ'লে তাদের (নেহেরুজীদের) "নিজেদের দেশে" আশ্রয় দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। হায় ভগবান! কংগ্রেসের দৌলতে আমরা উদ্বাস্তুরা "নিজ দেশে'' "বিদেশী" সাব্যস্ত হয়ে গেলাম!

আর এটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে, পণ্ডিত নেহেরু এই কথাগুলি বলেছিলেন "পূর্ব-বাংলার উদ্বাস্তুদের'' উদ্দেশ্যেই। পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থীদের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর উপদেশ শিরোধার্য করে নিয়ে তাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন। পরবর্তী ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

শরণার্থী অভ্যর্থনা

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ ভাগ হ'য়ে গেল। কেন্দ্রে ও সমস্ত রাজ্যেই কংগ্রেসের গভর্ণমেণ্ট। পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানে প্রায় তিন কোটি হিন্দু সংখ্যালঘুতে পরিণত। পাকিস্তান ইস্‌লামী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত। নবলব্ধ ক্ষমতা লাভের উন্মাদনায় সংখ্যালঘুদের পূর্বেকার সামাজিক মর্যাদা, মানসসম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হবার প্রক্রিয়া ব্যাপক আকার ধারণ করে। ফলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তেরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে বিচলিত ও শঙ্কিত। তাঁরা দলে দলে দেশত্যাগ সুরু করেন এবং ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গেই আশ্রয় নিতে থাকেন।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় ১১ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী আসা সত্ত্বেও পণ্ডিতজীকে জানিয়ে দিলেন, এই রাজ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা নেই। তিনি পণ্ডিতজীর পথে পূর্ববাংলার শবরণার্থী সমস্যা সমাধান ক'রতে চান। সুতরাং ঢাকায় ও পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিলায় গেলেন। ভীত, সন্ত্রস্ত ও উৎপীড়িত সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপদেশ দিয়ে এলেন, "তোমরা দেশত্যাগ কোরো না।" যাঁরা চলে এসেছেন, তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারগুলি নিজ চেষ্টায় পশ্চিমববাংলায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নেন। অসমর্থ মানুষেরা পরিত্যক্ত সামরিক ব্যারাক ও ক্যাম্পের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজ্য সরকারের কোন পুনর্বাসন দপ্তর নেই। রিলিফ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জ মাইতি মহাশয় কিছু চিড়া-গুড়ের ব্যবস্থা করেন।

শিশুরাষ্ট্রের "নাবালক" পরিচালকদের পক্ষে বোধহয় দেশভাগের অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিণতি উপলব্ধি করার মত বিচার-বুদ্ধি বিকাশলাভ করেনি। অবশ্য পূর্ববাংলার আশ্রয়প্রার্থীদের ক্ষেত্রেই এই বিচার বুদ্ধির দুর্বলতা সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানী শরণার্থীদের

পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারী তৎপরতার কোন অভাব পরিলক্ষিত হয়নি।

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ইণ্টার-ডোমিনিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সংখ্যালঘুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনঃ প্রত্যর্পণের জন্য চুক্তি হয়। উদ্দেশ্য শরণার্থীরা ফিরে যাবে এবং তাদের সম্পত্তি ফিরে পাবে। এই পথে তাদের পুনর্বাসন সমস্যা সমাধান হ'য়ে যাবে। ভারত সরকার দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। এই কারণেই বোধ হয় ১৯৪৮ সালের ২৫শে জুনের পর আগত শরণার্থীদের "উদ্বাস্তু সার্টিফিকেট" দেবার ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয়।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় আশ্বস্ত হ'য়ে কেউ ফিরে যেতে সাহস পান নি। এরই মধ্যে ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে হায়দ্রাবাদে নিজামের রাজ্যে পুলিশী অভিযান ঘটে। তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় পূর্ব-পাকিস্তানে। আবার দলে দলে শরণার্থীরা এসে উপস্থিত হ'তে থাকেন ভারতের মাটিতে। সমস্ত পরিত্যক্ত সামরিক ব্যারাক ও ক্যাম্প ভর্তি হয়ে যায়। জয়পুর কংগ্রেস অধিবেশনে উদ্বাস্তুরা শ্রী অমৃতলাল চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে পণ্ডিতজীর কাছে আবেদন ক'রতে গিয়ে যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। "বিদেশী" আখ্যা নিয়ে তারা পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসেন।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বাস্তুদের প্রবল চাপের সম্মুখীন হ'য়ে তিনি পণ্ডিতজীকে লিখলেন—"...ভারত সরকার পূর্ব-পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের সমস্যাকে স্বীকৃতি দিতে চাইছেন না এবং তাঁরা এদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণেও অনিচ্ছুক। গত দু'বছরে সাহায্য বাবদ যে টাকা দেওয়া হ'য়েছে তাতে মাথা পিছু কুড়ি (২০) টাকাও পড়ে না।" ডাঃ রায়ের অভিযোগটির তাৎপর্য খুবই সহজ ও সরল। কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবের ব্যাখ্যা এর চেয়ে ভাল করে কেউ দিতে পারে নি।

এরপর আসে ভয়াবহ ৫০ সাল। বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি জিলায় সাম্প্রদায়িক আক্রমণে বিপর্যস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ পূর্ব বাংলা থেকে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসেন ভারতের বিভিন্ন সন্নিহিত অঞ্চলে। দু' মাসের মধ্যে প্রায় বারো লক্ষ মানুষ বন্যার স্রোতের মত পশ্চিমবাংলাতেই

আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমস্ত ক্যাম্প, ব্যারাক, পরিত্যক্ত মুসলীম বাড়ীতেও স্থান সংকুলান হয় নি। ষ্টেশনে ফুটপাতে হাজার হাজার শিশু বৃদ্ধ ও রুগ্ন মানুষকে খাদ্য ও আশ্রয়াভাবে শোচনীয় মৃত্যু বরণ করতে হয়।

এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে এলেন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহনলাল শাকসেনা। রাইটার্স বিল্ডিং-এ ২রা মার্চ পূর্বাঞ্চলীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীদের সভায় তিনি ঘোষণা করেন, "নূতন উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব কেবল ত্রাণকার্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, তাদের জন্য পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা হবে না।" এর কিছুদিন পরে নেহেরু-লীয়াকৎ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ফিরে গেলে উদ্বাস্তুরা নিজ নিজ সম্পত্তি ফিরে পাবে। শরণার্থীদের অভ্যর্থনার অভিনব আয়োজনে সরকারী কর্মচারীরাও হতভম্ব হ'য়ে গেলেন।

কিছুদিন পরে শরণার্থী আগমনের স্রোত কমে যায়। কিন্তু পাশপোর্ট প্রথা প্রবর্তনের পূর্বে তা আবার বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে উদ্বাস্তুদের সংগঠিত সংগ্রামের সম্মুখীন হ'য়ে কংগ্রেস সরকার তার পুনর্বাসন নীতিতে কিছু পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন। কিছু পুনর্বাসন পরিকল্পনা গৃহীত হ'তে থাকে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পুনর্বাসনমূলক কিছু কাজ হয়। এই সময় শ্রী মেহের চাঁদ খান্না কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন উপদেষ্টা নিয়োজিত হ'য়ে কলিকাতায় এসেছিলেন।

শ্রীখান্না কয়েকমাস কলকাতায় কাটিয়ে গিয়ে "অতিথি - নিয়ন্ত্রণের" ব্যবস্থাপনা পত্তন করেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সরাসরি চলে এলে সরকার তাদের সম্পর্কে কোন দায়িত্বের মধ্যে থাকবে না। সবাইকে আসতে হবে "মাইগ্রেশন" সার্টিফিকেট নিয়ে। সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনারের অফিস থেকে। তবে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের শর্ত হবে এই ঘোষণা যে, সংশ্লিষ্ট পরিবারটি আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে থাকবে এবং সরকারের কাছে পুনর্বাসনের দাবীদার হবে না। পুনর্বাসন মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হবার পর ১৯৫৮ সালে ঘোষিত হ'ল, পশ্চিমবংগে আর "ঠাই নেই"—যেতে হবে দণ্ড-

কারণ্যে ও বাংলার বাইরে। রাজ্যের সমস্ত পুনর্বাসন স্কীম পরিত্যক্ত হয়ে গেলো।

১৯৬১ সালে রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন ব'লে দিলেন, এই রাজ্যের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে। সামান্য টুক্‌টাক্‌ যে কাজ বাকী আছে, ২১ কোটি টাকা ব্যয় করলে তা সুচারু-রূপে নিষ্পন্ন হয়ে যাবে। দপ্তর গুটিয়ে ফেলার আয়োজন শুরু হ'য়ে গেলো।

সমস্যাটি কর্পূরের মত উবে গেল এই কারণে যে, ১৯৫৮ থেকে '৬৩ সালের মধ্যে যে শরণার্থীগণ এসেছেন, তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব আর নেওয়া হবে না, এই ঘোষণা করা হোলো। এরপরে পাক ভারত যুদ্ধের সময়কাল থেকে ১৯৬৪ ও ১৯৭১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী আরও ৬ লক্ষ উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসনে "অনধিকারী" গণ্য করা হ'য়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপের সরকারী বিবরণেও এই ঘটনা স্বীকৃত আছে।

সংগঠিত উদ্বাস্তুদের ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠল এর প্রতিবাদে। পরবর্তীকালে সিদ্ধার্থশংকরের মন্ত্রীসভা বাধ্য হন পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার অস্তিত্বকে আংশিক স্বীকৃতি দিতে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর অত্যন্ত সীমিত সাহায্যের আবেদনেও বিশেষ সাড়া দেননি।

এরপর উদ্বাস্তু আন্দোলন আরও শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে। ফলে কোন কোন খাতে সামান্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করতে বাধ্য হন কেন্দ্রীয় সরকার—কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুনর্বাসন নীতি পরিবর্তনে আজও পর্যন্ত তাঁরা রাজী হন নি।

১৯৭০ সালের পরে যারা এসেছেন বা আসছেন, সেই সমস্ত শরণার্থী অতিথিদের নাগরিক অধিকার দিতে অস্বীকৃতির মাধ্যমে একেবারেই "বিদেশী'' হিসাবে গণ্য করার ব্যবস্থা গৃহীত হ'য়েছে। পূর্ববাংলা থেকে আগত শরণার্থীগণ ভারত সরকারের পুনর্বাসন নীতি মেনে নেয়নি। নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ চ'লছে।

পুনর্বাসনের সংগ্রাম

১৯৪৮ সালের শেষদিকে পূর্ববাংলা থেকে আগত শরণার্থীদের একাংশ উপলব্ধি ক'রতে সুরু করেন যে, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের কাছে উদ্বাস্তুরা "অবাঞ্ছিত" অতিথি। পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। অথচ পরিত্যক্ত সামরিক ব্যারাকের কুণ্ডলী-পাকানো জীবনযাত্রা দুঃসহ। ভবিষ্যৎ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাদের জীবন মরণ সমস্যার সমাধান কোথায়? কে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে! এই প্রশ্নগুলি তাদের চিত্তকে আন্দোলিত ক'রতে থাকে।

সমস্যাপীড়িত মানুষ মাত্রেই সমস্যা সমাধানের কথা ভাবে। পথ খুঁজে বের করতে আগ্রহী হ'য়ে ওঠে। প্রচেষ্টা সুরু হয়। চারিদিকে সমব্যথীদের অনুসন্ধান করে। জোট বাঁধে। দরদী বন্ধুদের অনুসন্ধানে দুয়ারে দুয়ারে ছোটে—সাহায্যের উদ্দেশ্যে। এইভাবেই তারা সংগঠিত হয়। সমবেত প্রয়াস সুরু হয়। নানাভাবে নানা পথে ও পদ্ধতিতে এগিয়ে চলে। পরীক্ষা-নিরিক্ষার মাঝ দিয়ে, বহু ভুল ভ্রান্তি পেরিয়ে, ঠিক পথের সন্ধান মেলে। সেই পথ বেয়ে সমস্যা সমাধানের দিকে সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলে। সে চলার গতি কখন ধীর, কখনও দ্রুত। কখনও অশান্ত, কখনও শান্ত। উদ্বাস্তুরাও যে সেই একই পথের যাত্রী হ'য়ে উঠবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কলকাতার আশ্রয় শিবিরগুলিতে সমবেত প্রচেষ্টা রূপ নেয় "নিখিল-বঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদে"র সংগঠনে। বেছে নেওয়া হয় আবেদন নিবেদনের পথ। '৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ'ড়ে ওঠে কর্মপরিষদ। নেতৃত্বে ছিলেন গান্ধীজীর ঘনিষ্ট আত্মীয় শ্রীঅমৃতলাল চ্যাটার্জী। পণ্ডিতজীর হৃদয় পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আবেদনের দরখাস্ত নিয়ে গেলেন জয়পুরে। কংগ্রেসের অধিবেশনে। পণ্ডিতজীর কাছে "বিদেশী" অখ্যায় ভূষিত হয়ে হতাশ চিত্তে ফিরে এসেই কর্মপরিষদের সভাপতিপদ

ত্যাগ ক'রলেন তাঁর ব্যর্থ দৌত্যের কারণে। শ্রী মহাদেব ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব গ্রহণ ক'রলেন। আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে যে কিছুই লাভ হবে না, এই সত্যটি কর্ম-পরিষদের কর্মী ও নেতৃত্বের কাছে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলো। তাঁরা "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে"র সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রলেন।

১৯৪৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখটি পুনর্বাসন সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। পণ্ডিত নেহেরু এলেন কলকাতায় বুদ্ধ-শিষ্যদ্বয়ের পূত অস্থি নিয়ে। ময়দানে বিশাল জনসভায় তিনি ভাষণ দেবেন। কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত, শরণার্থীরা পুনর্বাসনের দাবী নিয়ে স্মারকলিপি হাতে পণ্ডিতজীর সংগে সাক্ষাৎ করবে। সুসংগঠিত একটি বিরাট মিছিল এগিয়ে চ'লেছে ময়দানের দিকে। অকস্মাৎ বিশাল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয় উদ্বাস্তুদের মিছিলটি। লাঠি চলে, টিয়ারগ্যাস নিক্ষিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত গুলীও চালনা করা হয়। ছত্রভংগ মিছিল ময়দানে পৌঁছুতে পারে না। পুনর্বাসনের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপিটি পথের ধুলোয় গড়াতে থাকে। এই ঘটনা শরণার্থীদের চক্ষু উন্মীলনের কাজ করে। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে ক্ষীণতম ভরসা ও বিশ্বাসকে মুছে ফেলে।

"কর্মপরিষদ" পুনর্বাসন সংগ্রামের জন্য এবার নতুন ও অভিনব কর্মসূচী গ্রহণ করে। শুধু আবেদন, নিবেদন, মিটিং মিছিল বা ঘেরাও—এই চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তে তাঁরা পশ্চিমবাংলার "মাটি"তে প্রত্যক্ষ দখল নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কর্ম-পরিষদের আহ্বান ছিল—"আমাদের সমস্যা যখন এই গভর্ণমেণ্ট সমাধানে অনিচ্ছুক তখন তাদের উপর আর নির্ভরতা নয়। নিজেদের হাতেই সমাধানের দায়িত্ব তুলে নাও। স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠো। জোতদার ও জমিদারদের কুক্ষিগত পতিত ও অনাবাদী জমি দখল করো। তার উপর গড়ে তোলো জনপদ। নিজেদের সামর্থ্য ও কায়িক পরিশ্রমে নির্মাণ করো ঘর-বাড়ী, শিক্ষায়তন এবং পথ-ঘাট। সম্মিলিত শক্তি দিয়ে তোমার এই সৃষ্টিকে রক্ষা করো ও সমৃদ্ধ করে তোলো। আমাদের পুনর্বাসনের এ ভিন্ন অন্য কোন পথ খোলা নেই।"

আত্মনির্ভরতার বলিষ্ঠ এই মহান আহ্বানে সাড়া দিল উদ্বাস্তুরা। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে সোদপুরে "দেশবন্ধুনগর" এবং অক্টোবরে নৈহাটিতে "বিজয় নগর" এই জবর-দখল কলোনী দুটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদবপুরের "বিজয়গড়" কলোনীটিও এই সময়েই স্থাপিত। এই মুহূর্তে আর কোন জমি দখল ও কলোনী স্থাপনার ঘটনা নাই : কিন্তু জবর-দখল ও স্বাবলম্বী প্রচেষ্টার যে বীজ বপন করেছিল "নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ", পরবর্তীকালে তা মহীরুহে পরিণত হ'য়েছে এবং আজও উদ্বাস্তুরা নিজেদের সমস্যা এই পথেই সমাধানে সচেষ্ট।

এরপর আসে ১৯৫০ সালের বন্যা—শরণার্থী আগমনের ভয়াবহ বন্যাস্রোত। তিন মাসের মধ্যেই চলে আসতে বাধ্য হল ১২'১৩ লক্ষ মানুষ। জাহাজে, ষ্টিমারে, রেলগাড়ীতে হাঁটাপথে পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে লাখে লাখে মানুষ এসেছে। নিঃস্ব, রিক্ত, সহায়-সম্বলহীন উৎপীড়িত শরণার্থীর দল। সব ফেলে ছেড়ে প্রাণ ও মানের ভয়ে একবস্ত্রে সাত পুরুষের ভিটেমাটির মায়া ভুলে গিয়ে ছুটে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে। সামরিক শিবিরগুলির একটিতেও আর স্থান নেই। আত্মীয়-স্বজনদের ঘরেও ঠাঁই দেবার মত জায়গা নেই। মানুষ মরছে স্টেশনে স্টেশনে, পথে ফুটপাতে উন্মুক্ত আকাশের তলে। খাবার মিলছে না, মিলছে না ঔষধপত্র, এমন কি মিলছে না পানীয় জলটুকুও। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য যারা প্রত্যক্ষ করেন নি ভাষা দিয়ে তাদের উপলব্ধি জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা আমার নেই। সেই দিনগুলির কথা মনে এলে এখনও শিউরে উঠি, কান্নায় সমস্ত দেহটা ভেঙ্গে পড়ে। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী—মোহন লাল শাকসেনার বাণী শুনেছিলাম—"এই সমস্ত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেওয়া হবে না"।

প্রায় দু'লক্ষ উদ্বাস্তুকে অব্যবহৃত সামরিক শিবিরে সাময়িক রিলিফ দেবার উদ্দেশ্যে "গুদামজাত" করা হ'য়েছিল। বহু শরণার্থী কোথায়ও আশ্রয় না পেয়ে পরিত্যক্ত মুসলীম বস্তীগুলিতে আশ্রয় নেন। সেখানে স্থান-সংকুলান হয় না। এতো মানুষ, কোথায় যাবে তারা। ভাড়া

নেবার মত ঘরও মেলে না। এই দুঃসহ অবস্থায় সুরু হয় জমি দখল ও উপনিবেশ পত্তন। কর্মপরিষদ পথের নিশানা দিয়েছিলেন। কিন্তু দখলের বন্যাস্রোতের তোড়ের মুখে হাল ধরার শক্তি তাদের ছিল না। স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠলো জবর-দখল কলোনী। একের পর এক। যাদবপুর, টালীগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, বেহালা, দমদম, বেলগাছিয়া বেলঘরিয়া, বরানগর, কামারহাটি, সোদপুর, খড়দহ, পানিহাটি, ব্যারাকপুর, টিটাগড়, শ্যামনগর, ইছাপুর, জগদ্দল, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া এমন কি শ্রীরামপুর, মাহেশ পর্যন্ত সমস্ত শহরতলী এলাকায় রাতারাতি জবর-দখল কলোনী স্থাপিত হতে থাকে। জমিদার, জমির ফাটকাবাজ এবং কিছু সরকারী ফাঁকা জমি জবর-দখল কলোনীতে ভরে গেল। আতংকিত গভর্ণমেণ্ট এবং জমির মালিকেরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ে অবস্থা দেখে। কলোনী ভাংগার কাজ সুরু হোলো। জমিদারের গুণ্ডারা এগিয়ে এসেছিল সবার আগে। কিন্তু কলোনীগুলি আত্মরক্ষায় তৎপর হ'য়ে ওঠে। কলোনীগুলিকে রক্ষা ক'রতে হবে—বাঁচাতে হবে এই আশ্রয়স্থলগুলিকে। একাকী হবে না। জোট বাঁধা দরকার। স্থানীয়ভাবে পাশাপাশি কিছু কলোনী যৌথ উদ্যোগ নিতে সুরু করে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পুলিশ ও জমিদারদের গুণ্ডাবাহিনীর মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আরও বৃহত্তর সংগঠন প্রয়োজন। কলোনীগুলির কাছে বৃহত্তর সংগঠনের প্রশ্ন বাস্তব হ'য়ে দেখা দেয়।

অন্যদিকে মুসলীম পরিত্যক্ত বস্তীতে আশ্রয় প্রার্থীরা নানাবিধ সমস্যায় পীড়িত। উচ্ছেদ প্রতিরোধ ক'রতে হবে। রিলিফের ব্যবস্থা চাই। বস্তী কমিটি গ'ড়ে উঠেছে! সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা তারাও অনুভব করছেন। সরকারী ক্যাম্পগুলির অব্যবস্থায় সেগুলিতে নারকীয় জীবন অসহ্য হ'য়ে উঠছে। তারাও এককভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ ক'রছে। তাতে যথেষ্ট সাফল্য আসছে না। সম্মিলিত ভাবে বৃহত্তর প্রতিকারের দাবী তুলতে হবে। কে তার নেতৃত্ব দেবে ?

পুনর্বাসনের নামে সব উদ্ভট সরকারী পরিকল্পনার দৌলতে যাদের জীবন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে, তাঁরা একে একে প্রতিবাদ তুলছেন। ব্যর্থ পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিত্যাগ করে কলকাতা শহরে ছুটে আসছেন প্রতিকারের আশায়। সম্মিলিতভাবে কে তাদের হ'য়ে কথা বলবে, প্রতিকারের পথ দেখাবে ?

উদ্বাস্তুরা সর্বত্র তাদের নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে সংগ্রামের প্রাথমিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। কলোনীগুলিতে কলোনী কমিটি, বস্তীতে পাড়া বা বস্তী কমিটি, ক্যাম্পে ক্যাম্প কমিটি, পুনর্বাসন কেন্দ্রে সংগ্রাম কমিটি প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু আঞ্চলিক সংস্থাও স্থাপিত হ'য়েছে। সম্মিলিত নেতৃত্ব গ'ড়ে তোলার আকাংখা প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে। উদ্বাস্তুরা তাদের বাঁচার সংগ্রামে সাহায্যের আবেদন নিয়ে সব রাজনৈতিক দলের কাছেই উপস্থিত হ'য়েছেন। এককভাবে নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে থেকে কংগ্রেস ব্যতীত অন্য সব দলই কিছু কিছু সাহায্য করতে এগিয়েছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের বিশালত্ব তাদের খণ্ড ক্ষুদ্র প্রয়াসকে বেশীদূর নিয়ে যেতে পারে নি।

এই কালে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী দলগুলির মধ্যে ঐক্য তো ছিলই না বরং ছিল পরস্পরের প্রতি গভীর অবিশ্বাস, প্রচণ্ড বিরোধ ও মত পার্থক্য। কোন বিষয়েই ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব দেবার সামর্থ্য বা সদিচ্ছা দেখা যেতো না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের চাপে পশ্চিমবংগে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং উদ্বাস্তুদের দুঃসহ জীবনযাত্রা ও সংগ্রামী মনোভাব সব বামপন্থী দলকেই গভীরভাবে চিন্তিত ও বিচলিত করে তুলেছিল। ঠিক এই রকম একটি মুহূর্তে শ্রী অম্বিকা চক্রবর্তী উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সমস্ত বামপন্থী দলগুলিকে সমবেত করার চেষ্টায় ব্রতী হন। তার আবেদনে একমাত্র আর. এস. পি ব্যতীত তৎকালীন সমস্ত বামপন্থী দলই সাড়া দেন। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংগ্রামে একটি সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে যৌথ নেতৃত্ব দিতে সম্মত হন। সংগ্রামী উদ্বাস্তু আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হ'য়ে পুনর্বাসন সমস্যাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী

দলগুলি সেদিন যে ঐক্যের পথ গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্য দিয়েই বর্তমান বামপন্থী ফ্রণ্টের ভিত্তি রচিত হয়।

১৯৫০ সালের ৪ ঠা জুন পুনর্বাসন সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। মিলিত বামপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন কলোনী, ক্যাম্প ও বস্তী কমিটির সম্মিলিত আহ্বানে কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে এক সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে "সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ" জন্ম পরিগ্রহ করে। কেন্দ্রীয় পরিষদ পরবর্তীকালে ইউ. সি. আর. সি. হিসাবেই বেশী পরিচিত। ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজী কাউন্সিলের সংক্ষিপ্তসার ইউ. সি আর সি। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জিলাগুলিতে খণ্ড খণ্ডভাবে পরিচালিত আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও সাধারণ কর্মসূচী রচনার মাধ্যমে পুনর্বাসন সংগ্রাম পরিচালনা করে চলেছে। এই রাজ্যে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদই এখন একমাত্র কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সংগঠন।

পরিষদ গঠিত হবার ফলে পুনর্বাসন আন্দোলনে এতদিনকার নেতৃত্বের অভাব দূরীভূত হয়। স্থানীয় খণ্ড খণ্ড আশু সমস্যা সমাধানের সংগে সংগে সামগ্রিকভাবে পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে সার্থক করার উপযোগী কর্মসূচী রচিত হয়। তার ভিত্তিতে সারা রাজ্য জুড়ে কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্বাস্তুদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হ'চ্ছে। কেন্দ্রীয় সংগঠনটি গ'ড়ে না উঠ্‌লে স্থানীয় আন্দোলনগুলি অল্পেতেই শুদ্ধ হ'য়ে যেতো এবং সমস্যাটি জাতীয় জীবনে বর্তমান গুরুত্ব অর্জনে সক্ষম হোতো না। ফলে উপেক্ষিত ও অবহেলিত হ'য়ে উদ্বাস্তুদের দুর্দ্দশার অন্ত থাকতো না। নিজস্ব সংগঠন এবং সংগঠিত আন্দোলনের ধারাবাহিক চাপ যদি না থাকে কোন রাজনৈতিক দলই বেশীদিন বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। এই সত্যটি সব উদ্বাস্তুরই উপলব্ধি করা উচিত।

সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ গঠিত হবার পরবর্তী পর্যায়ে পুনর্বাসন সংগ্রাম স্বতস্ফূর্ততা কাটিয়ে উঠতে থাকে। খণ্ড খণ্ড ইতস্তত

বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমূলক আন্দোলনগুলি ঐক্যবদ্ধ রূপ নেয়। আশু দাবীর সংগে সামগ্রিক পুনর্বাসনকে মূল লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। পুনর্বাসনের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পথে দেশব্যাপী সুসংগঠিত পদক্ষেপ নেবার কাজ সুরু হয়। পরিষদের সংগঠনিক নীতি, পুনর্বাসনের কার্যক্রম এবং স্থানীয় সংগ্রামকে সর্বসাধারণের সংগ্রামে রূপান্তরিক করার প্রয়াসসমূহ অতি অল্পদিনের মধ্যেই পরিষদকে জনপ্রিয় করে তোলে। বর্তমানে প্রতিটি জিলা ও অঞ্চলে পরিষদের ব্যাপ্তি ঘটেছে এবং ইউ. সি. আর. সি আজ রাজ্যে একমাত্র জনপ্রিয় উদ্বাস্তু সংগঠন। ফলে পুনর্বাসন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত পরবর্ত্তীকালে ইউ. সি. আর. সি-র কার্যাবলীর মধ্যেই প্রতিফলিত।

জবর-দখল উপনিবেশ পত্তনের সংগ্রাম

এক কথায় বলা চলে, জবর-দখল কলোনীগুলি কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের শরণার্থী পুনর্বাসন-বিরোধী নীতির স্থায়ী জ্বলন্ত এবং মূর্ত প্রতিবাদ। ৫০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শহরতলী ও শিল্পাঞ্চলে জবর-দখল উপনিবেশ স্থাপিত হয়। জমির মালিকদের পক্ষ থেকে কলোনী ভাংগার সমস্ত চেষ্টা উদ্বাস্তুদের সংহত প্রতিরোধের ফলে ব্যর্থ হ'য়ে যায়। একটি কলোনী থেকেও একটি উদ্বাস্তুকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নি। কোথাও কোথাও জমির মালিকেরা কোর্ট ও পুলিশের সাহায্যেও উপনিবেশ উৎখাতের চেষ্টা করে। তাতেও সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। মালিকদের ব্যক্তিগত প্রয়াস ব্যর্থ হবার পরে তারা রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়। ১৯৫১ সালে রাজ্য সরকার বিধানসভায় কলোনী উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিলটির নাম ছিল "অনধিকার জমি দখলকারীদের উচ্ছেদ আইন"। উদ্দেশ্যটি খুব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত ছিল। যেহেতু বে-আইনী জমি দখলদার প্রতিটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা মালিকদের পক্ষে ব্যয়বহুল কষ্টকর, সেইহেতু এই আইনের মারফৎ

মালিকদের সুবিধার্থে ব্যাপকভাবে বে-আইনী দখলদার অপসারণের ব্যবস্থা করা হবে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত সমস্ত জবর-দখল কলোনী থেকে ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তুদের উৎখাত করাই ছিল আইনটির প্রকৃত মর্মার্থ।

এই উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে পরিষদের নেতৃত্বে বিশাল বিশাল জন জমায়েত করা হয়। প্রায় দেড় লক্ষ উদ্বাস্তুর সমাবেশ হয় মনুমেণ্ট প্রাঙ্গণে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ সালে উচ্ছেদ আইন প্রত্যাহারের দাবীতে। ইউ সি আর সি সংগে যুক্তভাবে না হ'লেও একই দাবীতে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী ও আর. এস. পি প্রভৃতির নেতৃত্বে ঐ দিনই আর একটি সমাবেশ হয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। যুক্ত মঞ্চ গঠিত হয়নি ওঁদের সংগে। কিন্তু সমগ্র উদ্বাস্তু সমাজ এরপর এই আইন পরিবর্তনের জন্য দিনের পর দিন কঠিন সংগ্রাম করেন। বিধানসভার মধ্যেও সমস্ত বামপন্থী প্রতিনিধিগণ বিলটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হ'য়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত আইনটি সংশোধিত হয়। আইনের নাম পরিবর্তিত হ'য়ে "উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও জবর-দখল উচ্ছেদ" এই নাম দেওয়া হয়। নূতন আইনের ৪ নং ধারায় বলা হয় যে জীবিকার সংগে সংগতি রেখে বিকল্প পুনর্বসতির ব্যবস্হা না করা পর্যন্ত কাউকে উচ্ছেদ করা হবে না। সংশোধিত আইনে অনেক ফাঁক-ফোকর ছিল। পরবর্তী সংগঠিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রকার উচ্ছেদ প্রচেষ্টা ব্যর্থ ক'রতে সক্ষম হয় জবর-দখল কলোনীর অধিবাসীগণ।

ইউ সি আর সি এবার ধ্বনি তোলেন—"জবর-দখল কলোনীগুলিকে আইনগত স্বীকৃতি দাও" এবং বাস্তুহারাদের দখল করা জমিতে স্থায়ী স্বত্বাধিকার দাও"। ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত প্রসাদ জৈন-এর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রী-কমিশনের রিপোর্টে জবর-দখল কলোনীগুলিকে আইনানুগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পশ্চিমবাংলার মাটিতে স্হায়ী জীবনযাত্রা গ'ড়ে তোলার সংগ্রামে এই বিজয় অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তীকালে আরও অনেক জবর-দখল উপনিবেশ স্হাপিত হ'য়েছে। ১৯৬০-এর দশকে, '৭০—'৮০-র দশকে এবং এমন কি ৯০-এর দশকেও

জবর-দখল উপনিবেশ পত্তন হ'য়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম ১৪৯-কে স্বকৃতি দেন। পরে ১৭৫ এবং তারও পরে ১৯৮৭ সালে আরও ৬০৭ টি জবর-দখল উপনিবেশ সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। এখনও প্রায় সহস্রাধিক কলোনী স্বীকৃতির অপেক্ষায়। প্রায় বিশ লক্ষ শরণার্থী জবর-দখলের মধ্য দিয়ে ভারতের মাটিতে নিজেদের স্থায়ী বসতি গ'ড়ে তুলেছেন।

উপনিবেশন পত্তন ও স্বীকৃতি অর্জন অর্থাৎ '৪৯ থেকে '৫৪ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে কলকাতা ও শহরতলীর চেহারা ছিল প্রায় একটি রণক্ষেত্রের মত। এই দিনগুলির কাহিনী স্বতন্ত্র ও বিস্তৃতভাবে বর্ণনার দাবী রাখে। এই পথ প্রদর্শকদের সাহস, দৃঢ়তা এবং গঠনমূলক দৃষ্টি-ভঙ্গীর উপযুক্ত মূল্যায়ন এখনও হয়নি। এদের সৃজনীশক্তি ও স্বাবলম্বী দৃষ্টান্ত সমাজের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ। পরবর্তী জবর-দখল-কারীদের পথকে এঁরাই সুগম ক'রে দিয়েছেন।

উপনিবেশগুলি স্বীকৃতি লাভের পর প্রশ্ন ওঠে জমির স্বত্বাধিকার ও উন্নয়নের বিষয় নিয়ে। স্বত্ব ও স্বত্ব দলীলের প্রসংগ নিয়ে দীর্ঘদিন নানারকম টালবাহানা চলতে থাকে। প্রথমে অর্পণপত্র। তারপর শর্ত-কণ্টকিত লীজস্বত্ব। পরে সংশোধিত লীজ-স্বত্ব প্রভৃতি বিতর্ক ও দ্বন্দ্বের পরে শেষ পর্যন্ত বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে কায়েমী স্বত্বের দলীল অর্পণ ব্যবস্থা সুরু হ'য়েছে ১৯৮৭ সাল থেকে। দলীল নিয়ে দীর্ঘ বছর ধরে যে যুদ্ধ হ'য়েছে, সেই কাহিনীও স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত বর্ণনার অপেক্ষা রাখে।

নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ দিয়ে উদ্বাস্তুরা উপনিবেশগুলিকে মানুষের বাসোপযোগী ক'রে তুলতে নিরন্তর প্রচেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উন্নয়নের এই ব্যবস্থা আদৌ যথেষ্ট নয়। বিশেষতঃ দরিদ্রতম মানুষের উপনিবেশগুলি এখনও বাসযোগ্যই হ'য়ে ওঠেনি। ফলে উন্নয়নের প্রশ্ন এখন পুরোভাগে উপস্থিত। উন্নয়নের জন্য যে সংগ্রাম চ'লেছে তার বিবরণ পরবর্তী একটি অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

কিন্তু শরণার্থীদের একটি বিরাট অংশের বাস্তু-সমস্যা এখনও বর্তমান।

কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালন করেন নি—বরং দায়িত্বকে ক্রমাগত অস্বীকার করার ফলেই নানাবিধ জটিল সমস্যা সৃষ্টি হ'য়েছে ও হ'চ্ছে। আশ্রয়হীন, গৃহহীন শরণার্থীরা স্থায়ী বাস্তুর প্রত্যাশী। এদের সমস্যা যতদিন না মিটছে ততদিন নতুন নতুন উপনিবেশ পত্তন হবেই। সরকার যদি দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তবে উদ্বাস্তুরা নিজেরাই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রদর্শিত জবর-দখলের পথ গ্রহণে বাধ্য হবেই।

সরকারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংগ্রাম

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে পুনর্বাসন সংগ্রামে জবর-দখল উপনিবেশগুলি একটি নতুন পথের দিশারী। সেই পথ অনুসরণ ক'রে চলেছে অসংখ্য শরণার্থী নিজেদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে। শুধু অকৃষিজীবী মধ্যবিত্তরাই নন—কৃষিজীবীগণও এই পথের পথিক। তারা বাস্তু জমির দখল নিয়েই ক্ষান্ত হননি—জীবিকার জন্য চাষের জমিও দখল ক'রেছেন। এই সমস্ত জবর-দখলকারীগণই পুনর্বাসন সংগ্রামে মূল ও প্রধান শক্তি জুগিয়েছেন। এরাই স্থায়ী যোদ্ধা। কিন্তু উদ্বাস্তুদের অন্যান্য অংশের মানুষও পুনর্বাসন সংগ্রামের রঙ্গমঞ্চে তাদের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে উল্লেখ ক'রতে গেলে সরকারী পুনর্বাসন কেন্দ্র ও সরকারী ক্যাম্পগুলির কথা বিশেষ স্থান লাভ করে।

পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে দেখা যেতো সুদূর পল্লী অঞ্চলের সরকারী পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে দলে দলে উদ্বাস্তুরা ছুটে আসছে কলকাতা শহরে। মিছিল ক'রছে। পুনর্বাসন দপ্তরের অক্‌ল্যান্ড হাউসের সামনে ভিড় ক'রছে। ঘেরাও ক'রছে অফিসার ও কমিশনারকে। কখনও কখনও অফিসের সামনে দিনের পর দিন অনশন সত্যাগ্রহ চ'লছে। বাইরে অনেক জিলা, মহকুমা বা ব্লক অফিসেও গণ-সত্যাগ্রহ বা ঘেরাও-এর সংবাদ আসছে। জেল-ভরো আন্দোলনে দলে দলে সত্যাগ্রহী উদ্বাস্তুরা কারাবরণ করছে! ট্রেন বন্ধ করা, বড় বড় রাজপথে অবরোধ সৃষ্টি করাও নিত্যকার ঘটনায় পর্যবসিত। সরকারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের

২

উদ্বাস্তুরা নিজেদের দুঃখ ও যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দিতেন এই পথে। এত ক্ষোভ বিক্ষোভের যথেষ্ট সংগত কারণ ছিল।

পূর্ববাংলার শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য যে সত্যিকার কোন পরিকল্পনাই ছিল না এই সমস্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলি তারই নিদর্শন। অনিচ্ছায় নেহাৎ বাধ্য হ'য়ে দায়-সারা-গোছের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল অবাস্তব ও উদ্ভট। সামান্য দু-একটি দৃষ্টান্ত থেকে তা উপলব্ধি করা যাবে। মেদিনীপুর শহরের পাশে পাথুরে মাটিতে খয়েরউল্লাচকে একটি হর্টিকালচার স্কীমে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন পেয়েছিলেন। দেওয়া হয় এক বিঘা জমি। পাঁচ কাঠায় হবে বাড়ী—আর ১৫ কাঠায় হবে হর্টিকালচার। জল সেখানে ৬০ ফুট নীচে। হয় পাগল নয়তো শয়তানের মাথা থেকে এই ধরণের উদ্ভট পরিকল্পনা গজাতে পারে। বনগ্রামের সীমান্তে তেপান্তরের মাঠে চারিদিকে ৪'৫ মাইলের মধ্যে জনবসতিহীন একটি জায়গায় ট্যাংরা তে এগারো শত ছোট ব্যবসায়ীকে পুনর্বসতি দেওয়া হ'য়েছে। সবাই ছোট ব্যবসায়ী। ক্রেতা কে? সুতরাং কয়েকদিন বাদেই টিন বিক্রি ক'রে খেয়ে দেয়ে আবার পূর্ব পাকিস্তানের মাতৃ জঠরে ফিরে যাওয়া ছাড়া এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য আর কি থাকতে পারে? বাদুড়িয়ার চণ্ডীপুর ক্যাম্প থেকে ৮০০ পরিবারকে পাশেই পুনর্বাসন দেওয়া হোল চিরকাল জলে ডোবা জমিতে। জলনিকাশী ব্যবস্থা নেই। জমি চাষযোগ্য করার কথা নেই। তার উপর ৬ বিঘা জমির প্রতিশ্রুতি থাকলেও দেওয়া হ'য়েছে মাত্র ১ বা ২ বিঘা পরিবার পিছু।...এই রকম অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আবার ঋণদান পদ্ধতিটিও অদ্ভুত। পাঁচশত টাকা ব্যবসায়ী ঋণের ২০০ টাকা প্রথম কিস্তী—দ্বিতীয় কিস্তী পেতে এক পাটি জুতো ক্ষয়—অর্থাৎ বৎসরাধিক কাল অতিক্রান্ত। সুতরাং কেন্দ্রত্যাগ করা ছাড়া উপায় কি?

বিভিন্ন আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার অবস্থা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে একটি "তথ্য অনুসন্ধানী কমিটি" নিযুক্ত করেন ১৯৫২ সালে শ্রী কে. পি. মেথরানীকে সেক্রেটারী করে। ইউ. সি. আর. সি. সমগ্র

পশ্চিমবাংলার সরকারী পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলির ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে এবং একটি রিপোর্ট ও সুপারিশ এই কমিটির কাছে পেশ করে। ইউ. সি আর সি, কারও উপর দোষ না চাপিয়ে ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করে এবং পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব পেশ করে। ঐ কমিটি এই রিপোর্টকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল এবং অনেকগুলি সুপারিশকে স্বীকৃতি দেয়। পরে ১৯৫৪ সালের "মন্ত্রী-কমিটির" অনুমোদনে পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলির অনেকগুলিকে ঢেলে সাজাবার নির্দেশ থাকে। খানিকটা কাজও হয়। তার ফলে বহু কেন্দ্র পুনর্গঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে নতুন পুনর্বসতি কেন্দ্র স্থাপনের সময় ইউ. সি. আর. সি.-র প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা করা হয়। ফলে পুনর্বসতি কেন্দ্রে অবস্থা উন্নত হয়। উত্তেজনা, ক্ষোভ বিক্ষোভও স্তিমিত হয়ে যায়। অবশ্য এই কলোনীগুলির সাধারণ উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশগুলি এখনও কার্যকর হয় নি। উন্নয়ন এদের জীবনে একটি বড় প্রশ্ন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আশ্রয়-শিবিরবাসী শরণার্থীদের সংগ্রাম

পুনর্বাসন সংগ্রামের ইতিহাসে জবর-দখল উপনিবেশবাসী উদ্বাস্তুগণের সুদীর্ঘ ধারাবাহিক সংগ্রাম যে স্থায়ী আসন সংগ্রহ করে নিয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সরকারী আশ্রয় শিবির বা ক্যাম্পবাসী শরণার্থীগণও পুনর্বাসন সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সে ইতিহাসও বিচিত্র ঘটনাবহুল, প্রচণ্ড ক্ষয় ও ক্ষতিতে ভরা। ক্যাম্পবাসীদের সংগ্রাম একদিকে ভয়-শংকাহীন দৃপ্ত অভিযানের প্রতীক এবং অন্যদিকে মর্মান্তিক দুঃখ ও বেদনায় আবৃত। জয় ও পরাজয়ের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তাদের চলতে হ'য়েছে।

সবচেয়ে দুস্থ ও দুর্গত শরণার্থীরাই আশ্রয় নিয়েছিলেন সরকারী সাময়িক আশ্রয় শিবিরগুলিতে। একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত মানুষগুলির সামনে এ ভিন্ন অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫,৫৭,৫৪৪। তারপর খুব বেশী মানুষ আশ্রয় শিবিরে আর স্থান পাননি। '৫৮ সালের পরে

আদৌ ক্যাম্পে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়নি। ৬৪-৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে যারা পূর্ব-বাংলা ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হন তাদের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ শরণার্থীকে সীমান্ত ষ্টেশন থেকে ট্রেনের কামরায় ভর্তি করে সোজা দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর যে সব উদ্বাস্তু পশ্চিমবংগে প্রবেশ করেন তাদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। পরিত্যক্ত অবস্থায় পশ্চিমবংগেই তারা দুঃখের জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

আশ্রয়-শিবিরগুলি ছিল রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু কতকগুলি বড় বড় ক্যাম্প ছিল। সেগুলির মধ্যে নদীয়া জিলার কুপার্স ও ধুবুলিয়া, বর্ধমানের পাল্লা, মহেশডাংগা প্রভৃতি ক্যাম্পগুলি পুনর্বাসন আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল। পুনর্বাসন-কেন্দ্রে না-পাঠানো 'পর্যন্ত শরণার্থীগণকে যে ক্যাম্পে রাখা হ'ত সেগুলির নাম ছিল "ট্রান্‌জিট" ক্যাম্প। এভিন্ন আরও তিন ধরণের আশ্রয় শিবির ছিল—পি, এল ক্যাম্প, উইমেন্‌স্‌ ক্যাম্প ও ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্প। অক্ষম ও পংগু ব্যক্তিদের জন্য স্থায়ী আশ্রয় শিবিরগুলিকে "পার্মানেণ্ট লায়াবিলিটি" সংক্ষেপে পি, এল অর্থাৎ স্থায়ী দায়-সম্পন্ন শিবির আখ্যা দেওয়া হয়। মেদিনীপুরের দুধকুণ্ডী, হুগলীর বাঁশবেড়িয়া, নদীয়ার চাঁদমারী, কুপার্সের একাংশ, চামতা ও ধুবুলিয়া, চব্বিশ পরগণার হাবড়া-অশোক নগর, টিটাগড় প্রভৃতি এলাকায় এই ধরণের শিবিরগুলি অবস্থিত ছিল এবং এখনও অনেকগুলি এই জাতীয় ক্যাম্পের অস্তিত্ব আছে। "উইমেন্স ক্যাম্প" বা "মহিলা শিবিরে" অনাথ, বিধবা ও অভিভাবকহীন মেয়েদের আশ্রয়স্থান ছিল। হুগলীর, ভদ্রকালী, বাঁশ-বেড়িয়া, রাণাঘাটের মহিলা শিবির, রূপশ্রী পল্লী, টিটাগড়ের 'মহিলা শিবিরের' নাম এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। "রূপশ্রী" ব্যতীত অন্য সব কটি মহিলা শিবিরের অধিবাসীদের অনেকে পরবর্তীকালে বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পুনর্বাসন নিয়েছিল। অনেকে এখনও পুনর্বাসনের দিন গুনছেন। "ওয়ার্ক-সাইট"-ক্যাম্পগুলি ১৯৫১ সালে গঠিত হয়।

পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত জমি উন্নয়নের কাজের উদ্দেশ্যে বড় বড় ক্যাম্পগুলি থেকে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন এলাকায় দল বেঁধে তাঁবুর মধ্যে রাখা হত। কাজের বিনিময়ে তারা পারিশ্রমিক পেতেন। জমির উন্নয়ন হবার পর সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে এটাই ছিল সরকারী লক্ষ্য। সারা রাজ্যে প্রায় ৩২টি এই জাতীয় ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই কাজ হবার পর তৈরী জমিতে উদ্বাস্তুরা স্থান পাননি। এই প্রসংগে বাগজোলা, সোনারপুর-আরপাঁচ স্কীমের সংগে যুক্ত উদ্বাস্তুদের দুর্ভাগ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় কায়েমী স্বার্থের বিপুল বিরোধিতার ফলে উদ্বাস্তুদের শ্রমে উন্নত জমিতে উদ্বাস্তুরা দখল পাননি।

আশ্রয় শিবির-বাসী উদ্বাস্তুগণের সংগ্রামকে দুটি ভাগে বিবেচনা করাই সংগত হবে। প্রথম বিষয়টি তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অবস্থা কেন্দ্রিক। সব ক্যাম্পের জীবনই ছিল নারকীয়। এখনও পি, এল ক্যাম্পগুলিতে তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। অতি সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে গাদাগাদি ক'রে বহু পরিবারকে একসংগে রাখার ব্যবস্থা ছিল। কোন আব্রু ছিল না—এমন কি হাত-পা ছড়িয়ে শোবার মত যথেষ্ট জায়গাও পাওয়া যেতো না। ছিল চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। নামমাত্র চিকিৎসাকেন্দ্রে ছিল না যথেষ্ট ঔষধ বা চিকিৎসক। শিশু-মৃত্যু ছিল নিত্যকার ঘটনা। বড় বড় ক্যাম্পগুলিতে বিশ পঁচিশ হাজার মানুষের বাস ছিল। ডোল ও ক্যাশডোল সময়মত পাওয়া যেতোনা—অথচ উদ্বাস্তু পরিবারগুলি ছিল এরই উপর নির্ভরশীল। শীতের কম্বল জুটতো গরমকালে। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের বিদ্রোহ প্রায় সব আশ্রয় শিবিরেই অহরহ দেখা দিত। প্রতিকারের উদ্দেশ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে সংগঠিত শরণার্থীগণ পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে রেল-অবরোধ, সড়ক অবরোধ এবং সরকারী পুনর্বাসন দপ্তরে বড় বড় মিছিল পরিচালনা করতেন। আন্দোলনের ফলে সাময়িক উন্নতি ঘটতো। যতদিন ক্যাম্পগুলিতে জনসংখ্যাধিক্য ছিল ততদিন এই ধরণের আশু দাবীর ভিত্তিতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলেছে।

কিন্তু কিছুদিন পরেই স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবী পুরোভাগে আসে। পূর্ব-পরিকল্পনা অভাবে নতুন পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠছিল না। প্রথমদিকে পুনর্বাসনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ ক'রতে চাননি। ফলে জমি সংগ্রহের ভাবনা-চিন্তার প্রশ্নই ওঠেনি। চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে পতিত, অনাবাদী, জলাবদ্ধ জমি অধিগ্রহণও যে করা যায় না শুধু এই বিষয়টি বুঝতে সরকারের পক্ষে অনেকদিন লেগেছিল। ১৯৪৮ সালের ল্যান্ড ডেভলপমেন্ট ও প্ল্যানিং এক্ট জমি অধিগ্রহণের কাজে বেশীদূর সাহায্য ক'রতে পারেনি। ক্ষতিপূরণের বিরুদ্ধে জমির মালিকেরা কোর্টের আশ্রয় নিয়ে জমি-অধিগ্রহণের কাজ স্তব্ধ করে দেয়। ক্যাম্প থেকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠাবার সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যায়। অথচ ১৯৫০ সাল থেকেই সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ সার্থক পুনর্বাসন পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে "জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের" প্রশ্নটি ক্রমাগত উত্থাপন ক'রেছেন। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট এদিকে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করেননি—কারণ পুনর্বাসন তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। দ্রুত ক্যাম্পগুলির অবসান চাই। এগুলি তখন সরকারের কাছে "ক্যান্সার স্পট" হ'য়ে উঠেছে। অনবরত মিছিল, ঘেরাও ও অবরোধ সৃষ্টির কেন্দ্রে পরিণত হ'য়েছে। গভর্ণমেণ্ট জমির মূল্য বৃদ্ধি করে বিঘাপ্রতি ১৫০ টাকার পরিবর্তে ৩০০ টাকা ধার্য করেন। এই পথেও বেশীদূর অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। ইউ, সি, আর, সি, প্রস্তাব দেয় যে অব্যবহার্য, অনাবাদী, পতিত ও জলাবদ্ধ জমি সংগ্রহ করা হোক এবং সেই জমির উন্নয়নের জন্য ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্প স্থাপনার ব্যবস্থা করা হোক। নিজস্ব পুনর্বাসনের জমি উদ্বাস্তুরা নিজেরাই চাষ ও বাসযোগ্য করে নেবে উপযুক্ত মজুরীর ভিত্তিতে। সরকার-পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। পশ্চিমবাংলার বহু জিলায় ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প স্থাপিত হয়। অধিকাংশ ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পের উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়—জমিদারী প্রথার দৌলতে। উন্নয়নের পর জমিদার জোতদারেরা উন্নত জমির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাগজোলায় কৃষ্ণপুরে খাল কেটে প্রায় ১০ হাজার একর

জমির জল নিষ্কাশন করা হয়। জোতদারের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয় জমির দখল নিতে। তারা গুলি চালায়। দু'জন উদ্বাস্তু কৃষকের মৃত্যু হয়। বিশ হাজার উদ্বাস্তুর কঠোর শ্রম নিষ্ফল হ'য়ে যায়। ক্যাম্পেই থাকতে হয়। সোনারপুর আরপাঁচ স্কীমের ইতিহাসও প্রায় অনুরূপ।

জমিদারী প্রথার অবসান করা হ'চ্ছে না। পুনর্বাসনের জন্য জমি মিলছে না। অথচ ক্যাম্পের অবলুপ্তি চাই। গভর্ণমেণ্ট পশ্চিমবাংলার বাইরে উদ্বাস্তুদের পাঠাতে সুরু করেন। উড়িষ্যায় প্রেরিত হয় ৫০ হাজার শরণার্থী এবং বিহারে যায় ২৫ হাজার। কেন্দ্রের নিকট থেকে অর্থ প্রাপ্তির প্রেরণায় ঐ দুই রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত পরিবারদের পুনর্বাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন বাদেই ৫৪-৫৫ সাল নাগাদ অধিকাংশ উদ্বাস্তু এই রাজ্য দুটি থেকে পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসতে বাধ্য হন। কারণ পুনর্বাসনের উপযোগী সুযোগ সেখানে মেলে নি। পশ্চিমবঙ্গেই এই কেন্দ্রত্যাগী উদ্বাস্তুদের ব্যবস্থা পত্তনের জন্য সংগ্রাম সুরু হয়। হোড়োভাংগা, লস্করপুর কৃষিকলোনী সেই সংগ্রামের সাফল্যের একটি নিদর্শন।

বাংলার বাইরে যাদের তখন পাঠানো হ'য়েছিল তাদের মধ্যে যারা আন্দামান ও নৈনীতালে প্রেরিত হন তাদের পুনর্বাসন সাফল্যলাভ করে। অন্য সব জায়গাতে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ইউ. সি আর. সি. এই সময় আর একটি প্রস্তাব দেন। সরকার জমি অধিগ্রহণে ব্যর্থকাম। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না। ক্যাম্পের নরকজীবন থেকে মুক্তি চাই। সুতরাং উদ্বাস্তুদের স্বাধীনভাবে জমি সংগ্রহের সুযোগ দেওয়া হোক। এর ফলেই এল. পি. বা "বায়নানামা স্কীমের জন্ম হয়। এই পরিকল্পনার সুযোগ নিয়ে প্রায় ৩৬,০০০ পরিবার ক্যাম্পজীবন থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে "জমিদারী প্রথা বিলোপ আইন" পাশ হয়। কিন্তু তাকে দ্রুত কার্যকরী করতে সরকার এগিয়ে আসেনি। অথচ '৫৫ সালেই সুরু হোল এই সুর যে

যে পশ্চিমবংগে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দেবার মত জমি নেই! ইউ সি. আর. সি.-র পক্ষ থেকে ক্যাম্পবাসী সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের হাতে "পুনর্বাসনের একটি বিকল্প পরিকল্পনা" উপস্থিত করা হয়। এই পরিকল্পনায় পশ্চিমবংগের কোথায় কী পরিমাণ পতিত ও চাষের অযোগ্য জমি আছে সেই সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পেশ করা হয় এবং সম্ভাব্য শিল্প সম্পর্কেও পরিকল্পনা থাকে। এই বিকল্প পরিকল্পনাকে গভর্ণমেণ্ট খণ্ডন করতে পারেন নি। তথাপি পশ্চিমবঙ্গে স্থান সংকুলান হ'চ্ছে না এই আর্তচীৎকার সুরু করা হল। এর পরই চাপিয়ে দেওয়া হয় দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা।

সরকারী বিবৃতির পর সংবাদপত্রগুলিতে "নয়া-বাংলা'' পত্তনের মোহিনী চিত্র প্রতিনিয়ত প্রচারিত হ'তে থাকে দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে। পশ্চিমবংগের সাধারণ মানুষ এমন কি তথাকথিত প্রগতিশীলদের একাংশও এই প্রচারে বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়েন। এই অবস্থার পটভূমিকায় সরকারী হুকুম জারী হয় ক্যাম্পবাসী শরণার্থীদের প্রতি—দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে, নইলে ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হবে। ইউ সি. আর. সি. থেকে আবেদন জানিয়ে বলা হয় "আমরা দণ্ডকারণ্যের বিরোধী নই। কিন্তু যে পরিমাণ অর্থব্যয়ে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন পরিকল্পনা রচিত হবে বলা হ'চ্ছে, তার এক তৃতীয়াংশ অর্থব্যয়ে ক্যাম্পবাসী সমস্ত পরিবারকে পশ্চিমবংগের মধ্যে সুন্দরভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। এই কাজের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাও প্রভূত পরিমাণে লাভবান হবে।'' কিন্তু সে কথায় কেউ কান দেয় নি। পরে ইউ. সি. আর. সি আবার ব'ললেন, "আগে পরিকল্পনাগুলি আমরা সরেজমিনে দেখে আসি। যোগ্য বিবেচনা ক'রলে উদ্বাস্তুদের সম্মত ক'রে আমরাই তাদের নিয়ে যাবো।'' কিন্তু এ প্রস্তাবেও কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট রাজী হলেন না।

সুরু হয় উদ্বাস্তুদের প্রতি প্রচণ্ড আক্রমণ। জোর করে ভয় দেখিয়ে ক্যাম্পগুলি থেকে শরণার্থীদের দণ্ডকে নিয়ে যাবার কাজ আরম্ভ হয়। এবার

উদ্বাস্তুরা রুখে দাঁড়ান সরকারী আক্রমণের বিরুদ্ধে। সুদূর পাল্লা, মহেশডাংগা, বাঁকুড়া, হুগলী এবং নদীয়ার ক্যাম্পগুলি থেকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু কলকাতা শহরে সমবেত হ'তে থাকেন। জেলায় জেলায় সত্যাগ্রহ সুরু হয়। ইউ সি আর সি-র প্রায় সমস্ত নেতৃস্থানীয়দের গ্রেপ্তার করা হয়। ক্যাম্পগুলিতে ডোল বন্ধ হ'য়ে যায়। তিনমাস এই সংগ্রাম চলে। কাউকেও ভয় দেখিয়ে জোর করে দণ্ডকে নেওয়া যাচ্ছে না দেখে গভর্ণমেণ্ট একটি আপোষে সম্মত হন। আপোষের শর্ত ছিল—জোর ক'রে কাউকে নেওয়া হবে না—স্বেচ্ছায় যারা যেতে রাজী কেবল তাদেরই নিয়ে যাওয়া হবে। সংগ্রাম প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু কয়েকমাস বাদেই জানান হোল যারা দণ্ডকে যায়নি তাদের ছয় মাসের ডোল দিয়ে ক্যাম্প চিরতরে বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। উদ্বাস্তুরা এই ভিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যারা দণ্ডকে যায়নি ক্যাম্পের মধ্যেই তারা থেকে গেলেন—ছিলনা সরকারী সাহায্য এবং ভবিষ্যতে পুনর্বাসনের কোন আশা-ভরসা। এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের পরবর্তী কালে বলা হয়েছে "এক্স ক্যাম্প সাইট" উদ্বাস্তু।

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে "এক্স—ক্যাম্প সাইট" উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবী পুনরায় স্বীকৃত হয় এবং বর্তমানে এদের পুনর্বাসনের কাজ প্রায় সমাধান হ'য়ে এসেছে।

দণ্ডকারণ্যে যারা গিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশেরই পুনর্বাসন হয় নি। দীর্ঘদিন মানা, রায়পুর, মালকানগিরি, উমরকোট প্রভৃতি ক্যাম্পে বাস ক'রতে হ'য়েছে—অসীম নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করে। যারা তথাকথিত পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে প্রেরিত হ'য়েছিলেন, জলের অভাবে তাদের জমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষযোগ্য ছিল না। শিল্প বা কলকারখানার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। পাথর ভেঙ্গে হাজার হাজার মাইল রাস্তা তৈরী ক'রেছেন। রাস্তা তৈরীর কাজ শেষ হবার পর কাজের সুযোগ থাকে না। রুক্ষ, অনুর্বর পাথুরে শুক্নো জমিতে ফসলও হয় না। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর অধিকাংশই পাগলের

মত ছুটে এসেছিলেন পশ্চিমবাংলার মাটিতে আশ্রয়ের আশায়। তাদের এই আশা পূরণ হয়নি। ফিরে গিয়েছেন আবার সেই দণ্ডকারণ্যে। কিন্তু সত্যই কি তাদের সবাই ফিরে গিয়েছেন? বাগজোলা খালের পাড়ে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে, সুন্দরবনে, হাবড়ার বাজারে রাস্তার পাশে রেল লাইনের ধারে ঝুপড়ির মধ্যে তাদের অনেককেই তো দেখা যায়। যারা ফিরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর হস্তক্ষেপের ফলে তাঁরা আর এক প্রস্থ পুনর্বাসন সাহায্য পেয়েছিলেন। দণ্ড কারণ্যের ঘটনা একটি মর্মান্তিক কাহিনী।

অন্যান্য উদ্বাস্তুদের ভূমিকা

পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পের অধিবাসী শরণার্থীগণ এখানকার জনজীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি ক'রেছিলেন। তাঁদের আন্দোলন ছিল বিক্ষোভের বিস্ফোরণ। অন্যদিকে জমি দখল-কারীদের সংগ্রাম ছিল সৃজনীশক্তি সম্পন্ন, গঠনমূলক এবং সৃষ্টি রক্ষার প্রয়াসী। পুনর্বাসন কলোনীর উদ্বাস্তুগণ প্রতিবাদী ও পুনর্গঠনের লড়াই করেছেন। এই তিন শক্তির মিলিত অভিযান পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবাংলার সমাজ জীবনকে অভিভূত করে রেখেছিল।

কিন্তু এঁরা ছাড়াও শরণার্থীদের একটি বিরাট অংশ পুনর্বাসনের প্রচেষ্টায় রতী ছিলেন। এদের মধ্যে মুসলীম পরিত্যক্ত বস্তীগুলিতে আশ্রয় প্রার্থীদের প্রসংগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিছু কিছু বিত্তশালী উদ্বাস্তু বস্তীগুলির মালিকানা সংগ্রহ করে অন্য উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদের চেষ্টা ক'রতেন। মাণিকতলা, বাগমারী, উল্টোডাঙ্গা, কাশীপুর, বেলগাছিয়া, আলমবাজার, হাওড়া প্রভৃতি এলাকায় উচ্ছেদ প্রতিরোধের সংঘর্ষ প্রায়শই দেখা দিত। বস্তীর সংগঠনগুলি একদিকে যেমন উচ্ছেদ প্রতিরোধ করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বিকল্প ব্যবস্থার দাবীতে সরকারী দপ্তরগুলিতেও ধরণা দিতেন। ১৯৫১ সালের "পুনর্বাসন ও উচ্ছেদ" আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত "কম্পিটেন্ট অথরিটির কোর্টে কিছুটা সুরাহা হ'লেও স্থায়ী পুনর্বাসনের সমস্যা মেটেনি।

ফলে সামগ্রিক পুনর্বাসনের আন্দোলনে বিপুল সংখ্যায় বস্তীবাসী উদ্বাস্তুগণ নিয়মিত অংশ গ্রহণ ক'রতেন।

সরকারী ট্রানজিট ক্যাম্প বাদে অন্যান্য পরিত্যক্ত সামরিক শিবিরে আশ্রয় প্রার্থী উদ্বাস্তুগণও পুনর্বাসনের দাবীতে বৃহত্তর আন্দোলনের নিয়মিত বাহিনী হিসাবে কাজ করেছেন। এই সমস্ত আন্দোলনের চাপে গভর্ণমেণ্ট এদের জন্য কিছু বিকল্প বাসস্থান ও গৃহনির্মাণে সাহায্য দিতে বাধ্য হন।

বস্তীবাসী ও পরিত্যক্ত শিবিরবাসী শরণার্থীদের একটি বড় অংশের পুনর্বাসন সমস্যা আজও মেটেনি। সাম্প্রতিককালের জমি দখলের ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ লক্ষণীয়।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেদের বন্দোবস্ত নিজেরাই ক'রে নিয়েছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিনিময় এবং পুরো গ্রামকে গ্রাম বিনিময়ের ঘটনা বিরল নয়। দেখা গিয়েছে পাবনার একটি হিন্দু প্রধান গ্রামের সমস্ত হিন্দু পরিবার বনগ্রামের একটি মুসলীম প্রধান গ্রামের সঙ্গে বিনিময় ভিত্তিতে নিজেদের পুনর্বাসনের সমস্যা মিটিয়ে নিয়েছেন। এই ধরণের বহু বিনিময় সম্পর্কে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। অনেকে নিজেদের সামর্থ্য দিয়ে জমি কিনে নিয়েছে। ঘর বাড়ী তৈরী ক'রে নিজ নিজ আশ্রয় ও জীবিকার সংস্থান গড়ে তুলেছে। শরণার্থীদের এই অংশ প্রত্যক্ষভাবে পুনর্বাসন আন্দোলনে যোগ দিতে এগিয়ে আসেন নি একথা সত্য হ'লেও পুনর্বাসন সংগ্রামে তাদের নৈতিক সাহায্য ও সহানুভূতির অভাব ঘটে নি।

উন্নয়ন প্রসংগ

সরকারী বা বেসরকারী কলোনীগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত নীচু, জলেডোবা বা অব্যবহার্য পরিত্যক্ত জমির উপর স্থাপিত। জনপদের উপযোগী নয়। চাষীদের চাষের জমিগুলিও চাষের উপযোগী নয়। জমিদারী ব্যবস্থা বজায় থাকার প্রথম আমলে ভাল জমি সংগ্রহ মুস্কিল ছিল। জবরদখলের ক্ষেত্রে জমির অবস্থা বিচার করে জমি দখল সম্ভব

ছিল না। সরকারী কলোনীগুলির ব্যর্থতা প্রধানত সংগৃহীত জমির জন্যই ঘটেছে। উন্নয়ন ব্যবস্থা ছিল সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত। সেই ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহীত হয়নি।

১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত "ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি'র কাছে ইউ, সি, আর, সি-র পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অবশ্য পুনর্বাসন কলোনীর প্রশ্নই তখন পুরো-ভাগে আসে। কারণ জবর-দখল উপনিবেশের অস্তিত্ব নিয়েই সে সময় লড়াই চলছিলো। ১৯৫৪ সালে "মন্ত্রী কমিটি" উন্নয়নের প্রশ্নকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন এবং উন্নয়ন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।

১৯৫৭ সালে রাজ্য সরকার একটি উন্নয়ন কমিটি গঠন করেন ও ২৫৯টি কলোনী উন্নয়নের কাজ সুরু হয় ১৯৫৭ সাল থেকে। জবর-দখল কলোনীগুলিও উন্নয়ন তালিকায় স্থান লাভ করে। তখন উন্নয়ন বাবদ বরাদ্দ ধার্য ছিল আর্বান কলোনীর ক্ষেত্রে প্লট প্রতি ১৬০০ টাকা এবং গ্রামীণ কলোনীতে ৬০০ টাকা। ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরি-কল্পনার শেষ অবধি ৫.৭০ কোটি টাকা উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয় এবং ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১০২টি সরকারী ও নয়টি জবর-দখল কলোনীর উন্নয়ন হয়েছিল। একেই বলা হয় উন্নয়নের প্রথম পর্যায়। উন্নয়ন কাজের দায়িত্বভার ছিল—কনষ্ট্রাকশন বোর্ড, পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনীয়ারিং এবং পি, ডব্লিউ ডি দপ্তরের উপর। পরবর্তীকালে তথা-কথিত "উন্নত" কলোনীগুলিতে উন্নয়নের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হ'য়ে উঠেছিল। ১৯৭৮ সালে বামফ্রণ্ট মন্ত্রীসভার আমলে যে "ডেভলপ্‌মেণ্ট কমিটি" গঠিত হয় তাদের রিপোর্টে এই হতাশাব্যঞ্জক চিত্র পাওয়া যায়।

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্ট উন্নয়ন খাতে ১৭৯ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে দাবী করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ১৯৬৮ সালে ইউ, সি, আর. সি রাজ্য-পালের কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করেন তার

মধ্যে উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রসংগটির কোন উল্লেখ নেই। সম্ভবত তখন উন্নয়নের প্রশ্নটি ইউ, সি, আর, সির চিন্তার পুরোভাগে উঠে আসেনি।

এদিকে উদ্বাস্তুগণ কংগ্রেস বিরোধী হ'য়ে যাচ্ছে এই আতংকে শ্রী সিদ্ধার্থ রায়, কংগ্রেস সরকারের ১৯৬১ সালের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে রচিত পুনর্বাসন পরিকল্পনায় পশ্চিমবংগে উদ্বাস্তু সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। এই পরিকল্পনায় উন্নয়ন খাতে কেন্দ্রের কাছে ৩১ কোটি টাকা মঞ্জুরীর দাবী পেশ করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৮ কোটি টাকার আশ্বাস দেন। ৭৩ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে এই বরাদ্দ থেকে মাত্র ১·৭৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের এবং উদ্বাস্তু আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলি "রিভিউ" কমিটি নিয়োগ করেন এবং এই কমিটিগুলি ক্যাম্প, সরকারী কলোনী, জবরদখল কলোনী, এক্স-ক্যাম্পসাইট, হেড়োভাংগা স্কীম ইত্যাদি বিভিন্ন অংশের উদ্বাস্তুদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করে। এদের সংগৃহীত তথ্য ও সুপারিশগুলির পর্যালোচনা ও বকেয়া কাজ পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় ১৯৭৫ সালে। এই কমিটির নাম ছিল "ওয়ার্কিং গ্রুপ"। ১৯৭৬ সালে "ওয়াকিং গ্রুপ" তাদের সুপারিশ পেশ করে। বর্তমান পর্যায়ে যে উন্নয়নের কাজ সুরু হ'তে যাচ্ছে তার মূল ভিত্তি এই "ওয়ার্কিং গ্রুপের" রিপোর্ট। এদের রিপোর্টেই ১৭৫টি—জবর-দখল কলোনীকে স্বীকৃতি দেওয়া আছে। কিন্তু সরকারী বা জবর-দখল কলোনীসমূহের প্লট সংখ্যার যে বিবরণ এতে আছে তা এদের কে বা কারা সরবরাহ করেছিল জানিনা—তবে প্রদত্ত প্লটসংখ্যা অত্যন্ত কম করে দেখানো আছে। অথচ এই ভিত্তিতেই উন্নয়ন বাবদ অর্থ মঞ্জুরী করা হ'য়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার এই রিপোর্টকেই এখন "বেদ" শাস্ত্রের মর্যাদা দিচ্ছেন।

ওয়ার্কিং গ্রুপের রিপোর্ট উন্নয়ন বাবদ মোট ৫২'০৩ কোটি টাকা

বরাদ্দের সুপারিশ করেন। গ্রামীণ ও আরবান সমস্ত ধরণের কলোনীকেই উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। প্লট পিছু বরাদ্দ ছিল—

(১) সি, এম, ডি এলাকার আরবান কলোনীর জন্য ৪৫৬০্

(২) সি, এম, ডি বহির্ভূত এলাকার আরবান কলোনীর জন্য ২৭০০্

(৩) সি, এম, ডি, এলাকার গ্রামীণ কলোনীর জন্য—২৬০০্ এবং

(৪) গ্রামীণ্ কলোনীগুলির জন্য ১৭০০্ টাকা।

কিন্তু পঞ্চম প্ল্যানিং কমিশন এই বরাদ্দ মেনে নেয় নি। তারা গ্রামীন কলোনীগুলির টাকা মঞ্জুর করতে রাজী হয় নি। দ্বিতীয়ত প্লট পিছু বরাদ্দ কমিয়ে (১) সি এম. ডি. এ. আর্বানের জন্য ২৫০০ টাকা (২) সি. এম. ডি. এ. গ্রামীন ও সি. এম. ডি. এ. বহির্ভূত আরবান কলোনীকে ১৭০০ টাকা দেবার সিদ্ধান্ত নেন। পঞ্চম প্ল্যানিং কমিশন আর একটি নতুন সুর তুললেন। তাদের মতে উদ্বাস্তুরা এখন সামাজিক জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে—অতএব স্বতন্ত্রভাবে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসছে। উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ কমালেও অবশ্য কথা ছিল মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে শতকরা ১০% হারে টাকার অঙ্ক বাড়াবার কথা বিবেচনা করা হবে।

১৯৭৭ সালের আগে নতুনভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ প্রকৃত পক্ষে সুরু হয়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের কাজে ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত ১৪ কোটি টাকা ধার্য ছিল। কিন্তু ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকারকে দেওয়া হ'য়েছে প্রায় ১২.৫০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের কাজ হ'য়েছে প্রায় ১৬০টি কলোনীতে। কলোনীগুলি বাছাই করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হ'য়েছিল অপেক্ষাকৃত দুর্গতদের অগ্রাধিকার সম্পর্কে। অবশ্য এই পর্যায়ে সি. এম. ডি. এলাকা বহির্ভূত গ্রামীণ কলোনীগুলি সম্পূর্ণভাবে বাদ পড়ে। ১৪৯ গ্রুপ অর্থাৎ ১৯৫০ সালের মধ্যে যে জবর-দখল কলোনী প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে সেগুলি এবং সরকারী আরবান কলোনীগুলি উন্নয়নের আওতায় আসে। দক্ষিণ কলিকাতার টালীগঞ্জ, যাদবপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কলোনীগুলিকে

উন্নয়ন কর্মসূচীতে গ্রহন করা হয়নি—কারণ ইতিমধ্যে সি. এম. ডি. এ. বস্তী উন্নয়ন স্কীমে এই এলাকাগুলিতে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। ফলে দমদম ও ব্যারাকপুর, হাওড়া, হুগলী ও মফঃস্বল জিলার আরবান কলোনী অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যায় স্থান পায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজের এজেন্সী হিসাবে প্রধানত পৌরসভাগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৭৮ সালে বামফ্রণ্ট সরকার যে "পুনর্বাসন কমিটি" গঠন করেন সেই কমিটির রিপোর্টে দুইটি বিষয়ে বিশেষ সুপারিশ ছিল। প্রথমত ছিল প্লট পিছু অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়ত গ্রামীন কলোনীসহ সমস্ত ধরণের কলোনী উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করা। ইউ. সি. আর. সি. '১৯৭৭ সালের বিজয়গড় সম্মেলনে উন্নয়ন সম্পর্কে এই দাবীগুলি নিয়ে সোচচার হয় এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে সুরু করে। "পুনর্বাসন কমিটি"র সুপারিশ ছিল উন্নয়ন খাতে ১১৯.৪৬ কোটি টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দাবীটি সম্পর্কে নীরবতা পালন ক'রতে থাকেন।

কিছুদিনের মধ্যেই পণ্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি ব্যাহত হ'তে থাকে। ইউ. সি. আর. সি. এবং রাজ্য সরকার মিলিতভাবে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবী তুলতে থাকে। ১৯৮৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার অবস্থা পুনর্বিবেচনার উদ্দেশ্যে একটি "টেক্‌নিক্যাল কমিটি"র উপর ভার ন্যস্ত করেন। উক্ত কমিটি তাদের '৮৭ সালে রিপোর্টে বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিতে রাজী হন নি। ঐ সামান্য টাকায় কাজ হয় না। এজেন্সীগুলি একে একে কাজ বন্ধ ক'রে দিতে থাকে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারও উন্নয়ন বাবদ টাকা দেওয়া বন্ধ ক'রে দেন।

এই অবস্থার সম্মুখীন হ'য়ে উদ্বাস্তুরা উন্নয়নের দাবীকে জোরদার ক'রে তোলেন। ১৯৯২ সালের বিধান সভায় উন্নয়ন বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪০০ কোটি টাকার দাবীতে একটি সর্বদলীয় প্রস্তাব গৃহীত হয় ও একটি সর্বদলীল কমিটি কেন্দ্রের কাছে ডেপুটেশন দিতে যান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

প্রথমে জানিয়ে দেন প্ল্যানিং কমিশন এই খাতে কোন অর্থ বরাদ্দে সম্মত নন। কারণ তারা মনে করছেন উদ্বাস্তুরা সাধারন জন জীবনের স্রোতে মিলে গিয়েছেন এবং জাতীয় সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনার মারফতই সব কাজ চলবে। কিন্তু ১৯৯৪ সালে পুনরায় একটি সর্বদলীয় কমিটি এবং পরে ইউ. সি. আর. সি.-র প্রতিনিধিগণ প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। এই ডেপুটেশানটিতে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি রাজ্য সরকারের প্রাপ্য বকেয়া টাকা শোধ করে দিয়েছেন এবং প্লট পিছু অর্থ বরাদ্দ ১৭,৭৭৭ টাকা ধার্য ক'রে ৭৮ কোটি টাকা মঞ্জুর ক'রেছেন। চার বছরে এই অর্থ যোগান দেওয়া হবে। এরই ভিত্তিতে উন্নয়নের তৃতীয় পর্যায় সুরু হ'য়েছে। কিন্তু গ্রামীণ কলোনী ও ৬০৭ গ্রুপের জবর-দখল কলোনীগুলিতে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এই প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি।

১৯৫৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত দুটি পর্যায়ে সরকারী ও জবর-দখল কলোনীর উন্নয়ন সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা আদৌ সন্তোষজনক নয়। বর্তমান অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ে আশা করা যায় অপেক্ষাকৃত উন্নততর কাজ হবে। কারণ উন্নয়ন সম্পর্কে উদ্বাস্তুগণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সজাগ সচেতন। তাঁদের আন্দোলনের ফলেই নতুন সম্ভাবনার দ্বারা উন্মুক্ত হ'য়েছে। যে কলোনীগুলি এখনও বঞ্চিত তাদের সমবেত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গড়ে তোলাই হবে বর্তমানে পুনর্বাসন সংগ্রামের সামনে অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এই আন্দোলন গ'ড়ে তোলার সঙ্গে তৃতীয় পর্যায়ের উন্নয়নের কাজ তদারকীও করা দরকার।

পুনর্বাসন সংগ্রামের গঠনমূলক দৃষ্টিভংগী

সাধারণত আন্দোলন, গণ-সংগ্রাম প্রভৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা সুপ্রচলিত। মিটিং করো, মিছিল করো, ঘেরাও করো, সু-উচ্চ কণ্ঠে দাবী ঘোষণা করো বা পুলিশের সংগে সংঘর্ষে যাও। এই পদ্ধতিগুলিকেই অনেকেই "সংগ্রাম'' আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু সৃজনশীল গঠনমূলক কার্যকলাপ সংগঠিত করাটাও যে "সংগ্রাম" এবং সংগ্রামের এই পদ্ধতি যে

জীবনকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংগ্রামের মাঝ দিয়ে তা বলিষ্ঠভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জবর দখল কলোনী পত্তন ও তাকে সুন্দরভাবে গ'ড়ে তোলার নিয়ত প্রয়াস, গঠনমূলক সংগ্রাম পদ্ধতির একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নিজেদের শক্তিকে সমবেত করো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। সৃষ্টিকে রক্ষা করো সমবেত শক্তি দিয়ে। সৃষ্টিকে বিকশিত করো সর্বশক্তি দিয়ে। পথের বাধা প্রতিরোধ করো সমাবেশের সাহায্যে—এই হ'চ্ছে গঠনমূলক সংগ্রাম পদ্ধতির মূলসূত্র। উদ্বাস্তুদের আন্দোলন পরিচালিত হ'য়েছে এই গঠন-মূলক দৃষ্টিভংগীতে। আজও এই ধারা অব্যাহত। কলোনীগুলিতে রাস্তা তৈরী করা, জল নিকাশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনা—এসবকেও উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসন সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন। লেখাপড়ার জন্য স্কুল নেই এ রকম কোন কলোনী দুর্লভ। সাধারণ মানুষের সৃজনী ও উদ্ভাবনী শক্তি উদ্বুদ্ধ হ'লে যে কী ঘটনা ঘটতে পারে জবরদখলসহ সমস্ত কলোনীতে তার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে।

গ্রামের উদ্বাস্তু কৃষকেরা শুধু বাস্তু জমিতে বসতি স্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি। জংগল, হাজা-মজা, জলে-ডোবা জমিকে নিজ প্রচেষ্টায় চাষযোগ্য করে তুলে সোনার ফসলে ভরে দিয়েছেন। নতুন নতুন ফসলের চাষ গ'ড়ে তুলেছেন। এরই সংগে জমি রক্ষা ও কায়েমী স্বত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে চলেছেন তাঁরা। শুধু মিছিল ও মিটিং-এর মধ্যেই শক্তিকে নিঃশেষ করাটাই একমাত্র কাজ মনে করেননি। পুনর্বাসন সংগ্রামের অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিহিত আছে এই সৃষ্টিধর্মী গঠনমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে।

জীবিকা ও কর্মসংস্থানের দাবী পুনর্বাসন আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবী। উপনিবেশগুলিতে ছোট ছোট অজস্র শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উদ্বাস্তুদের নিজস্ব প্রচেষ্টায়। এই সমস্ত ছোট কুটির শিল্পগুলিকে শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করানোর জন্য সমবেত ও সংগঠিত প্রয়াস প্রয়োজন।

সরকারী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগের সংগে সংযোগ স্থাপনার মাধ্যমে শিল্পগুলিকে স্থায়ী ও উন্নত করার সংগঠিত প্রচেষ্টা সুরু করা উচিত। এই কাজের মধ্য দিয়ে পুনর্বাসন সংগ্রামের ভিত্তিভূমি আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে।

পুনর্বাসন সংগ্রামে বামফ্রন্ট সরকার

রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংগ্রামে গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। এতদিন সমস্ত প্রয়াস প্রচেষ্টা আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালিত হ'য়েছে মূলত নিজেদের শক্তি ও সংগঠনকে ভিত্তি করে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা সাহায্য ও সমর্থন নৈতিকভাবে তাদের পাশে ছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার ফলে পুনর্বাসন সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। পুনর্বাসন সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সরকার প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন একেবারে সামনের সারিতে।

কিছু দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। রাজ্যের কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট জবর-দখল কলোনীগুলির বিরোধিতা করেছিলেন সুরু থেকেই। প্রচন্ড আন্দোলনের চাপ পরবর্তীকালে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করায়। কিন্তু ফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ নিয়ে নিজেরাই কেন্দ্রের কাছে ৬০৭ গ্রুপের জবর দখল কলোনীগুলির স্বীকৃতির দাবী উত্থাপন করেন এবং ১৯৮৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীকে দিয়ে সেই দাবীর স্বীকৃতি আদায় করেন। শুধু উদ্বাস্তুদের আন্দোলনই একাজের পক্ষে যথেষ্ঠ ছিল না—রাজ্য সরকারের চাপ বিপুলভাবে সাহায্য করেছিল এই বিজয় অর্জনে। এর আগে কোন কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য-সরকারই এই কাজে এগিয়ে আসেননি বরং বাধা সৃষ্টিতেই তৎপরতা দেখিয়েছেন।

স্বত্ব-দলীলের প্রশ্নে ফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পুনর্বাসন আন্দোলনের দাবী ছিল স্থায়ী স্বত্বাধিকারমূলক দলীল। শ্রী সিদ্ধার্থ রায় পরিচালিত কংগ্রেস সরকার ১৯৭৪ সালে চাপিয়ে দিতে চাইলেন অবাঞ্ছিত শর্তের ৯৯ বছরের লীজ দলীল।

সংগঠনের নির্দেশে উদ্বাস্তুরা সে দলীল প্রত্যাখ্যান করেন। ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাশীল হবার পরই দলীলের প্রশ্নটিকে পুরোভাগে নিয়ে আসেন। লীজ ও লীজের শর্তের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ফ্রন্ট সরকারের কণ্ঠে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও পরবর্তী সময়ে শ্রী রাজীব গান্ধীর কাছে বারবার ছুটে গিয়েছেন। ফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় উদ্বাস্তুদের ঐ দাবী সাফল্য অর্জন করে।

পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান যে জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন, বলিষ্ঠভাবে এই বক্তব্য ফ্রন্ট সরকার ব্যতীত আর কারও মুখে শোনা যায় নি। পুনর্বাসন সমস্যাকে তারা জাতীয় সমস্যার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে পুনর্বাসন আন্দোলন প্রভূত শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। পুনর্বাসন সমস্যাকে স্থায়ীভাবে সমাধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের কাছে বারংবার পরিকল্পনা উপস্থিত করে অর্থ বরাদ্দের দাবী তুলেছেন ফ্রন্ট সরকার। এই পরিকল্পনাই আজ পুনর্বাসন আন্দোলনের মুল কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে।

কলোনীগুলির উন্নয়ন সংক্রান্ত দাবীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ সমস্ত উদ্বাস্তুদের অনুপ্রাণিত করে তুলেছে। বিধান সভায় এই বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল প্রেরণ প্রভৃতির ফলে যেটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে ফ্রন্ট সরকারের প্রয়াস ভিন্ন তা কখনই সম্ভব ছিল না।

পুনর্বাসন উপলক্ষে ফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু সংগঠনগুলির সহযোগিতা নিয়ে কাজ পরিচালনার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে জনসাধারণের পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণের এই দৃষ্টান্ত একদিকে যেমন কাজের অগ্রগতিকে নিশ্চিত করেছে অন্যদিকে তেমনি উদ্বাস্তুদের মধ্যে গভীর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে সাহায্য করছে।

পুনর্বাসনের ক্ষেত্রটি আজ আর বামফ্রন্ট সরকার এবং উদ্বাস্তুদের

মধ্যে দাতা ও গ্রহীতার পর্যায়ভুক্ত নেই। এবং পুনর্বাসন ও উন্নয়নের সংগ্রামও শুধু উদ্বাস্তুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এই সংগ্রাম আজ কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ফ্রন্ট সরকারের সংগ্রামে পরিণত। এই ঘটনা পুনর্বাসন আন্দোলনের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে পুনর্বাসন আন্দোলনে যে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে তাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করে ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানে উদ্বাস্তুদের আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য।

পুনর্বাসন সংগ্রাম ও জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন

ভারত দ্বিখণ্ডিত। একদিকে পশ্চিম পাকিস্তান এবং অন্যদিকে পূর্বপাকিস্তান। উভয় পাকিস্তান থেকে শরণার্থীগণ ভারতে আশ্রয়প্রার্থী। উভয়দিক থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বাসন প্রয়োজন। কিন্তু এই দুইদল আশ্রয় প্রার্থীদের সমস্যার চরিত্র এক নয়।

পশ্চিম থেকে যাঁরা এলেন তাঁদের জন্য জায়গা ছিল ফাঁকা। লোক-বিনিময়ের ফলে পশ্চিম পাঞ্জাবের শূন্যস্থানে নবাগতদের জায়গা হবে। তা ভিন্ন এঁরা ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মূল্যবান কর্মীদলের অন্তর্ভুক্ত মানুষ। পাঞ্জাব রাজ্যটিও একেবারে দিল্লীর পাদদেশে। প্রথম দু'চার সপ্তাহ বিশৃংখলা দেখা দিলেও দ্রুত রিলিফ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো। জমি ছিল জনহীন। জমি সংগ্রহে অসুবিধা দেখা দেয় নি। শিল্প গড়ে তুলতেও সরকারী অর্থানুকুল্যের অভাব ঘটেনি—যেহেতু ভারত-রক্ষার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় পাঞ্জাব রেজিমেণ্টকে বিক্ষুব্ধ করা চলে না। এই সমস্ত কারণে পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ কোন সংগ্রাম ক'রতে হয়নি—দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম তো নয়ই।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীরা ছিলেন "অবাঞ্ছিত" বোঝা স্বরূপ। পশ্চিমবাংলায় জমি ছিল রাজা, মহারাজা, জমিদার, জোতদার ও মধ্যস্বত্ব

ভোগীদের দখলে। পুনর্বাসনের সদিচ্ছা থাকলেও জমি ছিল দুষ্প্রাপ্য। জমিদারী প্রথা সমূলে উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত সরকারের হাতে পর্যাপ্ত জমি আসার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সরকারে যারা বসেছিলেন তারা ছিলেন জমিদার জোতদারদেরই প্রতিনিধি। সুতরাং অবাঞ্ছিত অতিথিদের অনুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করার দিকে নজর দেওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। বিশাল জনসমষ্টির আকস্মিক উপস্থিতির ফলে বেকার সমস্যা স্ফীত হয়ে উঠবে। দ্রুত শিল্পায়নের ব্যবস্থা নাহলে কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থাও সম্ভব নয়। শিল্পায়নের পথে বড় বাধা জমিদারী প্রথা জর্জরিত ভূমি ব্যবস্থায় অনাহার-ক্লিষ্ট কৃষক-সমাজের ক্রয়শক্তিহীনতা। এক কথায় তৎকালীন আর্থ-সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে শরণার্থীদের কোন স্থান হ'তেই পারে না। সেই কারণেই পূর্ব-বাংলার শরণার্থীদের জন্য "দূরেমূ অপসর" নীতি গৃহীত হয়। ফলে পুনর্বাসন সংগ্রাম হয়ে ওঠে মূলত রাজনৈতিক সংগ্রাম।

এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সংগ্রাম ক'রতে হ'য়েছে। এখানকার সমগ্র আর্থ-সামাজিক ভিত্তির পরিবর্তন ব্যতীত যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এগিয়ে যেতে পারে না একথা অতি অল্পদিনেই তাদের উপলব্ধিতে স্থান অর্জন করে এবং একক লড়াই ক'রে যে এই পরিবর্তন অসাধ্য তাও তাদের কাছে স্পষ্ট হয়। এই থেকেই "সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের" জন্ম ও বামপন্থী ঐক্য গ'ড়ে তোলার প্রয়াস। পরিষদ পুনর্বাসন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এসে যে কর্মসূচী উপস্থিত করেন তার মধ্যে প্রধানতম স্থান লাভ করে "জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবী" ও শিল্পায়নের দাবী"। এই দাবী দুটিই হ'চ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান দাবী।" জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে ভূমি সংস্কারের পথ রচনা না-হ'লে সমাজে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি যে রচিত হ'তে পারে না, এটি সর্ববাদী সম্মত সত্য। উদ্বাস্তুগণ নিজেদের বাঁচার তাগিদেই গণতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালীন সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র এবং ইউ সি আর সির দলিলগুলির মধ্যে এই চিন্তাধারা প্রতিফলিত ও সংগ্রামের গণতান্ত্রিক চেতনা সুস্পষ্ট। শুধু তত্ত্বগত বিতর্ক বা দাবীপেশ ও প্রচারের মধ্যে এই চেতনা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি। তারা আর একটি বিষয়ও উপলব্ধি করেছিলেন যে, শুধু মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা বা প্রচারের সাহায্যেই জমিদারী উচ্ছেদ ও ভূমি-সংস্কার হবেনা এবং পুনর্বাসনের সমস্যা সমাধানের পথ সৃষ্টি

হবে না। প্রত্যক্ষভাবে জমিদখলের আহ্বান দেওয়া হয় সরাসরি জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। শুধু শহর অঞ্চলেই জমি দখলের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রামাঞ্চলে উদ্বাস্তু কৃষকেরাও এগিয়ে যান জমি দখলে। কৃষক-সভা অনেকদিন থেকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবী তুলেছিলেন একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তেভাগা আন্দোলন ভিন্ন সরাসরি জমিদারী ব্যবস্থার উপর এমন প্রত্যক্ষ আঘাত আর কেউ এর আগে করতে পারেননি। উদ্বাস্তুরা বিশেষ অবস্থার চাপে প্রত্যক্ষ আঘাতের পথ গ্রহণে বাধ্য হয়। বিধান সভায় বিমল সিংহ প্রমুখ জমিদার নন্দনেরা আতংকিত হ'য়ে পড়েন। অনধিকার দখলকারীদের উচ্ছেদের আইন এসেছিল তাদেরই চাপে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত জমিদারকুল আর্ত চীৎকার সুরু করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালে জমিদারী উচ্ছেদ আইন এবং ১৯৫৫ সালে ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়। আজও পুনর্বাসন সংগ্রামের এই সামন্তন্ত্র বিরোধী ও গণতান্ত্রিক ভিত্তি রচনার তাৎপর্য উপলব্ধিতে অনেকেই অক্ষম।

নিজেদের পুনর্বাসনের তাগিদেই পুনর্বাসন সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগিতার দিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়। ইউ. সি. আর. সি-র নির্দেশে আন্দোলনের কর্মীরা ট্রেড-ইউনিয়ন গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ট্রেড-ইউনিয়ন গ'ড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিশেষ দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। ট্রেড-ইউনিয়নগুলির মধ্যে পুনর্বাসনের দাবীকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপক প্রয়াস গ্রহণ করে। এই একই লক্ষ্যে তৎকালীন শিক্ষক, ছাত্র, মহিলা এবং কর্মচারীদের মধ্যে পুনর্বাসনের দাবী ও সমাজ জীবনে তার তাৎপর্য তুলে ধ'রেছিলেন পুনর্বাসন সংগ্রামে নিযুক্ত কর্মীরা। শ্রমিকদের সংগ্রামে উদ্বাস্তুদের সমর্থনও নিশ্চিত করা হ'য়েছিল। বরানগর, ব্যারাকপুর, বেলঘরিয়া, দুর্গাপুরের কারখানাগুলিতে শ্রমিক ও উদ্বাস্তু ঐক্য এক অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে।

পুনর্বাসন সংগ্রাম উদ্ভূত হয়েছে এক অস্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থার মধ্য থেকেই। বাঁচার তাগিদেই উদ্বাস্তুরা স্বতস্ফূর্ত ভাবে গোড়া থেকেই পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার দিকে এগিয়ে যান। স্বাভাবিক ভাবেই এই সংগ্রাম এক রাজনৈতিক লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের হাজার হাজার কর্মী সারা দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। পুনর্বাসন সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

পরিশিষ্ট পরিচয়

পরিশিষ্টগুলিতে পশ্চিমবাংলার যাবতীয় উপনিবেশসমূহের তালিকা সংযোজন করা হ'য়েছে। তবে এল পি. বা বায়নানামা স্কীমের কলোনীগুলির তালিকা দেওয়া যায় নি—কারণ এই কলোনীগুলির নাম ধাম যোগাড় করা এখনও সম্ভব হয়নি। প্রদত্ত তালিকাগুলিতে প্রতিটি জিলাতে বিভিন্ন চরিত্রের যে সমস্ত কলোনী অবস্থিত পৃথকভাবে সেগুলিকে স্বতন্ত্র তালিকা হিসাবে দেখানো আছে।

প্রথম চারটি পরিশিষ্ট অর্থাৎ ক, খ, গ ও ঘ-তে আছে জবর-দখল কলোনীসমূহের তালিকা। এদের মধ্যে "ক" পরিশিষ্টে আছে অনুমোদন হীন বা অ-ন-নু মোদিত কলোনীগুলির হিসাব। যথাসম্ভব জেলা ও থানা বা মহকুমা ভিত্তিতে তালিকাটিকে সাজাবার চেষ্টা করেছি। আশা করা যাচ্ছে এগুলির মধ্যে যারা রাজ্য সরকারের জমির উপর স্থাপিত—সেগুলিতে অতি শীঘ্রই দলীল অর্পণের কাজ সুরু হবে। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই এই উপনিবেশগুলি স্বীকৃতিতে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাইভেট মালিকানার জমি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন। এর জন্য ব্যাপক আন্দোলনের প্রয়োজন হবে।

"খ"—পরিশিষ্টে আছে ৬০৭ গ্রুপভুক্ত জবর-দখল কলোনীর তালিকা। ১৯৮৭ সালে এই উপনিবেশগুলি স্বীকৃতি লাভ করে। এখন উপনিবেশগুলিতে দলীল অর্পণের কাজ চলছে।

"গ"—পরিশিষ্টে আছে '১৭৫' গ্রুপের জবর-দখল উপনিবেশের তালিকা। ওয়ার্কিং গ্রুপ এগুলির স্বীকৃতি অনুমোদন করেন। এই তালিকায় বর্ণিত কলোনীসমূহ '৭০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। দলীল অর্পণ ও উন্নয়নের কাজ চলছে।

"ঘ"—পরিশিষ্টে থাকছে ১৪৯ গ্রুপের উপনিবেশগুলির নাম। '৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এগুলি প্রতিষ্ঠিত। '৫৪ সালে "মন্ত্রীকমিটি"'র সুপারিশ অনুযায়ী সর্বপ্রথম স্বীকৃতি লাভ করে। জবর-দখলের মূল সংগ্রাম এরাই পরিচালনা করেছেন। এগুলিতেও এখন দলীল অর্পণ ও উন্নয়নের কাজ চ'লছে।

"ঙ"—পরিশিষ্টে আছে সরকারী পুনর্বাসন উপনিবেশের তালিকা। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এক্স-ক্যাম্প সাইট থেকে পুনর্বাসন প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হ'য়েছে। তা সত্ত্বেও হয়তো কিছু কলোনীর নাম বাদ পড়তে পারে। পুনর্বাসণ কলোনীগুলিকে কৃষি ও অকৃষিজীবী হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত। সে কাজ করা সম্ভব হয়নি। পুনর্বাসন আন্দোলনের প্রয়োজনে এগুলিকে এইভাবে বাছাই করা দরকার। পুনর্বাসন কলোনীতেও দলীলের কাজ চ'লছে। গ্রামীন কলোনী বাদে আরবান কলোনীগুলিতে উন্নয়নের কাজ চ'লছে।

"চ"—পরিশিষ্টে প্রাইভেট কলোনীর তালিকা সংযোজিত। প্রাইভেট কলোনীগুলি ঠিক পুনর্বাসন কেন্দ্র নয়। কারণ এখানে জমি সংগৃহীত হ'য়েছিল উদ্বাস্তুদের নিজেদের চেষ্টায়। গৃহ-নির্মাণ বাবদ কিছু অর্থ সাহায্য পেয়েছিল কিছু কিছু উদ্বাস্তুরা। প্রায় ৭০,০০০ পরিবার এই ধরনের কলোনীতে বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গে ৭৫০ প্রাইভেট কলোনী আছে। বর্তমান তালিকায় ৫০ বা ততোধিক পরিবার সম্পন্ন কলোনীগুলিকে স্থান দেওয়া হ'য়েছে। অন্যগুলির অবস্থান নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তালিকাভূক্ত কলোনীগুলির মধ্যে যারা "আরবান" শ্রেণীভূক্ত তাদের উন্নয়ন বাবদ অর্থ মঞ্জুরী পাওয়া গিয়েছে।

"বায়না-নামা বা এল. পি." কলোনী এবং ইউ. বি. স্কীম—এই গ্রুপ-ভূক্ত কলোনীসমূহের অবস্হান খুবই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কলোনী হিসাবেও এগুলির কোন সরকারী রেকর্ড নেই। দু-একটি মহকুমার আংশিক তালিকা সংগৃহীত হ'য়েছে। এই কারণে কোন তালিকা উপস্থিত করা সম্ভব হ'চ্ছে না। তবে প্রায় ৩৬,০০০ উদ্বাস্তু পরিবার এই স্কীম অনুযায়ী ক্যাম্প থেকে নিজেদের উদ্যোগে পুনর্বাসনের জন্য জমি সংগ্রহ ক'রেছিলেন এই সংবাদ আমার জানা আছে।

পুনর্বাসনের সংগ্রামকে আরও সুসংগঠিত ও ব্যাপকতর করার ক্ষেত্রে উপনিবেশগুলির তালিকা আন্দোলনের কর্মীদের সাহায্য ক'রবে এই আশায় তথ্যটি সংগ্রহ ও পরিবেশন করা হ'ল।

পরিশিষ্ট—(ক)

অ-ন-নু-মোদিত জবর-দখল কলোনীর তালিকা

কলিকাতা জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা—১১

১। বিধান পল্লী
৩৮, উপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী রোড
মানিকতলা

২। প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনী
মানিকতলা

৩। নতুন পল্লী
৩৪ বাগমারী রোড
মানিকতলা

৪। বিবেকানন্দ পার্ক
লেক হস্‌পিটাল ক্যাম্প
যতীন বাগচী রোড

৫। বাস্তুহারা বাজার
৫।১ রমানাথ বিশ্বাস লেন

৬। ক্যালকাটা রিলিফ কমিটি
৩০, সি. এন. রায় রোড

৭। বিদ্যাসাগর কলোনী
৩, ভবানীপুর রোড
(১৭ নং ডি. এল. খাঁ রোড)
কলি—২৭

৮। সত্যেন বোস নগর
১১৫ বোস পুকুর রোড

৯। সেলিমপুর নেতাজী কলোনী
ঢাকুরিয়া

১০। বিপ্লবী উদ্বাস্তু সমিতি
২৮।১ মুরারি পুকুর রোড
মানিকতলা

১১। বেকার বাজার বাস্তুহারা কলোনী
টালির নালা

পরিশিষ্ট—ক

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা—১৩৮

থানা—বারাসাত

১। বকুলপুর রোড সাইড কলোনী
২। পিয়ারীচরণ সরকার কলোনী বারাসাত
৩। বিদ্যাসাগর কলোনী বারাসাত
৪। মা মনসা কলোনী বহিরা কালীবাড়ী
৫। প্রমোদ নগর ১নং কাজিপাড়া
৬। প্রমোদ নগর ২নং ঐ
৭। ইউনিটি কলোনী ৩ নং নন্দগড়
৮। শহীদ বিনয় ঘোষ কলোনী বনমালীপুর
৯। অগ্রগামী উদ্বাস্তু কলোনী
১০। দোহারিয়া মাঠপাড়া সাহেব বাগান বিবেকানন্দ রিফিউজি কলোনী গঙ্গানগর
১১। শান্তিময় নগর
১২। শহীদ বিনয় ঘোষ বারাসাত
১৩। শহীদ রামপ্রসাদ নগর
১৪। দ্বিজ হরিদাস কলোনী, হৃদয়পুর
১৫। হেমন্ত বসুনগর
১৬। বিবেকানন্দ কলোনী—২ নং
১৭। ভগৎ সিং নগর কদম্বগাছি
১৮। শম্ভু ঘোষ কলোনী ঐ
১৯। কানাই নগর কলোনী ঐ
২০। নলিনী গুহ কলোনী, কদম্বগাছি
২১। নেতাজী কলোনী—বারাসত
২২। হেমন্ত বসু কলোনী—১ নোয়াপাড়া
২৩। হেমন্ত বসু কলোনী—২ নোয়াপাড়া
২৪। নজরুল কলোনী রাজারহাট থানা
২৫। রামকৃষ্ণ সারদা কলোনী মধ্যমগ্রাম
২৬। চিত্তরঞ্জন উদ্বাস্তু কলোনী গঙ্গানগর
২৭। মহিষাবাথান—মধ্যমগ্রাম
২৮। দত্তপুকুর দীঘির পাড়—দত্তপুকুর

থানা—হাবড়া

২৯। প্রফুল্ল নগর, রেল—১
৩০। প্রফুল্ল নগর রেল—২
৩১। নেহেরুবাগ রেলওয়ে কলোনী
৩২। ৩ নং রেলওয়ে কলোনী
৩৩। শ্রীনগর রেলওয়ে কলোনী
৩৪। বটগাছতলা রেলওয়ে কলোনী
৩৫। সর্দার পাড়া রেলওয়ে কলোনী
৩৬। ১ নং রেলওয়ে কলোনী
৩৭। তেঁতুল বেল কলোনী

পরিশিষ্ট—ক

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা

৩৮। ২৯ নং রেলগেট শ্রীপুর কলোনী

৩৯। অশোক নগর III রেলওয়ে গেট

৪০। বিদ্যা রেলওয়ে স্টেশন কলোনী

৪১। গুমা রেলওয়ে স্টেশন কলোনী

৪২। নবজীবন পল্লী অশোক নগর

থানা—বসিরহাট

৪৩। নেওড়া দিঘি কলোনী

থানা—বনগ্রাম

৪৪। প্রমোদ নগর—১

৪৫। প্রমোদ নগর—২

৪৬। প্রমোদ নগর—৩

৪৭। নেত্র নগর

থানা—এয়ারপোর্ট

৪৮। তরুণ সেনগুপ্ত কলোনী মহাজাতিনগর

৪৯। কাটাখাল কলোনী

৫০। মাইকেল নগর খালধার উদ্বাস্তু সমিতি

৫১। তরুণ সেনগুপ্ত উপনগরী—

৫২। রাধাকৃষ্ণ পল্লী—২

থানা—নিমতা

৫৩। সংগ্রামী অম্বিকা নগর কলোনী

৫৪। রামকৃষ্ণ পল্লী

৫৫। নবারুণ পল্লী উন্নয়ন সমিতি

থানা—লেকটাউন

৫৬। শহীদ কালিপদ সামন্ত নগর

৫৭। লালকুঠি উদ্বাস্তু কলোনী

৫৮। পাতিপুকুর বিধান পল্লী

৫৯। ঋষি অরবিন্দ কলোনী

৬০। বি. আর. আম্বেদকর কলোনী

৬১। সরোজ মুখার্জী কলোনী

৬২। শিবপদ পল্লী

থানা—দমদম

৬৩। সুভাষ শংকর পল্লী

৬৪। বাস্তুহারা উন্নয়ন সমিতি

৬৫। বিভূতি পল্লী

৬৬। বেদিয়াপাড়া, নিরালা প্রমোদ নগর কলোনী

৬৭। বাগেরহাট বিপ্লবী কলোনী

৬৮। বাস্তুহারা রেল কলোনী

৬৯। ভূমিহীন বাস্তুহারা সমিতি

৭০। তারকনাথ কলোনী

৭১। মধুগড় ২নং উদ্বাস্তু কলোনী

৭২। মুসলিম পরিত্যক্ত বাড়ী আর. এন. গুহ রোড

৭৩। বাস্তুহারা উন্নয়ন সমিতি

৭৪। শহীদ অরুণ মণ্ডল কলোনী

৭৫। দ্বিজহরি কলোনী

৭৬। তেরোর পল্লী

থানা—বেলঘরিয়া

৭৭। মে দিবস পল্লী দক্ষিণেশ্বর

৭৮। কৃষ্ণজীবন পল্লী ঐ

পরিশিষ্ট—(ক)

৭৯। পুর্বশ্রী পল্লী কামারহাটি
৮০। নিত্যানন্দ কলোনী ঐ
৮১। সুকান্ত পল্লী সংগ্রাম সমিতি আড়িয়াদহ
৮২। শান্তিনগর দক্ষিণেশ্বর
৮৩। তেঁতুলতলা মহাজাতিনগর
৮৪। ডোমেস্টিক এরিয়া আঞ্চলিক সমিতি দক্ষিণেশ্বর

থানা—বরানগর

৮৫। ভারত পল্লী উদ্বাস্তু কলোনী বনহুগলী
৮৬। সর্বহারা উদ্বাস্তু কলোনী ঐ
৮৭। সন্তোষ মিত্র কলোনী
৮৮। নৃসিংহ নগর 'এ' ব্লক এ. কে. মুখার্জী রোড
৮৯। নোয়াপাড়া শ্রী পল্লী ঐ
৯০। শহীদ অরুণ মণ্ডল সমিতি ঐ
৯১। নবপল্লী
৯২। নিউ ফরওয়ার্ড কলোনী
৯৩। নৃসিংহ নগর (বি)
৯৪। নোয়াপাড়া শান্তি পল্লী
৯৫। নিউ নোয়াপাড়া ২নং
৯৬। সুভাষ পল্লী ২ নং
৯৭। নিউ নোয়াপাড়া ১নং
৯৮। বীথি দে কলোনী

থানা—খড়দহ

৯৯। ঋষি বঙ্কিমগড় উন্নয়ন সমিতি
১০০। সিদ্ধেশ্বরী কলোনী—২
১০১। বিবেকানন্দ পল্লী
১০২। দেবগ্রাম পল্লী
১০৩। জ্যোতি নগর
১০৪। বিবেকানন্দ কলোনী
১০৫। নেতাজী সুভাষ নগর
১০৬। মাদরাইল হঠাৎ কলোনী
১০৭। শহীদ-তীর্থ কলোনী

থানা—জগদ্দল

১০৮। স্থিরপাড়া হঠাৎ কলোনী
১০৯। শান্তি নিবাস পল্লী
১১০। গুরদহ নতুন পল্লী
১১১। মুক্তি নগর
১১২। গড় শ্যামনগর ২নং
১১৩। মুজফ্ফর নগর
১১৪। শ্যামদাস পল্লী
১১৫। প্রাণতোষ পল্লী
১১৬। প্রতাপ নগব
১১৭। সাধুখাঁ প্রসাদ কলোনী
১১৮। মূলাগড় জবর দখল কলোনী
১১৯। মূলাগড় নতুন পাড়া কলোনী
১২০। বিবেকানন্দ গড়
১২১। প্রমোদ নগর

থানা—ন'পাড়া

১২২। নয়াপাড়া উদ্বাস্তু কলোনী
১২৩। পুর্ব রামনগর কলোনী
১২৪। না-পুকুর ধার কলোনী

পরিশিষ্ট— (ক)

১২৫। নতুন পল্লী

১২৬। কল্যাণ নগর

থানা—বীজপুর

১২৭। রবীন্দ্র পল্লী উদ্বাস্তু কলোনী

১২৮। নতুন পল্লী উদ্বাস্তু কলোনী

১২৯। বিবেকানন্দ পল্লী

১৩০। রাজবন্দী গড়

থানা—নৈহাটী

১৩১। রামকৃষ্ণ পল্লী

১৩২। ইন্দিরা নগর কলোনী

১৩৩। বি. আর. এস. কলোনী

১৩৪। নিরঞ্জন পাড়া

১৩৫। শরৎ পল্লী

১৩৬। বিজয় নগর ৩ নং

১৩৭। বিজয় নগর ২ নং

১৩৮। নজরুল কলোনী

(বারাসাত, দত্তপুকুর)

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মোট কলোনীর সংখ্যা।—৪৪

থানা— ক্যানিং

১। সুকান্ত পল্লী

২। গান্ধী কলোনী

৩। রাজপুর রবীন্দ্র পল্লী

৪। পথের দাবী

৫। পথের শেষ

৬। বাঁশরা রবীন্দ্র পল্লী

৭। বাঁশরা সংগ্রামী নগর

৮। বাঁশরা সংগ্রামী নগর—২

৯। প্রতাপগড়

১০। শক্তি পল্লী

১১। উদয়ন পল্লী

১২। বাঁশরা বিদ্যাধরী কলোনী

১৩। পিয়ালী কলোনী

১৪। নবপল্লী কলোনী

১৫। বিপ্লবী নগর

থানা—গোসাবা

১৬। সত্যনারায়ণপুর

১৭। অমলা মেথী

১৮। মেথুরা খাণ্ডা

থানা—বারুইপুর

১৯। ব্যোমপুর

২০। হরেন্দ্র পল্লী

২১। বিদ্যাধরী নগর

২২। বিপ্লবী সূর্য্য সেন নগর

২৩। খোলাকাটা সংগ্রামী কলোনী

পরিশিষ্ট—(ক)

২৪। সুভাষ পল্লী

থানা—কুলপী

২৫। হারা কলোনী
২৬। কুলপী কালী কলোনী
২৭। মশামারী কলোনী

থানা—তিলজলা

২৮। পূর্ব পঞ্চান্নগ্রাম কলোনী
২৯। ঈস্ট ভি. আই. পি জাগরণী
৩০। প্রাণকৃষ্ণ নগর
৩১। বাস্তুহীন কলোনী
৩২। উত্তর পঞ্চান্নগ্রাম—২
৩৩। উদয় নগর কলোনী
৩৪। নয়ন পল্লী
৩৫। নস্করহাট খালপাড় উদ্বাস্তু
৩৬। উদয় কলোনী
৩৭। ইন্দিরা নগর
৩৮। শহীদ কলোনী

থানা—বেহালা

৩৯। নিউ পার্ক কলোনী
৪০। বিদ্যাসাগর কলোনী
৪১। সোদপুর কলোনী
৪২। সাহাপুর কলোনী

থানা—ডায়মণ্ডহারবার

৪৩। লেনিন কলোনী

থানা—সোনারপুর

৪৪। জগদ্দল নিউ কলোনী

নদীয়া জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা—৩৭

থানা—কল্যাণী

১। কল্যাণী নেতাজী সুভাষ পল্লী (২)
২। সুকান্ত পল্লী—২
৩। রঘুনাথপুর
৪। বিধান পল্লী—২
৫। বিধান কলোনী—২
৬। তালতলা সীমান্ত—২
৭। রবীন্দ্রনাথ কলোনী—২
৮। যোগেন্দ্রনাথ—২
৯। সুভাষ নগর কলোনী
১০। পটলঘাট স্কোয়াটার কলোনী
১১। শহীদ পল্লী—২
১২। যোগেশপুর সাপ্লিমেণ্টারী

পরিশিষ্ট—(ক)

১৩। কল্যানী সীমান্ত—২

১৪। বিদ্যাসাগর

১৫। বিধানপল্লী উন্নয়ন সমিতি—২

১৬। বিবেকানন্দ পল্লী

১৭। শীতলাতলা

১৮। ঘোষপাড়া কল্যাণী—২

১৯। বিনয়, বাদল, দীনেশ কলোনী—২

২০। বুদ্ধপার্ক

২১। বোটপার্ক

২২। মুরাতপুর কলোনী—২

২৩। চাঁদমারী কলোনী—২

২৪। বিধান পল্লী—২

২৫। ক্ষুদিরামপুর পল্লী

২৬। ধরমবিরা নং—২

২৭। শহীদ ক্ষুদিরাম

২৮। বকুলতলা

২৯। বেলা মিত্র নগর

৩০। নবপল্লী গৌরচাঁদ

৩১। মাঝেরচর কলোনী—২

৩২। মাঝের চর, কোনার নগর—২

৩৩। গয়েশপুর চেকপোষ্ট কলোনী

থানা—হরিণঘাটা

৩৪। ষষ্ঠীতলা কলোনী

৩৫। বিবেকানন্দ কলোনী

থানা—নবদ্বীপ

৩৬। নবপল্লী ফনসীতলা

থানা—রাণাঘাট

৩৭। হিজলী লাইন-পার কলোনী

হাওড়া জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা—২৯

থানা—উলুবেড়িয়া

১। শরৎ পল্লী (উলুবেড়িয়া)

২। কইজুড়ি —১নং ঐ

৩। কইজুড়ি —২নং ঐ

৪। কইজুড়ি —৩নং ঐ

৫। কইজুড়ি —৪নং ঐ

৬। কইজুড়ি —৫নং ঐ

থানা—সাঁকরাইল

৭। নরেন্দ্র পল্লী (সাঁকরাইল)

৮। সরস্বতী পল্লী ঐ

৯। বঙ্গলক্ষ্মী ,, (শিবপুর)

১০। সর্বমংগলা ,, ঐ

১১। পদ্মপুকুর ,, ঐ

১২। অমলকুণ্ডু ,, (জগাছা)

পরিশিষ্ট—(ক)

১৩। সুকান্ত পল্লী (জগাছা)
১৪। সালসা পূর্ব „ (ডোমজুড়)
১৫। বাকড়া সুভাষ „ ঐ
১৬। রামকৃষ্ণ „ (ঘোষপাড়া)
১৭। জবর দখল রিফিউজী কলোনী (বোটানিক্যাল গার্ডেন)
১৮। ডুইলা নজরুল পল্লী (মৌরীগ্রাম)
১৯। রামকৃষ্ণ কলোনী (দাসনগর)
২০। বিদ্যাসাগর কলোনী (বালী)
২১। নেতাজী নগর ২নং ঐ
২২। রামকৃষ্ণ কলোনী (ঘোষ পাড়া)
২৩। ইন্দিরা কলোনী (বাকসারা)
২৪। রাজেন্দ্রপুর নং—২
২৫। শহীদ বীরেন দাস কলোনী (নিশ্চিন্দা)
২৬। ইন্দিরা নগর কলোনী (নিশ্চিন্দা)
২৭। বিদ্যাসাগর কলোনী (মৌরীগ্রাম)
২৮। রাজীব পল্লী উন্নয়ন সমিতি (বাকড়া)
২৯। সুকান্ত কলোনী (চক কাশী)

পরিশিষ্ট—(ক)

হুগলী জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা—১১২

থানা—চুঁচুড়া

১। মিলন বিধান দেশবন্ধু নগর
২। আনন্দ পল্লী
৩। কংগ্রেস নগর
৪। পাল পাড়া
৫। জগদ্ধাত্রী পল্লী
৬। নন্দন পল্লী
৭। ভূপতিনগর কলোনী
৮। বলাগড় লেনিন নগর
৯। শান্তিপূর্ণ কলোনী
১০। রবীন্দ্রনগর দেশবন্ধু পল্লী
১১। নলডাঙ্গা নারায়ণপুর
১২। শ্যামা পল্লী
১৩। নবপল্লী
১৪। রবীন্দ্রনগর পশ্চিমপাড়া
১৫। অরবিন্দ পল্লী
১৬। কেওটা হেমন্ত বসু কলোনী
১৭। লেনিন পল্লী

পরিশিষ্ট—(ক)

অ-ন-নু-মোদিত জবর-দখল কলোনীর তালিকা

কলিকাতা জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা—১১

১। বিধান পল্লী
৩৮, উপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী রোড
মানিকতলা

২। প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনী
মানিকতলা

৩। নতুন পল্লী
৩৪ বাগমারী রোড
মানিকতলা

৪। বিবেকানন্দ পার্ক
লেক হস্পিটাল ক্যাম্প
যতীন বাগচী রোড

৫। বাস্তুহারা বাজার
৫।১ রমানাথ বিশ্বাস লেন

৬। ক্যালকাটা রিলিফ কমিটি
৩০, সি. এন. রায় রোড

৭। বিদ্যাসাগর কলোনী
৩, ভবানীপুর রোড
(১৭ নং ডি. এল. খাঁ রোড)
কলি—২৭

৮। সত্যেন বোস নগর
১১৫ বোস পুকুর রোড

৯। সেলিমপুর নেতাজী কলোনী
ঢাকুরিয়া

১০। বিপ্লবী উদ্বাস্তু সমিতি
২৮।১ মুরারি পুকুর রোড
মানিকতলা

১১। বেকার বাজার বাস্তুহারা কলোনী
টালির নালা

পরিশিষ্ট—ক

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা—১৩৮

থানা—বারাসাত

১। বকুলপুর রোড সাইড কলোনী
২। পিয়ারীচরণ সরকার কলোনী বারাসাত
৩। বিদ্যাসাগর কলোনী বারাসাত
৪। মা মনসা কলোনী বহিরা কালীবাড়ী
৫। প্রমোদ নগর ১নং কাজিপাড়া
৬। প্রমোদ নগর ২নং ঐ
৭। ইউনিটি কলোনী ৩ নং নন্দগড়
৮। শহীদ বিনয় ঘোষ কলোনী বনমালীপুর
৯। অগ্রগামী উদ্বাস্তু কলোনী
১০। দোহারিয়া মাঠপাড়া সাহেব বাগান বিবেকানন্দ রিফিউজি কলোনী গঙ্গানগর
১১। শান্তিময় নগর
১২। শহীদ বিনয় ঘোষ বারাসাত
১৩। শহীদ রামপ্রসাদ নগর
১৪। দ্বিজ হরিদাস কলোনী, হৃদয়পুর
১৫। হেমন্ত বসুনগর
১৬। বিবেকানন্দ কলোনী—২ নং
১৭। ভগৎ সিং নগর কদম্বগাছি
১৮। শম্ভু ঘোষ কলোনী ঐ
১৯। কানাই নগর কলোনী ঐ
২০। নলিনী গুহ কলোনী, কদম্বগাছি
২১। নেতাজী কলোনী—বারাসত
২২। হেমন্ত বসু কলোনী—১ নোয়াপাড়া
২৩। হেমন্ত বসু কলোনী—২ নোয়াপাড়া
২৪। নজরুল কলোনী রাজারহাট থানা
২৫। রামকৃষ্ণ সারদা কলোনী মধ্যমগ্রাম
২৬। চিত্তরঞ্জন উদ্বাস্তু কলোনী গঙ্গানগর
২৭। মহিষাবাথাম—মধ্যমগ্রাম
২৮। দত্তপুকুর দীঘির পাড়—দত্তপুকুর

থানা—হাবড়া

২৯। প্রফুল্ল নগর, রেল—১
৩০। প্রফুল্ল নগর রেল—২
৩১। নেহেরুবাগ রেলওয়ে কলোনী
৩২। ৩ নং রেলওয়ে কলোনী
৩৩। শ্রীনগর রেলওয়ে কলোনী
৩৪। বটগাছতলা রেলওয়ে কলোনী
৩৫। সর্দার পাড়া রেলওয়ে কলোনী
৩৬। ১ নং রেলওয়ে কলোনী
৩৭। তেঁতুল বেল কলোনী

পরিশিষ্ট—ক

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা

৩৮। ২৯ নং রেলগেট শ্রীপুর কলোনী
৩৯। অশোক নগর III রেলওয়ে গেট
৪০। বিদ্যা রেলওয়ে স্টেশন কলোনী
৪১। গুমা রেলওয়ে স্টেশন কলোনী
৪২। নবজীবন পল্লী অশোক নগর

থানা—বসিরহাট

৪৩। নেওড়া দিঘি কলোনী

থানা—বনগ্রাম

৪৪। প্রমোদ নগর—১
৪৫। প্রমোদ নগর—২
৪৬। প্রমোদ নগর—৩
৪৭। নেত্র নগর

থানা—এয়ারপোর্ট

৪৮। তরুণ সেনগুপ্ত কলোনী মহাজাতিনগর
৪৯। কাটাখাল কলোনী
৫০। মাইকেল নগর খালধার উদ্বাস্তু সমিতি
৫১। তরুণ সেনগুপ্ত উপনগরী—
৫২। রাধাকৃষ্ণ পল্লী—২

থানা—নিমতা

৫৩। সংগ্রামী অম্বিকা নগর কলোনী
৫৪। রামকৃষ্ণ পল্লী
৫৫। নবারুণ পল্লী উন্নয়ন সমিতি

থানা—লেকটাউন

৫৬। শহীদ কালিপদ সামন্ত নগর
৫৭। লালকুঠি উদ্বাস্তু কলোনী
৫৮। পাতিপুকুর বিধান পল্লী
৫৯। ঋষি অরবিন্দ কলোনী
৬০। বি. আর. আম্বেদকর কলোনী
৬১। সরোজ মুখার্জী কলোনী
৬২। শিবপদ পল্লী

থানা—দমদম

৬৩। সুভাষ শংকর পল্লী
৬৪। বাস্তুহারা উন্নয়ন সমিতি
৬৫। বিভূতি পল্লী
৬৬। বেদিয়াপাড়া, নিরালা প্রমোদ নগর কলোনী
৬৭। বাগেরহাট বিপ্লবী কলোনী
৬৮। বাস্তুহারা রেল কলোনী
৬৯। ভূমিহীন বাস্তুহারা সমিতি
৭০। তারকনাথ কলোনী
৭১। মধুগড় ২নং উদ্বাস্তু কলোনী
৭২। মুসলিম পরিত্যক্ত বাড়ী আর. এন. গুহ রোড
৭৩। বাস্তুহারা উন্নয়ন সমিতি
৭৪। শহীদ অরুণ মণ্ডল কলোনী
৭৫। দ্বিজহরি কলোনী
৭৬। তেরোর পল্লী

থানা—বেলঘরিয়া

৭৭। মে দিবস পল্লী দক্ষিণেশ্বর
৭৮। কৃষ্ণজীবন পল্লী ঐ

পরিশিষ্ট—(ক)

৭৯। পুর্বশ্রী পল্লী কামারহাটি
৮০। নিত্যানন্দ কলোনী ঐ
৮১। সুকান্ত পল্লী সংগ্রাম সমিতি আড়িয়াদহ
৮২। শান্তিনগর দক্ষিণেশ্বর
৮৩। তেঁতুলতলা মহাজাতিনগর
৮৪। ডোমেস্টিক এরিয়া আঞ্চলিক সমিতি দক্ষিণেশ্বর

থানা—বরানগর

৮৫। ভারত পল্লী উদ্বাস্তু কলোনী বনহুগলী
৮৬। সর্বহারা উদ্বাস্তু কলোনী ঐ
৮৭। সন্তোষ মিত্র কলোনী
৮৮। নৃসিংহ নগর 'এ' ব্লক এ. কে. মুখার্জী রোড
৮৯। নোয়াপাড়া শ্রী পল্লী ঐ
৯০। শহীদ অরুণ মণ্ডল সমিতি ঐ
৯১। নবপল্লী
৯২। নিউ ফরওয়ার্ড কলোনী
৯৩। নৃসিংহ নগর (বি)
৯৪। নোয়াপাড়া শান্তি পল্লী
৯৫। নিউ নোয়াপাড়া ২নং
৯৬। সুভাষ পল্লী ২ নং
৯৭। নিউ নোয়াপাড়া ১নং
৯৮। বীথি দে কলোনী

থানা—খড়দহ

৯৯। ঋষি বঙ্কিমগড় উন্নয়ন সমিতি
১০০। সিদ্ধেশ্বরী কলোনী—২
১০১। বিবেকানন্দ পল্লী
১০২। দেবগ্রাম পল্লী
১০৩। জ্যোতি নগর
১০৪। বিবেকানন্দ কলোনী
১০৫। নেতাজী সুভাষ নগর
১০৬। মাদরাইল হঠাৎ কলোনী
১০৭। শহীদ-তীর্থ কলোনী

থানা—জগদ্দল

১০৮। স্থিরপাড়া হঠাৎ কলোনী
১০৯। শান্তি নিবাস পল্লী
১১০। গুরদহ নতুন পল্লী
১১১। মুক্তি নগর
১১২। গড় শ্যামনগর ২নং
১১৩। মুজফ্‌ফর নগর
১১৪। শ্যামদাস পল্লী
১১৫। প্রাণতোষ পল্লী
১১৬। প্রতাপ নগব
১১৭। সাধুখাঁ প্রসাদ কলোনী
১১৮। মূলাগড় জবর দখল কলোনী
১১৯। মূলাগড় নতুন পাড়া কলোনী
১২০। বিবেকানন্দ গড়
১২১। প্রমোদ নগর

থানা—ন'পাড়া

১২২। নয়াপাড়া উদ্বাস্তু কলোনী
১২৩। পুর্ব রামনগর কলোনী
১২৪। না-পুকুর ধার কলোনী

পরিশিষ্ট— (ক)

১২৫। নতুন পল্লী

১২৬। কল্যাণ নগর

থানা—বীজপুর

১২৭। রবীন্দ্র পল্লী উদ্বাস্তু কলোনী

১২৮। নতুন পল্লী উদ্বাস্তু কলোনী

১২৯। বিবেকানন্দ পল্লী

১৩০। রাজবন্দী গড়

থানা—নৈহাটি

১৩১। রামকৃষ্ণ পল্লী

১৩২। ইন্দিরা নগর কলোনী

১৩৩। বি. আর. এন. কলোনী

১৩৪। নিরঞ্জন পাড়া

১৩৫। শরৎ পল্লী

১৩৬। বিজয় নগর ৩ নং

১৩৭। বিজয় নগর ২ নং

১৩৮। নজরুল কলোনী

(বারাসাত, দত্তপুকুর)

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মোট কলোনীর সংখ্যা।—৪৪

থানা—ক্যানিং

১। সুকান্ত পল্লী

২। গান্ধী কলোনী

৩। রাজপুর রবীন্দ্র পল্লী

৪। পথের দাবী

৫। পথের শেষ

৬। বাঁশরা রবীন্দ্র পল্লী

৭। বাঁশরা সংগ্রামী নগর

৮। বাঁশরা সংগ্রামী নগর—২

৯। প্রতাপগড়

১০। শক্তি পল্লী

১১। উদয়ন পল্লী

১২। বাঁশরা বিপ্লবী কলোনী

১৩। পিয়ালী কলোনী

১৪। নবপল্লী কলোনী

১৫। বিপ্লবী নগর

থানা—গোসাবা

১৬। সত্যনারায়ণপুর

১৭। অমলা মৈত্রী

১৮। মেথুরা পাড়া

থানা—বারুইপুর

১৯। সোনপুর

২০। হরেন্দ্র পল্লী

২১। বিপ্লবী নগর

২২। বিপ্লবী সূর্য্য সেন নগর

২৩। গোলাবাড়ী সংগ্রামী কলোনী

পরিশিষ্ট—(ক)

২৪। সুভাষ পল্লী

থানা—কুলপী

২৫। হাথা কলোনী

২৬। কুলপী কালী কলোনী

২৭। মশামারী কলোনী

থানা—তিলজলা

২৮। পূর্ব পঞ্চান্নগ্রাম কলোনী

২৯। ঈস্ট ডি. আই. পি জাগরণী

৩০। প্রাণকৃষ্ণ নগর

৩১। বাস্তুহীন কলোনী

৩২। উত্তর পঞ্চান্নগ্রাম—২

৩৩। উদয় নগর কলোনী

৩৪। নূতন পল্লী

৩৫। নস্করহাট খালপাড় উদ্বাস্তু

৩৬। উদয় কলোনী

৩৭। ইন্দিরা নগর

৩৮। শহীদ কলোনী

থানা—বেহালা

৩৯। নিউ পার্ক কলোনী

৪০। বিদ্যাসাগর কলোনী

৪১। সোদপুর কলোনী

৪২। সাহাপুর কলোনী

থানা—ডায়মণ্ডহারবার

৪৩। লেনিন কলোনী

থানা—সোনারপুর

৪৪। অগ্রদূত নিউ কলোনী

নদীয়া জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা—৩৭

থানা—কল্যাণী

১। কল্যাণী নেতাজী সুভাষ পল্লী (২)

২। সুকান্ত পল্লী—২

৩। রঘুনাথপুর

৪। বিধান পল্লী—২

৫। বিধান কলোনী—২

৬। জামতলা সীমান্ত—২

৭। রবীন্দ্রনাথ কলোনী—২

৮। যোগেন্দ্রনাথ—২

৯। সুভাষ নগর কলোনী

১০। পটলঘাট কোয়ার্টার কলোনী

১১। শহীদ পল্লী—২

১২। যোগেশপুর সাপ্রিয়েন্টারী

পরিশিষ্ট—(ক)

১৩। কল্যাণী সীমান্ত—২
১৪। বিদ্যাসাগর
১৫। বিধানপল্লী উন্নয়ন সমিতি—২
১৬। বিবেকানন্দ পল্লী
১৭। শীতলাতলা
১৮। ঘোষপাড়া কল্যাণী—২
১৯। বিনয়, বাদল, দীনেশ কলোনী—২
২০। বুদ্ধপার্ক
২১। বোটপার্ক
২২। মুরাতিপুর কলোনী—২
২৩। চাঁদমারী কলোনী—২
২৪। বিধান পল্লী—২
২৫। ক্ষুদিরামপুর পল্লী
২৬। বরগবিরা নং—২
২৭। শহীদ ক্ষুদিরাম
২৮। বকুলতলা
২৯। বেলা মিত্র নগর
৩০। নবপল্লী গৌরচাঁদ
৩১। মাঝেরচর কলোনী—২
৩২। মাঝের চর, কোদালিয়া নগর—২
৩৩। গয়েশপুর চেকপোষ্ট কলোনী

থানা—হরিণঘাটা

৩৪। ষষ্ঠীতলা কলোনী
৩৫। বিবেকানন্দ কলোনী

থানা—নবদ্বীপ

৩৬। নবপল্লী মনসীতলা

থানা—রাণাঘাট

৩৭। রিফুজী লাইন-পার কলোনী

হাওড়া জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা—২৭

থানা—উলুবেড়িয়া

১। শরৎ পল্লী (উলুবেড়িয়া)
২। কইজুড়ি —১নং ঐ
৩। কইজুড়ি —২নং ঐ
৪। কইজুড়ি —৩নং ঐ
৫। কইজুড়ি —৪নং ঐ
৬। কইজুড়ি —৫নং ঐ

থানা—সাঁকরাইল

৭। নরেন্দ্র পল্লী (সাঁকরাইল)
৮। সরস্বতী পল্লী ঐ
৯। রথতলী ,, (শিবপুর)
১০। সর্বমংগলা ,, ঐ
১১। পদ্মপুকুর ,, ঐ
১২। অমলকুণ্ড ,, (জগাছা)

পরিশিষ্ট—(ক)

১৩। সুকান্ত পল্লী (অগাছা)

১৪। মালদা পূর্ব „ (ডোমজুড়)

১৫। বাকড়া সুভাষ „ ঐ

১৬। রামকৃষ্ণ „ (ঘোষপাড়া)

১৭। অবৈধ দখল রিফিউজী কলোনী (বোটানিক্যাল গার্ডেন)

১৮। তুইলা নজরুল পল্লী (যৌবীগ্রাম)

১৯। রামকৃষ্ণ কলোনী (শ্যামনগর)

২০। বিদ্যাসাগর কলোনী (বালী)

২১। নেতাজী নগর ২নং ঐ

২২। রামকৃষ্ণ কলোনী (ঘোষ পাড়া)

২৩। ইন্দিরা কলোনী (বাকসারা)

২৪। রাজেন্দ্রপুর নং—২

২৫। শহীদ বীরেন দাস কলোনী (নিশ্চিন্দা)

২৬। ইন্দিরা নগর কলোনী (নিশ্চিন্দা)

২৭। বিদ্যাসাগর কলোনী (যৌবীগ্রাম)

২৮। রাজীব পল্লী উন্নয়ন সমিতি (বাকড়া)

২৯। সুকান্ত কলোনী (চক কাশী)

পরিশিষ্ট—(ক)

হুগলী জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা—১১২

থানা—চুঁচুড়া

১। মিলন বিধান দেশবন্ধু নগর

২। আনন্দ পল্লী

৩। কংগ্রেস নগর

৪। পাল পাড়া

৫। জগদ্ধাত্রী পল্লী

৬। নন্দন পল্লী

৭। ভূপতিনগর কলোনী

৮। বন্দাগড় লেনিন নগর

৯। শান্তিপূর্ণ কলোনী

১০। রবীন্দ্রনগর দেশবন্ধু পল্লী

১১। নলডাঙ্গা নারায়ণপুর

১২। শ্যামা পল্লী

১৩। নবপল্লী

১৪। রবীন্দ্রনগর পশ্চিমপাড়া

১৫। অরবিন্দ পল্লী

১৬। কেওটা হেমন্ত বসু কলোনী

১৭। লেনিন পল্লী

পরিশিষ্ট (ক)

১৮। সুভাষ নগর ২নং
১৯। গোপীনাথপুর জবর দখল কলোনী
২০। চন্দননগর শরৎ সরণী জবর দখল কলোনী
২১। চণ্ডীনগর
২২। শান্তি পল্লী
২৩। দেশবন্ধু কলোনী
২৪। কোন্নগর বিলপাড়

থানা—চন্দননগর

২৫। মাখনলাল কলোনী
২৬। ইন্দিরা কলোনী
২৭। বোড়াই চণ্ডীতলা
২৮। বিবেকানন্দ পল্লী
২৯। কানাই সরকার ঘাট নিচুপাড়া
৩০। গুড়ি ঘাট নিচু পটি
৩১। শ্মশান কালী পল্লী
৩২। শহীদ নগর
৩৩। রাসবিহারী কলোনী
৩৪। বিনেগার ডাঙা কাটুলপাড়া জবর দখল পল্লী
৩৫। শুরিঘাট—২ কালিচরণ ঘোষ কলোনী
৩৬। নতুন পল্লী
৩৭। ব্রাহ্মণ দীঘি
৩৮। কুবের ধর কলোনী
৩৯। ভবানী সেন পল্লী

থানা—ভদ্রেশ্বর

৪০। মিলন নগর
৪১। জগন্ন দীঘি জবর দখল কলোনী
৪২। কুন্তনগর
৪৩। পশ্চিম চণ্ডীতলা
৪৪। পান পাড়া জবর দখল কলোনী
৪৫। শানকুণ্ড, দক্ষিণপাড়া এস. জি কলোনী
৪৬। মিলন নগর জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনী
৪৭। ক্ষুদিরাম কলোনী
৪৮। জগদ্ধাত্রী কলোনী

থানা—পাণ্ডুয়া

৪৯। হঠাৎ কলোনী
৫০। তারা কলোনী
৫১। তিন্না কলোনী
৫২। বোড়োবাগ কলোনী
৫৩। কৃষ্ণ দাস কলোনী
৫৪। বিমল বাবার্জী কলোনী

থানা—ত্রিবেণী

৫৫। স্বামী বিবেকানন্দ কলোনী
৫৬। নেতাজী সুভাষ কলোনী
৫৭। প্রমোদ কলোনী
৫৮। ১ নং নেতাজী কলোনী
৫৯। সরকার পল্লী
৬০। লক্ষ্মী কলোনী ২নং গেট

থানা—বিশরপাড়া

৬১। তাম্রপাণী কলোনী

পরিশিষ্ট (ক)

থানা—মগরা

৬২। বিপ্লবী সূর্য সেন কলোনী
৬৩। বি. পি. আর কলোনী—১
৬৪। নারায়ণী পল্লী
৬৫। জ্যোতি কলোনী
৬৬। বি. পি. আং কলোনী ২নং
৬৭। ত্রিবেণী রেলওয়ে ঘাট
৬৮। খগেন্দ্র পল্লী
৬৯। কালীতলা
৭০। বিশপাড়া রাধাকান্ত মুখার্জী স্মৃতি কলোনী
৭১। কালীতলা ১নং কলোনী
৭২। কালীতলা ২নং কলোনী
৭৩। কালীতলা কলোনী
৭৪। রথতলা কলোনী
৭৫। কালীতলা রথতলা—২
৭৬। গঙ্গাঘাটা নবীন পল্লী
৭৭। কোলা বি. পি. আর কলোনী
৭৮। সরস্বতী কলোনী
৭৯। প্রমোদ পল্লী
৮০। গঙ্গাঘাটা পল্লী, বাসুদেবপুর, মজুমদার পল্লী
৮১। গঙ্গাঘাটা কলোনী
৮২। রাধা কৃষ্ণ পল্লী
৮৩। ক্ষুদিরাম পল্লী
৮৪। নতুন গ্রাম পল্লী
৮৫। বি. পি. আর. কলোনী—৩

থানা—ডুমুরদহ

৮৬। বিদ্যাসাগর গোপালপুর
৮৭। সারদা পল্লী

থানা—বলাগড়

৮৮। ফুলতলা কলোনী
৮৯। কৃষ্ণ নগর
৯০। শ্রীরামপুর কলোনী
৯১। সিজা সুভাষ কলোনী
৯২। তেঁতুলিয়া কলোনী
৯৩। চণ্ডীঠাকুর কলোনী
৯৪। নিমতলা জবর দখল কলোনী
৯৫। সুখাড়িয়া আনন্দময়ী কলোনী
৯৬। সিতারাম একনাথ কলোনী

থানা—বৈদ্যবাটী

৯৭। বাগ গড় বাগান কলোনী

থানা—খামারপাড়া

৯৮। খামারপাড়া বংশবেড়িয়া

থানা—শ্রীরামপুর

৯৯। কালীতলা কোন্নগর কলোনী
১০০। রথতলা কলোনী
১০১। বাস্তুহারা বাজার সমিতি

থানা—উত্তরপাড়া

১০২। কানাইপুর জবরদখল কলোনী
১০৩। কানাইপুর মধ্য জবর দখল কলোনী
১০৪। উত্তরপাড়া থানা বাস্তুহারা আঞ্চলিক পরিষদ

পরিশিষ্ট (ক)

থানা—কোদালিয়া

১০৫। কৃষ্ণপুর কলোনী

১০৬। ক্ষুদিরাম কলোনী

১০৭। ঝিপুর কলোনী

থানা—হিন্দমোটর

১০৮। বিনয়, বাদল, দীনেশ পল্লী

থানা—মগ্রাসরাই

১০৯। নয়া সরাই সুকান্ত কলোনী

১১০। মদন ডাঙ্গা বাগান সুকান্ত নগর

১১১। লেনিন নগর

১১২। নয়া সরাই সুকান্ত তীর্থ কলোনী

পরিশিষ্ট (ক)

জেলা—বর্ধমান

মোট কলোনীর সংখ্যা—৭৮

থানা—কাঁকসা

১। কাঁকসা হরেকৃষ্ণ পল্লী

২। রাধামোহন পুর

৩। শ্যামবাজার বাগান পাড়া

৪। নেতাজী কলোনী

৫। মলনা থানা কলোনী

৬। বসুধা বিল পাড়া

৭। শ্যামবাজার কলোনী

৮। মাতকানাইগ্রা দখল নেতাজী

৯। বসুধা বাঁধ ধার কলোনী

১০। বসুধা কলোনী

১১। বনকাটি কলোনী

১২। ২নং পানাগড় বাজার

১৩। দুবরাজপুর কলোনী

১৪। শ্রীরামপুর কলোনী

১৫। রানীপুর কলোনী

১৬। অজয় পল্লী

১৭। শিবপুর কলোনী

১৮। বগুরা পাড়া কলোনী

১৯। বিলপাড়া কলোনী

থানা—আউশগ্রাম

২০। বকুলতলা কলোনী

পরিশিষ্ট (ক)

২১। ১নং গোপালপুর কলোনী

২২। হরিনাথপুর কলোনী

২৩। হাট মাধবপুর কলোনী

২৪। ২নং গোপালপুর কলোনী

২৫। বঙ্গশ্রী কলোনী

২৬। বঙ্গপল্লী

২৭। আনন্দ নগর

২৮। বস্তি বাঁধ

থানা—গলসী

২৯। জয়কৃষ্ণপুর

৩০। লক্ষ্মীপুর

৩১। দক্ষিণ ভাবাপুর

৩২। গয়ম্বা যানা কলোনী

৩৩। গয়ম্বা কলোনী

৩৪। খুলুটি কলোনী

৩৫। সত্যানন্দপুর

৩৬। কালীমোহনপুর

৩৭। মিঠাপুর

থানা—দুর্গাপুর

৩৮। বিদ্যাসাগর পল্লী

৩৯। দক্ষিণ পল্লী

থানা—কোকওভেন

৪০। সুকান্তপল্লী ক্যানেল পাড়

৪১। ক্ষুদিরাম কলোনী

৪২। প্রগতি পল্লী

থানা—মেমারী

৪৩। উদয় পল্লী

থানা—সুরজনগর

৪৪। টাকেশ্বরী সুরজনগর কলোনী

থানা—বর্ধমান সদর

৪৫। ভাতশালা নতুন কলোনী

৪৬। বিজয়নগর কলোনী

৪৭। জগৎবেড় গীর ডোবা কলোনী

৪৮। নিত্যপাল কলোনী

পরিশিষ্ট (ক)

জেলা—মেদিনীপুর

মোট কলোনীর সংখ্যা—১৭

থানা—মেদিনীপুর

১। ভগবতী পল্লী কলোনী

২। নতুন দেহী

৩। বরিশাল নং ২

থানা—শালবনি

৪। ভুরিপাড়া

৫। দীনেশ নগর—২

পরিশিষ্ট (ক)

থানা—খড়্গপুর

৬। সূর্য্যনগর কলোনী
৭। ঝুলিপাড়া—২ (রবীন্দ্রপল্লী)
৮। দীনেশ নগর কলোনী
৯। সুভাষ পল্লী
১০। সুকুমার নগর
১১। নতুন পল্লী
১২। সুভাষ পল্লী
১৩। বিবেকানন্দ কলোনী
১৪। রাজ কলেজ কলোনী
১৫। অরবিন্দ কলোনী
১৬। বান পাটনা কলোনী
১৭। সুকান্ত পল্লী

পরিশিষ্ট (খ)

জেলা—বীরভূম

মোট কলোনীর সংখ্যা—৪৭

থানা—বোলপুর

১। মধ্যবোড়া পাল পাড়া কলোনী
২। মধ্যবোড়া
৩। নায়েবোড়া কলোনী
৪। বরদেহী কলোনী
৫। বড় শিমুলিয়া
৬। সেনকোপুর বিষিধ পাড়
৭। কাঙ্কুতিয়া হাটপুকুর
৮। কাঙ্কুতিয়া বড়বাগান
৯। রাইপুর
১০। মীরপুর—I
১১। মীরপুর—II
১২। বল্লভপুর
১৩। উত্তর নারায়ণ পুর
১৪। সুপ বাজার
১৫। দেবীপুর
১৬। সুভাষ পল্লী
১৭। খয়ের বুনি—II
১৮। জয়দেব
১৯। অজয় পল্লী

থানা—সাঁইথিয়া

২০। সুকান্ত পল্লী
২১। কুসুম দিঘী
২২। মথুরাপুর
২৩। খানপুর
২৪। ব্যাকপুর
২৫। মুরোভিহি ঘোষপাড়া
২৬। নেতাজী পল্লী

পরিশিষ্ট (ক)

২৭। বিবেকানন্দ পল্লী

থানা—মুরারাই

২৮। বালিও

২৯। লক্ষ্মী নগর

৩০। হুতনপুর

থানা—লবপুর

৩১। ষষ্ঠী নগর

৩২। তাহেরপুর

৩৩। কালীনগর

৩৪। বীর মন্দির

৩৫। রাজারামপুর

থানা—ময়ূরেশ্বর

৩৬। পুকুর পাড়া

৩৭। ভগবতী

৩৮। মল্লেশ্বর (মদিয়ানা)

থানা—মহম্মদপুর

৩৯। রাজ্যধর পুর

৪০। নরসিংহ পাড়া

থানা—নানপুর

৪১। স্বরগ্রপুর

থানা—নলহাটি

৪২। কুচিয়া

থানা—রামপুরহাট

৪৩। তারাপীঠধাম

থানা—সিউড়ী

৪৪। তিলপাড়া

৪৫। শ্যংশর

৪৬। চুরার—II

৪৭। পাঁচরা কটন মিল

পরিশিষ্ট (ক)

বাঁকুড়া জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা—৯

থানা—বরজোড়া

১। পখীজ্ঞি কোয়ার্টার্স কলোনী

২। বড়গাংনা কলোনী

৩। রামকৃষ্ণ পল্লী

থানা—মেঝিয়া

৪। ঠাকুর পল্লী

৫। চুয়া বেড়িয়া বিল ধার
এবং ছাতনা রোড

৬। চন্দননগর কোয়ার্টার্স কলোনী

৭। শ্রীনগর কলোনী

থানা—সোনামুখি

৮। নিত্যানন্দপুর কলোনী

থানা—পাত্রসায়র

৯। দক্ষিণ গোবিন্দপুর রিফিউজি
কলোনী

পরিশিষ্ট—(ক)

জেলা—জলপাইগুড়ি

মোট কলোনীর সংখ্যা—৯৮

থানা—জলপাইগুড়ি সদর

১। মুক্তিবাগ কলোনী
২। পিলখানা কলোনী
৩। সুভাষ উন্নয়ন পল্লী
৪। সুকান্ত নগর কলোনী
৫। করলাতট কলোনী
৬। জগন্নাথ কলোনী
৭। পরেশ মিত্র কলোনী
৮। বিবেকানন্দ পল্লী
৯। মৌয়ারী কলোনী
১০। রামকৃষ্ণ-সারদা পল্লী
১১। রাহুত নগর
১২। বিবেকানন্দ কলোনী
১৩। বিবেকানন্দ পাড়া কলোনী
১৪। জলপাইগুড়ি ষ্টেশন কলোনী
১৫। সারদা পল্লী
১৬। নিউ টাউন কলোনী
১৭। পদ্ম দীঘি কলোনী

থানা—মাল

১৮। প্রেমগঞ্জ কৃষি কলোনী
১৯। প্রমোদ নগর
২০। আদর্শ কলোনী
২১। মহাকাল পাড়া
২২। বাঘাযতীন কলোনী
২৩। বিবেকানন্দ পল্লী
২৪। টিচার্স কলোনী
২৫। মাল কলোনী

থানা—ময়নাগুড়ি

২৬। দেবী নগর কলোনী
২৭। সুভাষ নগর কলোনী
২৮। অরবিন্দ নগর কলোনী
২৯। শক্তি নগর কলোনী
৩০। মাধব ডাঙ্গা
৩১। পানবাড়ী কলোনী

থানা—ধূপগুড়ি

৩২। বামনগুড়ি কলোনী
৩৩। বামনগুড়ি নতুন কলোনী

থানা—ফালাকাটা

৩৪। ইন্দিরা কলোনী
৩৫। রায়চাপা বন্ধাইপুর কলোনী
৩৬। বাবুপাড়া কলোনী
৩৭। হাতিডাঙ্গা
৩৮। সরোজনগর
৩৯। পূর্ব হরিচরণ ভিটা

থানা—আলিপুর দুয়ার

৪০। শান্তি নগর
৪১। ভোলার ডাবরি কলোনী
৪২। সিদ্ধি নগর
৪৩। মিলন পল্লী
৪৪। প্রমোদ নগর
৪৫। বাগরি বাড়ী
৪৬। মহামায়া কলোনী

পরিশিষ্ট (ক)

৪৭। চাকিয়া ভিটা
৪৮। বাবুপাড়া উদ্বাস্তু কলোনী
৪৯। চেঙচাকাটা কলোনী
৫০। পটলতলা কলোনী
৫১। জোতাপাড়া উদ্বাস্তু কলোনী
৫২। কামাখ্যাগুড়ি কলোনী
৫৩। বিধান নগর কলোনী নং ১
৫৪। বিধান নগর কলোনী নং ২
৫৫। পলাশবাড়ী নবীন চর
৫৬। নিউ টাউন কলোনী
৫৭। কালীবাড়ী কলোনী
৫৮। অরবিন্দ নগর নং ২
৫৯। শামুকতলা কলোনী
৬০। পলাশবাড়ী কলোনী
৬১। ধর উদ্বাস্তু কলোনী
৬২। শক্তিনগর উদ্বাস্তু কলোনী

থানা—রায়গঞ্জ

৬৩। নবগ্রাম কলোনী
৬৪। সুকান্ত কলোনী নং ১
৬৫। সুকান্ত কলোনী নং ২
৬৬। রামকৃষ্ণ কলোনী
৬৭। কৃষ্ণনগর কলোনী
৬৮। শ্রীনগর শান্তিপাড়া
৬৯। অবনি কাহার ভিটা
৭০। চাকিয়া ভিটা কৃষ্ণনগর
৭১। রামকৃষ্ণ কলোনী ২
৭২। শরৎ নগর ঐ
৭৩। রায়গঞ্জ উদ্বাস্তু ঐ
৭৪। আমতলা কলোনী ১
৭৫। আমতলা কলোনী ২
৭৬। সুভাষ নগর
৭৭। শরৎ নগর
৭৮। ক্ষুদিরাম পল্লী
৭৯। সুকান্তনগর কৃষি কলোনী
৮০। নেতাজী উদ্বাস্তু কলোনী
৮১। জ্যোতি নগর
৮২। অশ্বডুমুর হাটখোলা
৮৩। আদর্শ পল্লী
৮৪। নীতাগুড়ি
৮৫। বলরাম বনবাস
৮৬। কালীনগর খগেন্দ্র
৮৭। গকুল ভিটা
৮৮। খলডুমুর মো
৮৯। হরিচন্দ্র ভিটা কৃষি
৯০। নয়ন পাড়া
৯১। চয়ন পাড়া
৯২। ক্ষুদিরাম কলোনী (২, ৩, ৪)
৯৩। সুভাষ নগর (এ, বি, সি)
৯৪। আমতলা কলোনী (ভাবগ্রাম)
৯৫। আশিসড কলোনী
৯৬। জয়নগর কলোনী
৯৭। শীতলপাড়া ইণ্ডিয়ান কলোনী
৯৮। প্রকাশ নগর বাবাভাই কলোনী

পরিশিষ্ট (ক)

কুচবিহার জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা = ১৭

থানা = কোতোয়ালী

১। মালামারা পাড়া—৩
২। সাজের পাড়া কাঠালবাড়ী
৩। পিয়াজবাড়ী কলোনী
৪। শিঙীমারী পশুপুর
৫। নিউ দেবীর কলোনী
৬। শান্তিনগর কলোনী
৭। খড়িমালা খাগড়াবাড়ী
৮। জয়নগর কলোনী

থানা = তুফানগঞ্জ

৯। পুরাতন হাসপাতাল পাড়া
১০। চেকোমারী ও মধুরভাষা

থানা = দোকাশডাঙা

১১। সৌদারবাস কলোনী 'এ' ব্লক
১২। সৌদারবাস কলোনী 'বি' ব্লক
১৩। ভেলাকোপা কলোনী

থানা = শীতলকুচি

১৪। মাথেপালা কলোনী

থানা = দিনহাটা

১৫। মধুরভাষা 'বি' কলোনী

থানা = মাথাভাঙ্গা

১৬। মধ্যাশি কলোনী

থানা = পুটীমারী

১৭। বাশদাবানাটি বাড়ী কলোনী

দার্জিলিং জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা = ৭৬

থানা = শিলিগুড়ি

১। প্রাণকৃষ্ণ কলোনী
২। হরিজন মজদুর কলোনী
৩। মাতঙ্গিনী কলোনী—১
৪। মাতঙ্গিনী কলোনী—২
৫। সর্বহারা কলোনী
৬। চিত্তরঞ্জন কলোনী—২
৭। জ্যোতিনগর কলোনী—১
৮। রাজা রামমোহন কলোনী
৯। সবংপাড় কলোনী
১০। ক্ষুদিরাম কলোনী
১১। প্রমোদ নগর কলোনী
১২। সুকান্ত পল্লী
১৩। স্বামীনগর কলোনী

পরিশিষ্ট—(ক)

১৪। বিবেকানন্দ নগর কলোনী

১৫। পঞ্চনাই কলোনী

১৬। সূর্য্যসেন কলোনী

১৭। রনবস্তি কলোনী

১৮। হকার্স কর্ণার মার্কেট

১৯। লিচু বাগান কলোনী

২০। আদর্শ পল্লী

২১। বিপ্লব ঘোষ কলোনী

২২। হেমন্ত বসু কলোনী

২৩। সন্তোষি নগর কলোনী

২৪। মহারাজ কলোনী

২৫। প্রান্তিক পল্লী (ভারত নগর)

২৬। শ্রী কলোনী

২৭। বাগাসেন কলোনী

থানা = বাগডোগরা

২৮। ডুমরিগুড়ি উত্তর বাগডোগরা

২৯। শ্রী কলোনী

৩০। হো-চি-মিন কলোনী

৩১। ক্ষুদিরাম কলোনী—২

৩২। হরেকৃষ্ণ পল্লী

৩৩। জ্যোতিনগর কলোনী—৪

৩৪। তৈলক্ষ নগর কলোনী

৩৫। অশোকনগর কলোনী

৩৬। স্টালিনগড় কলোনী

৩৭। গদাধর কলোনী

৩৮। সুকান্ত পল্লী

থানা — মালপাড়া

৩৯। হেমন্ত বসু কলোনী

থানা = চম্পাসারী

৪০। জ্যোতি নগর কলোনী—৩

৪১। দুর্গা নগর

৪২। আম্বেদকর নগর কলোনী

৪৩। গণেশ ঘোষ কলোনী

থানা = মাটিগাড়া

৪৪। পরিমল কলোনী

৪৫। সমরনগর কলোনী

৪৬। দেবীনগর

৪৭। দুর্গা নগর—II

৪৮। আনন্দময়ী উদ্বাস্তু কলোনী

৪৯। নিউ কলোনী

৫০। হরেকৃষ্ণ কলোনী

৫১। প্রমোদনগর

৫২। পাল পাড়া—I

৫৩। লেনিনগড় কলোনী

৫৪। বিবেকানন্দনগর—II

৫৫। তাঁরাজোতা বাগোসেন কলোনী

৫৬। ডোগাবিটা কলোনী

৫৭। পাল পাড়া নং—II

৫৮। রবীন্দ্রনগর

৫৯। নেতাজী পল্লী

৬০। জ্যোতিনগর—৪

৬১। জ্যোতিনগর—৫

পরিশিষ্ট—(ক)

থানা—খড়িবাড়ী

৬২। ভোলা জ্যোতি কলোনী

৬৩। দেবীগ্রাম কলোনী—১

৬৪। দেবীগ্রাম কলোনী—২

৬৫। মাটিগড়া গভঃ কলোনী

৬৬। সাহাধরগঞ্জ কলোনী

থানা—রাঙাপানী

৬৭। রাণীডাঙ্গা উদ্বাস্তু কলোনী

৬৮। রাধিকা রঞ্জন কলোনী

থানা—ফাঁসিদেওয়া

৬৯। জ্যোতি নগর কলোনী—৬

৭০। জ্যোতিনগর কলোনী—৭

থানা—চটেরহাট

৭১। চটেরহাট উদ্বাস্তু কলোনী

৭২। বিধাননগর উদ্বাস্তু কলোনী

থানা—বাতাসি

৭৩। ভিটাঘাটা প্রথম ভিটা কলোনী

৭৪। বাতাসি উদ্বাস্তু কলোনী

৭৫। রামধন উদ্বাস্তু কলোনী-১

৭৬। রামধন উদ্বাস্তু কলোনী-২

মালদা জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা—১২৮

থানা—হবিবপুর

১। রামকৃষ্ণপুর (এগ্রিঃ)

২। জগন্নাথপুর (এগ্রিঃ)

৩। হরিশ্চন্দ্রপুর (এগ্রিঃ)

৪। রাধাকান্তপুর (এগ্রিঃ)

৫। গোপীনাথপুর

৬। কালীতলা

৭। সোনাডাঙ্গা

৮। কালীপুকুর

৯। কালীপুকুর—২

১০। টিলাসান (এগ্রিঃ)

১১। দোলমালপুর

১২। চাঁদপুর

১৩। দক্ষিণ চাঁদপুর

১৪। পাতিজগড়

১৫। রনজিৎপুর

১৬। অনুরাধাপুর

১৭। কলাইবাড়ি

১৮। তেথারিয়া

১৯। কোতলপুর (এগ্রিঃ)

২০। হরিপুর

২১। এই তো ফিরত পাড়া

২২। সোনাবাঁধ

২৩। ঠাকুরনগর

পরিশিষ্ট—(ক)

২৪। ঝিনঝিনি পুকুর
২৫। বুলবুল চণ্ডী স্টেশন
২৬। হাবা কলোনী
২৭। পুকুর পাড়
২৮। ফুলডাঙ্গা

<u>থানা—গাজোল</u>

২৯। শ্রীকৃষ্ণপুর (এপ্রিঃ)
৩০। মুরিয়া কুন্ডু ঐ
৩১। জোড়গাছি
৩২। রাণীপুর
৩৩। পাবনা পাড়া
৩৪। ইট বাধা
৩৫। চম্পা দীঘি
৩৬। রসিকপুর (এপ্রিঃ)
৩৭। দুর্গাপুর
৩৮। বাসনগর
৩৯। নীলনগর
৪০। কালীনগর
৪১। কাঞ্চননগর
৪২। বাঁচাহার
৪৩। লক্ষ্মীনারায়ণপুর
৪৪। ভাগন কলোনী
৪৫। আকুণ্ড
৪৬। আনন্দপল্লী
৪৭। জীগিন
৪৮। মশালদীঘি
৪৯। দেবীদহ
৫০। কাশীমপুর
৫১। মাধাগালোল ভেন্ট পাড়া
৫২। জলপা খালপাড়া
৫৩। ছোট জলপা
৫৪। আকালপুর
৫৫। আবাদি জলপা (এপ্রিঃ)
৫৬। বাখলা বোনা
৫৭। চিটু পল্লী
৫৮। রংশ ভিটা
৫৯। শংকর পুর
৬০। সরসা ছুবি
৬১। পোলাডাঙ্গা
৬২। পারহরিনগর
৬৩। বানীওয়াল
৬৪। সিটকা মহল
৬৫। আদিনা রিফিউজি পাড়া
৬৬। হুস ঘাটি
৬৭। তুলসী ডাঙ্গা
৬৮। বুড়ি দহ (এপ্রিঃ)
৬৯। কৃষ্ণনগর
৭০। পিরোল তোলা
৭১। ইমাম নগর
৭২। বাদডাঙ্গা
৭৩। শান্তিনগর
৭৪। মহিষাল
৭৫। হাটনগর
৭৬। শ্রীরামপুর
৭৭। নরসিংহ ডাঙ্গা
৭৮। গৌরাঙ্গপুর
৭৯। খুলাই ডাঙ্গা
৮০। নয়া পাড়া

পরিশিষ্ট—(খ)

৮১। থানাকালো
৮২। সর্বনগর
৮৩। খামার ডাঙ্গি

থানা—বামনগোলা

৮৪। তালডিটা (এগ্রিঃ)
৮৫। বাট্রোলী
৮৬। রাঙামাটি
৮৭। কুপাদহ
৮৮। ডাকাতপুকুর
৮৯। কাটুয়াডাঙ্গা
৯০। আমডাঙ্গা
৯১। পাকুর
৯২। নিমডাঙ্গা
৯৩। বামন গোলা উত্তরপাড়া
৯৪। বামন গোলা দক্ষিণপাড়া
৯৫। নলগোলা পূর্ব পাড়া
৯৬। নলগোলা পশ্চিম পাড়া
৯৭। তেলীচটিকা
৯৮। রাখালপুকুর (এগ্রিঃ)
৯৯। পাকুয়া খাস পাড়া
১০০। আধা ডাঙ্গা (এগ্রিঃ)
১০১। নন্দিনী দহ (এগ্রিঃ)
১০২। হাঁসপুকুর (এগ্রিঃ)
১০৩। আসাম পাড়া (এগ্রিঃ)
১০৪। খুটা দহ (এগ্রিঃ)
১০৫। ফুলা ভিটা
১০৬। বড় ভিটা (এগ্রিঃ)
১০৭। ডোবা ডাঙ্গা
১০৮। সোনঘাট (এগ্রিঃ)
১০৯। তালতলা (এগ্রিঃ)
১১০। চাকো পাড়া
১১১। শ্রীবিষ্ণুপুর
১১২। জুলাকমারী (এগ্রিঃ)

থানা—মালদা

১১৩। মহানন্দা কলোনী
১১৪। হাতিবান মোড়
১১৫। গান্ধী কলোনী
১১৬। নবাবগঞ্জ রিফিউজি পাড়া
১১৭। সাহাপুর রিফিউজি পাড়া
১১৮। কোর্ট স্টেশন বারুণা কলোনী
১১৯। চর লক্ষ্মীপুর সারদা পল্লী
১২০। দেবীপুর
১২১। মঙ্গলবাড়ী রিফিউজি পাড়া

থানা—কালিয়াচক

১২২। ধুলিয়ানচর ১নং (এগ্রিঃ)
১২৩। ধুলিয়ানচর ২নং (এগ্রিঃ)
১২৪। ধুলিয়ানচর ৩নং (এগ্রিঃ)
১২৫। ধুলিয়ানচর ৪ নং (এগ্রিঃ)
১২৬। ভাঙ্গাতোলা

থানা—ইংলিশ বাজার

১২৭। পুরাতুলি হাতেলপাড়া
১২৮। বুড়াবুড়িতলা

পরিশিষ্ট—(৬)

উত্তর দিনাজপুর

মোট কলোনী সংখ্যা—১৪৭

থানা—রায়গঞ্জ

১। নেতাজীনগর কলোনী
২। মোহিনীগোলা সংগ্রামী কলোনী
৩। হাই রোড নলতাপাড়া কলোনী
৪। সুকান্ত পল্লী
৫। অরবিন্দ কলোনী
৬। নেতাজী সুভাষ
৭। শ্যামা কলোনী ১নং
৮। শ্যামা কলোনী ২ নং
৯। কাশিমপাঘাট কলোনী
১০। শিল্পী নগর—২ নং
১১। শান্তি নগর—১নং
১২। কসবা বামন কলোনী
১৩। কৈমারী উদ্বাস্তু কলোনী
১৪। মেহারু উদ্বাস্তু কলোনী
১৫। ক্ষুদিরাম উদ্বাস্তু কলোনী
১৬। শীতলগড় সংগ্রামী „
১৭। সূর্যসেন উদ্বাস্তু কলোনী
১৮। লক্ষ্মীনিবাস কাতার কলোনী
১৯। নেতাজী সুভাষ কলোনী
২০। নারায়ণপুর কলোনী
২১। দক্ষিণ গোয়ালপাড়া কলোনী
২২। গৌরী উদ্বাস্তু কলোনী
২৩। রামকৃষ্ণ কলোনী
২৪। মহীপুর কলোনী
২৫। আর্যগ্রাম কলোনী
২৬। গন্ধর্বহাট কলোনী
২৭। কাঞ্চন পল্লী দক্ষিণপাড়া কলোনী
২৮। অশোক পল্লী
২৯। মানস কলোনী
৩০। নিউ মিলনপাড়া কলোনী
৩১। নেতাজী সুভাষ কলোনী (নসরত পুর)

থানা—ইসলামপুর

৩২। শক্তি নগর কলোনী
৩৩। মিলন পল্লী কলোনী
৩৪। সংগ্রামী উদ্বাস্তু কলোনী
৩৫। ইসলামপুর রেলওয়ে কলোনী
৩৬। রাধানগর
৩৭। ধনকরাবাড়ি অবসরপ্রাপ্ত কৃষি কলোনী
৩৮। সুকান্ত পল্লী
৩৯। শরিষ্ঠো কলোনী
৪০। মনীন্দ্র পল্লী
৪১। আলিগঞ্জ কলোনী
৪২। মানসিং ভক্তিবিনোদ আশ্রম
৪৩। মাহাতপুর কলোনী
৪৪। দিমরুয়া কলোনী
৪৫। ক্ষুদিরাম পল্লী কলোনী
৪৬। খাদনচা কলোনী
৪৭। চোপড়াঝাড় কলোনী

পরিশিষ্ট—(ক)

৪৮। থানা কলোনী
৪৯। পুরাতন ষ্টেশন আমবাগান
৫০। পুরাতন ষ্টেশনবাড়ি কলোনী১
৫১। পুরাতন ষ্টেশনবাড়ি „ ২
৫২। ভারত উদ্বাস্তু কলোনী
৫৩। রায়পুর পশ্চিম রবীন্দ্র
৫৪। তিমপুল উদ্বাস্তু কলোনী
৫৫। বিবেকানন্দ পল্লী
৫৬। গংপাল কলোনী
৫৭। রামকৃষ্ণপুর কলোনী
৫৮। খাঁচরাখী তারকেশ্বরী কলোনী
৫৯। শঙ্করীপুর সরকার কলোনী
৬০। কালানাগিন্
৬১। গৈপাল কলোনী

থানা—করণদীঘি

৬২। তুলসী দীঘি কলোনী
৬৩। পশ্চিমধরবানী কলোনী
৬৪। ঘোষপাড়া কলোনী
৬৫। মধ্যকড়বাড়ী কলোনী
৬৬। পূর্বকরবাড়ী কলোনী
৬৭। আবদুলপুর কলোনী
৬৮। মোহাপুটি কলোনী
৬৯। রাশখোয়া মালদা কলোনী
৭০। রিকাতালি কলোনী
৭১। কৈতার জালপুকুর
৭২। ঘোষপুর নেতাজী কলোনী
৭৩। রাশাখোয়া স্কুলপাড়া
৭৪। পিঠনা কলোনী
৭৫। বিকাইর কলোনী
৭৬। আলতাপুর কলোনী
৭৭। সাধনপুর কলোনী
৭৮। সোনাপুর কলোনী
৭৯। তুনিডিটা কলোনী

থানা—চাকুলিয়া

৮০। বিদ্যুতি বালুরবাধ কলোনী
৮১। পূর্ব মধু শেখর কলোনী
৮২। মধুশেখর (পশ্চিম)
৮৩। কমলপুর কলোনী
৮৪। ভুমড়িয়া কলোনী
৮৫। হাসানপুর কলোনী
৮৬। আসুহড়াগড় কলোনী
৮৭। বরা কলোনী
৮৮। সুরশাপুর কলোনী
৮৯। শিখার কলোনী
৯০। তাজিগ্রাম কলোনী
৯১। রামকৃষ্ণ কলোনী
৯২। বিধান পল্লী

থানা—গোয়াল পুকুর

৯৩। তেলিয়াপুকুর কলোনী
৯৪। কাঞ্চনমণী আদিবাসী কলোনী
৯৫। পাকুরিয়া আদিবাসী কলোনী
৯৬। গড়গাছা কৃষিজীব আদিবাসী
৯৭। হামকুণ্ড কৃষিজীবি আদিবাসী
৯৮। ডাকিপাড়া শ্রীপুর কলোনী
৯৯। নন্দঝড় কলোনী
১০০। গোয়াল উদ্বাস্তু কলোনী

পরিশিষ্ট—(ক)

১০১। ভাতার উদ্বাস্তু কলোনী
১০২। হরেকৃষ্ণ কোঙার উদ্বাস্তু
১০৩। ভুবকল উদ্বাস্তু কলোনী
১০৪। মধুবিল বিবেকানন্দ
১০৫। গান্ধী কলোনী
১০৬। শান্তি উদ্বাস্তু কলোনী
১০৭। নেতাজী সুভাষচন্দ্র কলোনী
১০৮। রায়পুর পূর্ব বিজয় কলোনী
১০৯। গোপাল গঞ্জ কলোনী
১১০। ধরমপুর কলোনী
১১১। শান্তিনগর
১১২। শিমনাথপুর আদিবাসী
১১৩। পারিহাল পুর আদিবাসী
১১৪। আতবরি আদিবাসী কলোনী
১১৫। গোয়ালী আদিবাসী কলোনী
১১৬। ভাজনবাড়ি আদিবাসী কলোনী
১১৭। চাকলাগড় আদিবাসী কলোনী
১১৮। কুকরাদহ আদিবাসী কলোনী
১১৯। দক্ষিণ আমবারি আদিবাসী কলোনী

থানা—চাপড়া

১২০। চাপড়া রামকৃষ্ণ আদিবাসী কলোনী
১২১। ভগবতী উদ্বাস্তু কলোনী
১২২। মামাবাড়ী কৃষিজীবি জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনী
১২৩। মোতানিগঞ্জ কৃষিজীবি জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনী
১২৪। সীতপারা কৃষিজীবি জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনী
১২৫। মোনলানি আদিবাসী কৃষি-জীবি জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনী
১২৬। মোল্লাডাঙ্গা কৃষিজীবি জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনী
১২৭। ললিতগঞ্জ কৃষিজীবি উদ্বাস্তু কলোনী
১২৮। সোলদিঘী কৃষিজীবী জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনী
১২৯। ভোলাডিহি কৃষিজীবি জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনী
১৩০ কলাগাছ কৃষিজীবি জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনী
১৩১। খুদনিয়া কৃষিজীবি জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনী

থানা—ঘোষপুকুর

১৩২। মঙ্গলবাড়ি

থানা—হেমতাবাদ

১৩৩। হেমতাবাদ হরিচাঁদ কলোনী
১৩৪। সুরজপুর কলোনী
১৩৫। কাশিমপুর কলোনী
১৩৬। ইসলামপুর আদর্শ উদ্বাস্তু কলোনী

থানা—কালিয়াগঞ্জ

১৩৭। কালীতলা কলোনী
১৩৮। শান্তি উদ্বাস্তু কলোনী
১৩৯। পাবনা উদ্বাস্তু কলোনী
১৪০। শিবপুকুর বিবেকানন্দ

পরিশিষ্ট—(ক)

থানা—বংশীহারি

১৫১। বিশ্বনাথপুর কলোনী

১৫২। শিয়ালদহ কলোনী

১৫৩। করই উদ্বাস্তু কলোনী

১৫৪। হিংগুর কালিতলা

১৫৫। রামকৃষ্ণ কলোনী

থানা—ডালখোলা

১৫৬। সূর্যনগর কলোনী

থানা—দেবীঝোড়া

১৫৭। কাঁটাকালি কৃষিজীবি জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনী

দক্ষিণ দিনাজপুর

মোট কলোনীর সংখ্যা = ৪০

থানা—বালুরঘাট

১। রাণী নগর

২। মঙ্গলপুর আশ্রম কলোনী

৩। ফুলঘরা কলোনী

৪। সুকান্ত পল্লী

৫। মজুমদার স্মৃতি কলোনী

৬। দিগরা কলোনী

৭। হরিগ্রাম গোপালবাটী কলোনী

৮। ডাকবাংলোপাড়া বিবেকানন্দ কলোনী

৯। সাহেব কাছারি ধীরেন ব্যানার্জী সমিতি

১০। খলোতাইর উদ্বাস্তু কলোনী

১১। কামিমগাতিন মহাতীর্থ

১২। তুর্সিল দক্ষিণপাড়া

১৩। সামাজিক পুরাতন কলোনী

১৪। মধ্য খাদিমপুর কালিতলা ভেন্ট কলোনী

১৫। শিবনাথ কলোনী

১৬। খিদিরপুর হালদার পাড়া কলোনী

১৭। বাউল আদিবাসী কলোনী

১৮। সহদেব কলোনী

১৯। ডাবরা উত্তর কলোনী

২০। পাগলিগঞ্জ আউটার কলোনী

২১। উত্তর শতখন্ড কলোনী

২২। অমৃত খন্ড কলোনী (পশ্চিম)

২৩। মালঞ্চ কলোনী

২৪। শংকরপুর কলোনী

২৫। নুন-ইম—আদিবাসী

২৬। মহিষপুর কলোনী

২৭। মিলন মন্দির কলোনী

২৮। হরিগ্রাম উত্তরপাড়া কলোনী

পরিশিষ্ট—(ক)

২৯। হরিগ্রাম মধ্যপাড়া

৩০। গোপালবতী আদিবাসী

৩১। মড়াথাইশ কলোনী

৩২। হরিগ্রাম আদিবাসী

৩৩। মনিপুর উত্তরপাড়া কলোনী

থানা—তপন

৩৪। আরেশা কলোনী

৩৫। নিমগাছী (তোষা) কলোনী

৩৬। খলসি (তোষা) কলোনী

৩৭। তপন স্কুলমোড় কলোনী

থানা—গঙ্গারামপুর

৩৮। প্রমোদ উদ্বাস্তু কলোনী

৩৯। P.W.D. পাড়া কলোনী

৪০। মহারাজপুর স্কুলপাড়া

পরিশিষ্ট (খ)

৬+৭ গ্রুপ

জবর দখল কলোনী

কলিকাতা জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা = ১৩

1. রেলওয়ে কলোনী
2. ক্ষুদিরাম কলোনী
3. সত্যেনবোস নগর কলোনী
4. পূর্বাঞ্চল বাস্তুহারা রিলিফ কলোনী
5. এস, এস, ডি কলোনী
6. মাঝের হাট কলোনী
7. পোড়াবস্তী কলোনী
8. অরবিন্দ কলোনী
9. বিপ্লবী ক্ষুদিরাম পল্লী
10. সরকারে বাগান বাস্তুহারা কলোনী
11. চাঁদপুর কলোনী (শ্রীদুর্গা কলোনী ১)
12. গড়া কলোনী (বস্তী)
13. শহীদ নগর কলোনী

উঃ ২৪ পরগণা জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা = ১১০

1. ইন্দিরা নগর কলোনী
2. লেনিন গড় কলোনী
3. নবকুমার গড়
4. চৈতন্যনগর কলোনী
5. আনন্দ নগর
6. আজাদ হিন্দ নগর কলোনী
7. ডোমপুকুর কলোনী
8. মহাশক্তি নগর কলোনী
9. উদয়পুর পল্লী (৪)
10. সত্যাশ্রয় নগর
11. রবীন্দ্র নগর কলোনী
12. মাতঙ্গিনী হাজরা পল্লী
13. শতদল পল্লী
14. বিবেক নগর কলোনী
15. যতীন সেন পল্লী
16. শহীদ মহল (২)
17. দুলাল নগর কলোনী
18. দীপক নগর কলোনী (২)
19. দীপকনগর কলোনী (৩)
20. নিত্যানন্দ পল্লী
21. বিবেকানন্দ পল্লী
22. হো, চি, মিন, নগর
23. নবপল্লী
24. নতুন পল্লী (বিজয় গড় কলোনী)
25. নেতাজী নগর কলোনী (১)

পরিশিষ্ট (খ)

29. নিরঞ্জন পল্লী (২)
27. অম্বিকা পল্লী
28. রথতলা কলোনী
29. কার্ত্তিক মল্লিক কলোনী
30. বিধান পল্লী
31. খ্রিশ্চয়ান কলোনী
32. কাঁদিহাটি নেতাজী কলোনী
33. কালীধাম কলোনী
34. হরেকৃষ্ণ কলোনী
35. নারায়ণ পল্লী (সর্বহারা)
36. হরেকৃষ্ণ পল্লী (সুভাষপল্লী ২)
37. কালিমাতা কলোনী (২)
38. দেশপ্রিয় পল্লী
39. বিধান কলোনী
40. এগারোর পল্লী
41. নিরঞ্জন সেন নগর
42. সেবাগ্রাম সাপ্লিমেন্টারি কলোনী
43. শান্তি নগর উদ্বাস্তু কলোনী
44. নিউ শ্রীপল্লী
45. লেনিন গড়
46. নিরঞ্জন নগর ব্লক এ
47. নিরঞ্জন নগর
48. ঈশ্বরদয়াল কল্যাণ পল্লী
49. সুকান্ত পল্লী
50. গ্রামপল্লী কলোনী
51. আমবাগান কলোনী
52. দীপকনগর কলোনী (১)
63. ভগ্নী নিবেদিতা
54. কালী নগর স্কোয়াটার্স কলোনী
55. মাতঙ্গিনী স্কোয়াটার্স কলোনী
56. বিবেকানন্দ কলোনী
57. শাস্ত্রী পল্লী
57. তরুণ পল্লী
58. সর্বহারা পল্লী (১)
60. রামকৃষ্ণ কলোনী
61. শ্রীদুর্গা কলোনী
62. লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনী
63. বিপ্লবী সূর্য সেন কলোনী
64. নিরঞ্জন নগর (ব্লক—এ)
65. নিরঞ্জননগর (ব্লক—বি)
66. পানিহাটি জয়প্রকাশ কলোনী
67. জয়প্রকাশ নারায়ণ কলোনী
68. প্রজাতন্ত্র পল্লী
69. নিউ আদর্শ নগর কলোনী
70. নিউ জয়শ্রী পল্লী
71. উপেন্দ্র পল্লী
72. উত্তর বাসুদেবপুর উদ্বাস্তু কলোনী
73. দক্ষিণ বন্দীপুর কলোনী
74. অরুণোদয় পল্লী
75. সুকান্ত নগর
76. অনন্তপুর উদ্বাস্তু কলোনী
77. সুভাষ নগর কলোনী (পীরগাছা)
87. স্বামীজী নগর কলোনী
79. হৃদয়পুর রেলওয়ে সাইড কলোনী
80. নিরঞ্জননগর (১, ২, ৩)
81. মতিনগর কলোনী

পরিশিষ্ট (খ)

82. শ্যামাপ্রসাদ পল্লী
83. আজাদ হিন্দ পল্লী
84. সুলাসুন্দরী কলোনী
85. বাগজোলা নিউ ক্যাম্প
86. নিরঞ্জন পল্লী (১)
87. নেতাজী নগর (নিরঞ্জন পল্লী ২)
88. নিউ নরেন্দ্রনগর কোয়ার্টার্স কলোনী
89. নেতাজী পল্লী
90. মদনমোহন কলোনী
91. ১২ নং রেল গেট কলোনী
92. রেলওয়ে সাইড কলোনী
93. নতুন গ্রাম কলোনী
94. কলেজকর্ণার কোয়ার্টার্স কলোনী
95. কুমার পল্লী
96. কয়রা কদমগাছি কোয়ার্টার্স কলোনী
97. সিদ্ধার্থ নগর কোয়ার্টার্স কলোনী
98. চিত্তরঞ্জন উদ্বাস্তু
99. নিত্যানন্দ পল্লী
100. ইউনিটি কলোনী (১)
101. ইউনিটি কলোনী (২)
102. সূর্য্যসেন কলোনী
103. পণ্ডিতজী কলোনী
104. কমলাপুর কলোনী
105. তালতলা কলোনী
106. বিবেক নগর
107. মানিক নগর
108. মণিহারী কলোনী
109. আরবিলিন কলোনী
110. নেতাজী পল্লী

দঃ ২৪ পরগণা জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা — ৩৭

1. জীবন মোহিনী ঘোষ পার্ক
2. কল্যাণ নগর কলোনী
3. রামমোহন কলোনী
4. শ্রীশ্রীমা সারদা পল্লী
5. রাজা রামমোহন পল্লী
6. অরবিন্দ পল্লী
7. প্রান্ত পল্লী
8. সুভাষ পল্লী
9. নিরঞ্জন সেন পল্লী
10. রঞ্জন পল্লী
11. শরৎ পল্লী
12. দীনেশ পল্লী
13. কংগ্রেস পল্লী (১, ২)
14. বাদল পল্লী

পরিশিষ্ট (খ)

15. হিরেন সরকার ফার্ম রিফিউজী কলোনী
16. রামকৃষ্ণ নগর পল্লী
17. নজরুল কলোনী
18. মানিকপুর সুভাষ কলোনী
19. পূর্ব ফুলবাগান কলোনী
20. উত্তর ফুলবাগান কলোনী
21. বীরনগর কলোনী
22. বাঘা যতীন, ই ব্লক পূর্ব
23. বিদ্যাসাগর কলোনী (২)
24. কৃষ্ণকালি কলোনী
25. হেড়োভাঙা স্কীম (স্কীম) (২)
26. নিউ রবীন্দ্র নগর
27. বাঘা যতীন কলোনী (নিউ)
28. নব পল্লী পূর্ব সেন নগর
29. বিনয় পল্লী উন্নয়ন সমিতি
30. এইচ, এল সরকার রোড গ্লাস ফ্যাক্টরী কলোনী
31. দীনেশ নগর
32. জনতা পল্লী
33. আদর্শ নগর কলোনী
34. বিনয়, বাদল, দীনেশ পল্লী
35. বঙ্কিম পল্লী
36. নিউ কলোনী
37. কাশীমাতা কলোনী

নদীয়া জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা – ৭৫

1. বঙ্কিম নগর কলোনী
2. রামকৃষ্ণ নগর—(কমলনগর)
3. নবীন পল্লী (নতুন পল্লী)
4. মুক্তিনগর—(সুভাষপল্লী)
5. রাজা রামমোহন পল্লী
6. সুভাষ পল্লী
7. বীরনগর চক্রবর্ত্তীপাড়া কলোনী
8. হরিতলা কোয়ার্টার্স কলোনী
9. করুণাময়ী—(১)
10. করুণাময়ী (২)
11. বিধান নগর কলোনী
12. মুক্তিনগর কলোনী
13. নিরঞ্জন পল্লী
14. বিধান পল্লী উন্নয়ন সমিতি
15. পালচর পল্লী, নেতাজী, বিধান কলোনী
16. তালতলা কলোনী
17. কাঠালতলা কলোনী
18. ঘোষপাড়া উদ্বাস্তু কলোনী
19. চাঁদমারী নূতন পল্লী
20. যোগেন্দ্র নাথ কলোনী
21. কল্যাণী সীমান্ত কলোনী
22. বড়হাট কলোনী
23. ঝিলপাড় কলোনী

পরিশিষ্ট (খ)

24. মিত্র কলোনী (২)
25. ১৪নং সাঁওতাল পাড়া
26. হরি পাড়া
27. বি, বি, ডি কলোনী
28. সীড ফার্ম আদিবাসী
29. আই, টি, আই কলোনী
30. বীর সিধু কানু নগর
31. পুকুরপাড় আমবাগান কলোনী
32. মায়ের চর কোনানগর মায়ের ব্লক (৩) নূতন পল্লী
33. বিধান পল্লী
44. পূর্ব চাঁদমারী নূতন নগর কলোনী
35. মায়ের চর কাহারী পাড়া দক্ষিণ পাড়া
36. শহীদ পল্লী
37. দক্ষিণ চাঁদমারী
38. বিবেকানন্দ কলোনী
39. ল্যান্ড লীজ কলোনী
40. ধর্মবীর কলোনী
41. বিধান পল্লী
42. কে, বি, এম, বাস্তুহারা কলোনী
43. নেতাজী জবর দখল কলোনী
44. বিধান পল্লী
45. সুকান্ত নগর
46. আনন্দ পল্লী
47. লেনিন পল্লী
48. সুকান্ত পল্লী
49. হরেকৃষ্ণ কোঙার পল্লী
50. কানপুর
51. ঘোড়াকুঠি
52. শিমুলতলা অমৃতেশ্বর কলোনী
53. ধুবুলিয়া নূতন বাজার
54. ধুবুলিয়া বিশ্বাস পল্লী, কাদের ফুলি কলোনী
55 ফাঁসিতলা কলোনী
56. রামকৃষ্ণ পল্লী
57. উচুপাড়া কলোনী
58. লেনিন কলোনী (নেহেরুনগর কলোনী)
59. স্তালিন কলোনী (ভূপেশ দে কলোনী)
60. স্তালিন কলোনী (সুভাষ কলোনী)
61. বিপ্রনগর কলোনী
62. কানাইনগর কলোনী
63. নেতাজী কলোনী
64. মুজাফ্ফর নগর কলোনী
65. শহীদ বাদল দত্ত কলোনী

পরিশিষ্ট (খ)

হাওড়া জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা — ৩১

1. শান্তি কলোনী
2. নেতাজী নগর চাঁদমারী
3. রাজচন্দ্রপুর
4. বালানন্দ নগর উপনিবেশ
5. শ্রীনগর কলোনী (২)
6. শ্রীনগর কলোনী (৩)
7. শ্রীনগর কলোনী
8. মা সারদা পল্লী
9. মাটি নগর উপনিবেশ
10. মাটি গড়
11. নৃপেন্দ্র পল্লী
12. রবীন্দ্রনগর
13. বিনয়, বাদল, দীনেশ সরণী পল্লী
14. সূর্যসেন উদ্বাস্তু কলোনী
15. উদ্বাস্তু কলোনী
16. পশ্চিমপাড়া কলোনী
17. আতরালী বিশ্বাস কলোনী
18. ঋষি দাস কলোনী
19. ঋষিদাস কলোনী (২)
20. সূর্য নগর কলোনী
21. সুকান্ত পল্লী কলোনী
22. ভারত মাতা কলোনী নং (১)
23. বিবেকানন্দ পল্লী
24. নতুন নগর কলোনী
25. পশ্চিম দাশ নগর (নবজীবন)
26. রামকৃষ্ণ পল্লী
27. ভারত মাতা (২) (৩)
28. চন্দ্রপুর কলোনী
29. চর আরফুলী কলোনী
30. কাটা পুকুর কলোনী
31. খাঞ্জাদাপুর কলোনী

মেদিনীপুর জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা — ৯

1. দীনেশ নগর
2. বরিশাল কলোনী
3. বেলদা
4. বামুন পাড়া
5. ঝুড়িপাড়া—স্কোয়াটার্স কলোনী
6. গোপালী স্কোয়াটার্স কলোনী
7. সুন্দরগঞ্জ চাটি স্কোয়াটার্স কলোনী
8. ঝাড়গ্রাম বন পাড়া, বামদা জঙ্গলখাস
9. উদয়পালী ক্যান্টনমেন্ট, বারোপাথরা টাঙ্গীগোড়া

পরিশিষ্ট (খ)

হুগলী জেলা

মোট কলোনী সংখ্যা—৩৮

1. পিলখানা
2. নিরঞ্জন নগর (২)
3. গান্ধী নগর কলোনী
4. নিচুপটি ধানকল কলোনী
5. মিলন পল্লী, চাঁপদার নগর
6. নিরঞ্জন কলোনী
7. লাহা নগর
8. মাইকেল পল্লী
9. সারদা পল্লী
10. রাজা বাগান
11. নারায়ণ পল্লী
12. বি, বি, ডি, কলোনী
13. দাস কলোনী
14. শান্তি কলোনী
15. ত্রিবেণী রেলওয়ে ঘাট
16. বিমলা ব্যানার্জী
17. নিরঞ্জন পল্লী
18. নেতাজী সুভাষ কলোনী
19. কৃষ্ণ দাস
20. মিতালী পল্লী
21. সরস্বতী
22. ঋষিকেশ পল্লী
23. অমল পল্লী
24. ক্ষুদিরাম পল্লী
25. টিনা জবরদখল
26. ইটভাটা কলোনী
27. নারিকেল বাগান কলোনী
28. নব পল্লী
29. স্বামীজি পল্লী
30. রেলঘাট কলোনী
31. সুকান্ত কলোনী
32. জ্যোতি কলোনী
33. ডাক্তারপুর কলোনী
34. ডাঃ গোপালতারা মল্লিক কলোনী
35. পরমেশ্বরী গিরিধারী কলোনী
36. অমল পল্লী (২)
37. নেতাজী নগর (২)
38. সুবোধ পল্লী (২)

(মহাডাঙ্গা) কামদাটি

বর্ধমান জেলা

মোট কলোনী সংখ্যা—৪৩

1. নূতন পল্লী কলোনী
2. লেনিন নগর কলোনী
3. আদর্শ পল্লী
4. শান্তিমাবাদ নং—১

কলোনী—৩

পরিশিষ্ট (খ)

5. সুকান্ত পল্লী
6. রসুলপুর নূতন কলোনী
7. হরেকৃষ্ণ কোঙার কলোনী
8. বিষ্ণুপুর কলোনী
9. পাল্লা চাচাই জবর দখল কলোনী
10. মহেশডাঙ্গা জবরদখল কলোনী
11. মহেশ্বরতলা ক্যানেলপাড়া কলোনী
12. চাপুই কলোনী
13. পল্লীশ্রী কলোনী
14. সেগুনবাগান কলোনী (বরসুল)
15. জিতেন নগর কলোনী
16. চোরা কলোনী
17. ডাঃ আম্বেদকর কলোনী
18. প্রতিবতী ৫ম জবরদখল কলোনী
19. রায় ডাঙ্গা কলোনী
20. রবীন্দ্র কলোনী
21. রথতলা ওস্ত কলোনী
22. তাজাগঞ্জ খাল পাড়
23. গণতন্ত্র কলোনী
24. বারোদুয়ারী কলোনী
25. নগর ঘাট খাল পাড় কলোনী
26. বামন পুকুর কলোনী
27. সুকান্ত কলোনী
28. হরিপালী কলোনী
29. পাতলবারা কলোনী
30. তেঁতুলতলা কলোনী
31. দেশবন্ধু নগর কলোনী
32. পালাগড় মাঝার কলোনী
33. সুকান্ত পল্লী কলোনী
34. শ্রীমা কলোনী
35. শিবশংকর কলোনী
36. খান পুকুর কলোনী
37. সুকান্ত পল্লী কলোনী
38. আমবাগান কলোনী
39. সুভাষ পল্লী
40. বিধান পল্লী বিদ্যাসাগর কলোনী
41. গোবিন্দ কলোনী
42. শরৎ পল্লী কলোনী
43. নিয়ামতপুর ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড
44. রবীন্দ্র পল্লী
45. বাঘাজিৎ কলোনী
46. রাম নগর কলোনী
47. আদর্শ কলোনী
48. সুভাষ পল্লী
49. রসুলপুর কলোনী
50. বালুই বসত কলোনী
51. বিহার নতুন পল্লী
52. হরেকৃষ্ণ নগর কলোনী
53. দীনেশ নগর শিয়ালডাঙ্গা জবর দখল কলোনী
54. শংকরী পুকুর (১)
55. আশিস নগর কলোনী
56. মিলনী আদর্শ পল্লী কলোনী
57. নেতাজী পল্লী কলোনী
58. রন্তী পাল কলোনী

পরিশিষ্ট (খ)

59. শহীদ ক্ষুদিরাম কলোনী
60. অবশিত পল্লী কলোনী
61. মাতোদী কলোনী
62. শ্যামপুর এস, এস, কলোনী
63. ডাঙ্গাপাড়া পাথরকুচি কলোনী
64. ডিকোরি কলোনী
65. সংকান্ত পল্লী কলোনী
66. দাস পাড়া কলোনী

মুর্শিদাবাদ জেলা

মোট কলোনী সংখ্যা—১৩

1. বাগোয়ানসারী (নতুন পাড়া) কলোনী
2. কাসেমখোলা কলোনী
3. বিবেকানন্দ কলোনী
4. পার্শপুর লেনিন কলোনী
5. বাবলা বনা কলোনী
6. বিধান নগর কলোনী
7. মোকশী পাহাড় কলোনী
8. সিংহপাড়া কলোনী
9. নয়া পল্লী
10. সূর্য নগর
11. সুভাষ কলোনী
12. ইছাগঞ্জ গদাধর জয়রক্ষণ কলোনী
13. রামেশ্বরপুর মল্লিক পাড়া

বীরভূম জেলা

মোট কলোনী সংখ্যা—২২

1. পাহাড় পুর
2. চন্দ্র পুর
3. বালিতা
4. শম্ভু নগর
5. চাহার
6. মহিষ নগর
7. বসন্ত নগর
8. চাপলা
9. দেবীপুর
10. পলাশডাঙ্গা (পূর্বপাড়া)
11. নাইম ডাঙ্গা
12. রুদ্রপুর
13. লক্ষ্মীপুর
14. সন্তোষ পুর

পরিশিষ্ট—(খ)

15. নেতাজী নগর
16. খোয়ার বর্নি
17. শ্রীচন্দ্রাপুর
18. হাকসী ডাঙ্গা
19. ঢেঁকিপদা ঘাট
20. ছোট্ট শিমুলিয়া
21. টিকুরি
22. রামনগর

বাঁকুড়া

মোট কলোনীর সংখ্যা—২৯

1. রাঙামাটি কানিটি কলোনী
2. শান্তিপুর কলোনী
3. সেউলী সুভাষ পল্লী
4. ছিটেশোয়ার বাউরি কুন্ডা কলোনী
5. শঙ্কীচাঁদ পল্লী
6. মথুরাবানাচক গৌরমিলন পল্লী
7. সরিষা ডিহি কোতলপুর কলোনী
8. খামডাহি কলোনী
9. চুয়াডাঙ্গা কলোনী
10. বিত্তল মহামায়া কলোনী
11. বেলল চককামা পাথাই পল্লী
12. পাপুরা তণ্ডুলমারী কলোনী
13. খাটনগর কলোনী
14. নিত্যানন্দপুর বালিয়া পল্লী
15. অমৃতপাড়া বলিয়া রামপুর কলোনী
16. কুরামপুর ভাটপাড়া মোসং- যুক্ত কলোনী
17. যড় পালনপুর কলোনী
18. উত্তর পটাশপুর বারাগোড়, মুরাপাড়া কলোনী
19. পারুলিয়া কোয়াটপুর রামনগর শালখাড়া পল্লী
20. পাচপাড়া শুশীচর, গোবিন্দ- পুর কলোনী
21. দক্ষিণ গোবিন্দপুর কলোনী
22. উদয় পল্লী
23. ধরিমিনা কলোনী
24. রামকৃষ্ণ পল্লী
25. পল্লীশ্রী কলোনী
26. সীতারামপুর মানা কলোনী
27. শ্রীনগর কলোনী
28. তেজেন্দা বিবেকানন্দ পল্লী
29. চর দামোদর মোহনা কলোনী

পরিশিষ্ট — (খ)

জলপাইগুড়ি

মোট কলোনীর সংখ্যা — ৩৯

1. ভক্তি নগর স্কোয়াটার্স কলোনী
2. হরেকৃষ্ণ স্কোয়াটার্স কলোনী
3. শরৎপল্লী স্কোয়াটার্স কলোনী
4. বঙ্কিম নগর স্কোয়াটার্স কলোনী
5. শীতল পাড়া স্কোয়াটার্স কলোনী
6. ঠাকুর নগর স্কোয়াটার্স কলোনী
7. আনন্দনগর স্কোয়াটার্স কলোনী
8. মহামায়া স্কোয়াটার্স কলোনী
9. ঢাকা উদ্বাস্তু স্কোয়াটার্স কলোনী
10. ধূম ডাঙ্গী স্কোয়াটার্স কলোনী
11. সূর্য সেন স্কোয়াটার্স কলোনী
12. নিরঞ্জন নগর স্কোয়াটার্স কলোনী
13. নেতাজী নগর স্কোয়াটার্স কলোনী
14. পাকাঘাট স্কোয়াটার্স কলোনী
15. শান্তিনগর স্কোয়াটার্স কলোনী (১, ২)
16. অশোকনগর (১, ২)
17. অজয় ঘোষ পল্লী স্কোয়াটার্স কলোনী
18. বানার হাট আদর্শ পল্লী স্কোয়াটার্স কলোনী
19. মালা নেতাজী বাস্তুহারা কলোনী (১, ২)
20. রামকৃষ্ণ কলোনী
21. বাঘা যতীন কলোনী
22. ইন্দিরা গান্ধী কলোনী
23. বাঘা যতীন কলোনী
24. রবীন্দ্র নগর কলোনী
25. অরবিন্দ স্কোয়াটার্স কলোনী
26. হ্যামিলটন (রবীন্দ্রনগর)
27. বিধান পল্লী
28. আনন্দ নগর
29. ভোলার ডাবরি ও সুবর্ণনগর
30. রবীন্দ্রনগর
31. চিত্তরঞ্জন
32. খোড়াডাঙ্গা
33. পূর্বনগর পল্লী
34. উত্তর নগর পল্লী
35. ছোট্ট ডালডাঙ্গী ও মোহামারি
36. সুবান কলোনী
37. কৃষ্ণ নগর
38. বিজয় নগর স্কোয়াটার্স কলোনী
39. চাক্কোবরী স্কোয়াটার্স কলোনী

পরিশিষ্ট—(খ)

কোচবিহার

মোট কলোনীর সংখ্যা—২৬

1. পাতলা খোয়া
2. রাসমান কলোনী
3. পুটিমারি বান্দর বেস কলোনী
4. বিধান উপনিবেশ
5. নিউ পাটাকুড়া কলোনী
6. ইন্দ্রজিৎ, নেহেরু, নগর, চম্পকনগর
7. শ্যামসুন্দর কলোনী
8. খাগরী বাড়ি কলোনী
9. গারাবক্সা ও ছাতাওয়ালাকা কলোনী
10. গান্ধীনগর কলোনী
11. টিকরগঞ্জ কলোনী
12. ঢাকেশ্বরী নং (১)
13. আশুতোষ পল্লী—(১)
14. নেতাজী কলোনী
15. আশুতোষ পল্লী—(২)
16. রামকৃষ্ণ পল্লী
17. দুবাই ব্লক কলোনী
18. শ্যাম সুন্দর কলোনী—২
19. চাকোহাকা গভঃ জায়গীর ল্যাণ্ড
20. নাতুয়ার পার কলোনী
21. বানীশোয়র কলোনী (বানীশ্বর কলোনী)
22. মাজিরপাড় দারা মারা
23. গোপাল নগর কলোনী
24. বাড়িবাস কলোনী
25. মিডল প্লাশ কলোনী
26. কোদাল খোয়া—২

দার্জিলিং

মোট কলোনীর সংখ্যা—১৭

1. মহাকাল স্কোয়াটার্স কলোনী
2. দুর্গাধাম কলোনী
3. ভাবগ্রাম উন্নয়ন (১)
4. ভাবগ্রাম উন্নয়ন (২)
5. দেশবন্ধু পাড়া
6. দেবাশিষ স্কোয়াটার্স কলোনী
7. দাস স্কোয়াটার্স কলোনী
8. অম্বিকানগর স্কোয়াটার্স
9. উদয়ন উন্নয়ন কলোনী
10. বাঘাযতীন কলোনী
11. সুভাষ নগর
12. বি, বি, ডি, কলোনী

পরিশিষ্ট—(খ)

13. আদর্শ নগর কলোনী
14 নতুন পাড়া
15. প্রান্তিক পল্লী
16. জ্যোতিনগর (২)
17. শান্তি কলোনী

মালদহ

মোট কলোনীর সংখ্যা = ৩৮

1. মঙ্গলবাড়ী কলোনী
2. খইহাটা কলোনী
3. গান্ধী কলোনী
4. চর কাশিমপুর কলোনী
5. খানপুর কলোনী
6. বাগলা বাড়ী কলোনী (রানীর গড়)
7. বিল বাড়ী নাজীব খান কলোনী
8. বড়োবড়িতলা কৃষ্ণ পল্লী কলোনী
9. পশ্চিম শরিমন গোলাপল্লী কলোনী
10. আদি মা কলোনী
11. উঃ মহিমাগড় কাঞ্চনগড় কলোনী
13. গোবিন্দপুর কলোনী
13. তুবা খোকন কলোনী
14. কদুবাড়ী কলোনী
15. চম্পাইশ কলোনী
16. বেল বাড়ী কলোনী
17. কুতুব শহর গোলঘর কলোনী
18. গোসানীবাগ কলোনী
19. কুতুব শহর কলোনী
20. ডাঙ্গা কলোনী
21. খাঁডাঙ্গা কলোনী
22. আগ্রা কলোনী
23. তোলাই কলোনী
24. হরিশ্চন্দ্রপুর আরংগাছি কলোনী
25. নন্দগড় পল্লী কলোনী
26. পাথর শাশুনী
27. ধরেন্দ্র এবং যোগী পাথার কলোনী
28. কাচিয়াজোড় কলোনী
29. চৈতনগাছি মধ্য কাশ্যয়া কলোনী (ডেয়ারীফার্ম)
30. বুলবুল চণ্ডী রাইস মিলস কলোনী
31. বকসীনগর কলোনী
32. জয়দেবপুর কলোনী
33. দীগল বাড়ী কলোনী
34. বারোয়াডাঙ্গা কলোনী

পরিশিষ্ট—(খ)

35. বাজেটোলা কলোনী
36. ফুলডাঙ্গা কলোনী
37. চিনিডাঙ্গা কলোনী
38. কান্দুয়া কলোনী

পঃ দিনাজপুর

মোট কলোনীর সংখ্যা = ৫২

1. পীরপুকুর কলোনী
2. হাইরোড কালীতলা কলোনী
3. নেতাজী পল্লী কলোনী
4. শান্তিনগর কলোনী
5. শিল্পীনগর কলোনী
6. মালীপাড়া কলোনী
7. মা মনসা কলোনী
8. ১নং এয়ার পোর্ট কলোনী (পশ্চিম)
9. সুভাষ কলোনী
10. দেশবন্ধু কলোনী
11. সন্তোষী মা কলোনী
12. কারবালা কলোনী
13. টুরঘাঘা কলোনী
14. ড্রাইভার্স কলোনী
15. পারপাতিরাম হালদার কলোনী
16. এ, কে, গোপালন কলোনী
17. পাবনা কলোনী
18. ছিন্নমস্তা পল্লী কলোনী
19. হাপটিয়া গাছ উদ্বাস্তু কলোনী
20. খিরাগঞ্জ কলোনী
21. জাবাগুড়ী জায়গাপুরা উদ্বাস্তু কলোনী
22. হুলানগাছ উদ্বাস্তু কলোনী
23. মন গাছ উদ্বাস্তু কলোনী
24. চাকসুবিদ হারমেন কলোনী
25. সানিয়াস কলোনী
26. খাদিমপুর মালদার পাড়া ভেস্ট কলোনী
27. আত্রী কলোনী
28. ভাটপাড়া কলোনী
29. ডাঙ্গী পাথরঘাটা কলোনী
30. ডাঙ্গী দক্ষিণ কলোনী
31. কামালপুর নেতাজী কলোনী
32. আংরার কলোনী
33. নামাডাঙ্গা কলোনী
34. দুর্গাপুর কলোনী
35. পদ্মপুকুর কলোনী
36. ঘোড়াপানি উদ্বাস্তু কলোনী
37. সুখাদিঘাগাছি উদ্বাস্তু কলোনী

পরিশিষ্ট—(খ)

38. হাতুপাছি উদ্বাস্তু কলোনী
39. তিনমাইলরোড উদ্বাস্তু কলোনী
40. তিনমাইল রেলষ্টেশন উদ্বাস্তু কলোনী
41. আম্রাখাড়ী (দক্ষিণ) উদ্বাস্তু
42. কংগ্রেস কলোনী (জ্যোতি নগর—২)
43. কংগ্রেস কলোনী
44. সাতরাগাছি নিরঞ্জন পল্লী উদ্বাস্তু কলোনী
45. আড়িয়াখাও, নারায়ণ উদ্বাস্তু কলোনী
46. অনন্তনগর মিলন পল্লী উদ্বাস্তু কলোনী
47. নিরঞ্জন উদ্বাস্তু কলোনী
48. প্রমোদনগর উদ্বাস্তু নগর
49. দক্ষিণ কসবা রবীন্দ্র উদ্বাস্তু কলোনী
50. হীরচাঁদ উদ্বাস্তু কলোনী
51. শান্তিনগর কলোনী
52. শিল্পীনগর কলোনী

পরিশিষ্ট—(গ)

১৭৫ গ্রুপ

জেলা—কলিকাতা

মোট কলোনীর সংখ্যা = ১০

1. শহীদ কলোনী
2. নিউ বিক্রমগড় কলোনী
3. যোগেশচন্দ্র কলোনী
4. শহীদ কলোনী
5. যোগেন্দ্র নগর
6. অরবিন্দ নগর
7. সুকান্ত নগর
8. রামকৃষ্ণপল্লী
9. দুর্গা (পুর) কলোনী
10. শাহাপুর কলোনী

জেলা—উঃ ২৪ পরগণা

মোট কলোনীর সংখ্যা = ৮৬

1. নেহেরু কলোনী
2. স্বাধীন পল্লী
3. নিউ মল্লিক কলোনী
4. সারদা পল্লী
5. শ্যামাপ্রসাদ নগর
6. বিজয়কৃষ্ণ পল্লী
7. অক্ষয় নগর
8. তরুণ নগর
9. বাস্তুহারা গণমঙ্গল সমিতি
10. নেহেরু কলোনী
11. ঢাকা উদ্বাস্তু (শিবির)
12. দেশবন্ধু নগর কলোনী
13. সিদ্ধেশ্বরী কলোনী
14. ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউথ কংগ্রেস
15. বেদিয়াপাড়া বিনাথ কলোনী
16. নিউ গোষ্ঠবিহারী কলোনী
17. নতুন পল্লী বাস্তুহারা সমিতি
18. শাস্ত্রীজী কলোনী
19. শ্যামনগর উদ্বাস্তু কলোনী
20. নিউ ন. পাড়া কলোনী
21. বিধান পল্লী রিফিউজি কলোনী
22. কালীমাতা রিফিউজি কলোনী
23. রামগড় কলোনী

পরিশিষ্ট—(গ)

24. বিধান কলোনী
25. সূর্যসেন কলোনী
26. সুভাষ পল্লী
27. নেতাজী পল্লী
28. রামকৃষ্ণ পল্লী
29. সাথী পাড়া জগন্নাথ কলোনী
30. নিরঞ্জন সেন পল্লী
31. আদর্শ পল্লী
32. নব পল্লী
33. পলতা আমবাগান কলোনী
34. মতিনগর কলোনী
35. নিউ কলোনী
36. সরকার বাগান স্কোয়ার্টার্স কলোনী
37. নিরঞ্জন নগর কলোনী
38. খাগ্রাকপুর নগর কলোনী
39. ইন্দিরা নগর
40. মধ্যবীরা কলোনী
41. বিজয় পল্লী
42. সুকান্ত পল্লী
43. নিরঞ্জন পাড়া (সোগাছিয়া)
44. নবীন পল্লী
45. সুভাষ নগর ১নং
46. সুভাষ নগর ২নং
47. রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর
48. অগ্নিশিখা কলোনী
49. পাটনা কলোনী
50. বিশ্বজিৎ কলোনী
51. নিরঞ্জন পল্লী
52. মাতৃ পল্লী
53. ক্ষুদিরাম পল্লী
54. রামকৃষ্ণ পল্লী (২)
55. উত্তর পাটনা উদ্বাস্তু পল্লী
56. বানাপুকুর নগর
57. উদয়পুর শিবির
58. নেতাজী পল্লী
59. উদ্বাস্তু বান্ধব সমিতি
60. বহিরাগত ভারতীয় বাস্তুহারা সমিতি
61. বিশ্বনাথ কলোনী
62. লক্ষ্মী নগর কলোনী
63. মিলন কলোনী
64. জ্যোতিনগর (জয়পুর)
65. সুভাষ নগর কলোনী
66. শহীদবন্ধু নগর কলোনী
67. নবপল্লী সমিতি (হাবড়া)
68. মহাপ্রভু কলোনী („)
69. শ্রীরামপ্রসাদ কলোনী (গয়ো)
70. নেতাজীনগর কলোনী (১)
71. হাসনাবাদ রেলওয়ে গেট
72. কাদিহাটি নেতাজীনগর কলোনী
73. নিরঞ্জন পল্লী—(১)
74. আজাদহিন্দ গড়
75. শরৎ পল্লী
76. নোয়াপাড়া খাল বাগান
77. নেহেরু বাগ
78. বনবিহারী কলোনী

পরিশিষ্ট—(গ)

79. সুভাষগড় কলোনী
80. মহাপ্রভু কলোনী
81. বারাসত ষ্টেশন পাড়া উদ্বাস্তু কলোনী
82. বিধান কলোনী
83. লেনিন নগর উদ্বাস্তু কলোনী
84. মহাত্মা শিশির পল্লী
85. নেহরু পল্লী কল্যাণ সমিতি
86. নবজীবন পল্লী

জেলা—দঃ ২৪ পরগণা

মোট কলোনীর সংখ্যা = ১৫

1. কৈবল্য নগর
2. শহীদ প্রমানন্দ নগর
3. ক্ষুদিরাম বোস কলোনী
4. বিবেকানন্দ কলোনী
5. এস, এস, ধাওয়ান কলোনী
6. সুভাষপার্ক
7. নেতাজীনগর পল্লী পঞ্চায়েত
8. শ্যামাপ্রসাদ পল্লী
9. মধুসূদন পল্লী
10. রাজবাগান জনকল্যাণ সমিতি
11. রবীন্দ্র পল্লী
12. যতীন সেন নগর
13. জ্যোতিনগর কলোনী
14. প্রফুল্ল সেন কলোনী
15. হরিদেবপুর জনকল্যাণ সমিতি

জেলা—নদীয়া

মোট কলোনীর সংখ্যা = ১০

1. বিক্রমপুর কলোনী
2. চাঁদমারী কলোনী
3. গোঁসাই কলোনী
4. মুরাতিপুর উদ্বাস্তু কলোনী
5. বিক্রমপুর কলোনী
6. ইন্দিরা পল্লী
7. নেতাজী কলোনী
8. মুরাতিপুর উদ্বাস্তু কলোনী (২)
9. কীর্তিনগর
10. ইন্দিরা পল্লী স্মৃতিপল্লী

পরিশিষ্ট—(গ)

জেলা—মুর্শিদাবাদ

1. মহাত্মা গান্ধী কলোনী

জেলা—হাওড়া

মোট কলোনীর সংখ্যা = ৩১

1. সরোজিনী নাইডু
2. কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় উদ্বাস্তু কলোনী
3. নব সিংহ কলোনী
4. শ্রীপল্লী কলোনী এবং
5. ঋষি অরবিন্দ পল্লী
6. শ্যামাপ্রসাদ পল্লী
7. চক পাড়া (৩)
8. বিধান পল্লী (১)
9. মহাদেব কলোনী (৯)
10. তারকেশ্বর কলোনী (৩)
11. শিক্ষাব্রতী কলোনী
12. শান্তিনগর কলোনী
13. রামকৃষ্ণ সারদা পল্লী
14. চকপাড়া কলোনী (১)
15. প্রফুল্লচন্দ্র সেন কলোনী
16. চকপাড়া কলোনী—(৮)
17. সুভাষ পল্লী
18. ললিতমোহন কলোনী
19. সুভাষ কলোনী
20. নারায়ণ পল্লী
21. বিধান পল্লী
22. পদ্মজা নাইডু কলোনী
23. হরিণ হোড় কলোনী
24. অগ্রমবাগ গান্ধী প্রফুল্ল সেন কলোনী
25. কুন্জপাড়া কলোনী
26. চকপাড়া কলোনী (৭)
27. বাস্তুহারা কলোনী
28. বিষ্ণুপ্রসাদ কলোনী
29. ডুইলা কেন্দ্র বাগান
30. বিবেকানন্দ কলোনী
31. বেলগাছিয়া রিফিউজি কলোনী

জেলা—হুগলী

মোট কলোনীর সংখ্যা = ২

1. ভদ্রকালী কলোনী
2. রবীন্দ্রনগর কলোনী—৩

পরিশিষ্ট—(গ)

3. কালীতলা কলোনী
4. বিবেকানন্দ কলোনী
5. নিরঞ্জন নগর
6. বি, পি, আর কলোনী
7. বীর ক্ষুদিরাম কলোনী
8. শিব সোহাগিনী কলোনী
9. নেতাজী নগর কলোনী

জেলা—বর্ধমান

মোট কলোনীর সংখ্যা = ৫

1. শ্রমিক নগর কলোনী
2. বিধান পল্লী
3. সুকুমার নগর
4. নেতাজী কলোনী
5. ইন্দিরা নগর কলোনী

জেলা—বীরভূম

মোট কলোনীর সংখ্যা = ৭

1. সাহেবডাঙ্গা কলোনী
2. আনন্দ নগর
3. শান্তিনগর
4. মনসাতলা
5. লালডাঙ্গা কলোনী
6. পলাশডাঙ্গা কলোনী (বক্রেশ্বর)
7. নবপল্লী কলোনী

পরিশিষ্ট (ঘ)

১৪৯ গ্রুপ

জেলা—কলিকাতা, দঃ ২৪ পরগণা-যাদবপুর-টালীগঞ্জ-

ঢাকুরিয়া-কসবা

মোট কলোনীর সংখ্যা — ৬২

1. আদর্শ নগর
2. আদর্শ পল্লী
3. আমাদের বাস্তুহারা পঞ্চায়েত
4. অরবিন্দ নগর
5. অশোক নগর
6. আশুতোষ ইউ, বি,
7. আশুতোষ পল্লী ইউ, বি,
8. আজাদ গড়
9. বাঘা যতীন (পার্ট, ইউ, বি)
10. বিধান কলোনী ইউ, বি (সন্তোষপুর)
11. বিধান পল্লী (কামডহরী)
12. বাপুজী নগর সোসাইটি
13. বাপুজী কলোনী (ঢাকুরিয়া
14. বাস্তুহারা সমিতি (আনন্দপল্লী)
15. বিজয় গড়
16. বিধান পল্লী সমিতি (ইব্রাহিমপুর)
17. বিজয় নগর (কসবা)
18. বিক্রম গড়
19. বনশ্রী
20. চিত্তরঞ্জন (ইউ, বি)
21. দাশনগর
22. গান্ধী
23. যাদবগড়
24. কাটজুনগর
25. ক্ষুদিরাম নগর (কসবা)
26. লক্ষ্মী নারায়ণ
27. মিত্রাবাদ
28. নবনগর
29. নয়া বরিশাল
30. নেহেরু
31. নেশিন নগর (ইউ, বি,)
32. নেতাজী নগর
33. নিকুঞ্জ
34. পল্লীশ্রী
35. প্রতাপগড় ইউ, বি,
36. পোদ্দার নগর
37. রাজেন্দ্র প্রসাদ
38. রামকৃষ্ণ উপনিবেশ (পার্ট ইউ, বি,)
39. রামগড়
40. রিজেন্ট

পরিশিষ্ট—(খ)

41. শহীদ নগর (পার্ট ইউ. বি.)
42. শহীদ সুনীল নগর (তিলজলা)
43. সমাজগড়
44. সংহতি
45. শান্তি পল্লী (আরাকপুর)
46. শান্তি পল্লী (যাদবপুর)
47. শান্তিগড়
48. শান্তিনগর
49. শান্তিপল্লী মংগল সমিতি
50. শরৎ বোস খোষ (ইউ. বি.)
51. শ্যামা
52. শ্রীকলোনী
53. সূর্যনগর
54. সুচেতা নগর
55. তিলক নগর
56. বিদ্যানাগর (পার্ট ইউ. বি.)
57. বিবেকানন্দ নগর
58. বিবেক নগর

বেহালা

1. অরবিন্দ পল্লী
2. ঘাটওয়ারা বিধবা
3. সমরগড়
4. ঠাকুরপুকুর পল্লী মঙ্গল সমিতি

জেলা—উঃ ২৪ পরগণা

দমদম

1. সুরেন বাগ
2. হরকালী
3. শীল কলোনী
4. রায় মল্লিক
5. মল্লিক
6. আনোয়ার
7. বাহিরাগত হিন্দু
8. শেঠ কলোনী
9. মনোহর
10. মহাশান্তি নগর
11. হবেন্দ্র
12. কুঞ্জমল্লিক বাগ
13. শ্যামাপ্রসাদ
14. লালগড়
15. মাইকেল মধুসূদন
16. লক্ষ্মী নগর
17. প্রফুল্ল নগর
18. রাজা দেবেন্দ্র

পরিশিষ্ট (ঘ)

19. দুর্গাবতী
20. প্যাটেল নগর
21. শরৎচন্দ্র
22. ক্ষুদিরাম
23. বাপুজী
24. বাঘা
25. ভগবতী
26. পূর্ববঙ্গ
27. মতিলাল
28. লাহা
29. হিন্দু
30. অমর পল্লী
31. নেহেরু
32. কমলাপুর
33. গোষ্ঠীবিহারী
34. পল্লীশ্রী
35. ভারতী
36. ব্রহ্মচারী
37. হরিহর নগর
38. বান্ধব নগর
40. প্রতাপাদিত্য নগর

নৈহাটী

1. বিজয় নগর
2. কেশব
3. প্রতাপ নগর

খড়দহ

1. মহাজাতি নগর (আগের পাড়া)
2. দেশবন্ধু নগর ১নং
3. দেশবন্ধু নগর ২নং
4. দেশবন্ধু নগর ৩নং
5. দেশবন্ধু নগর ৪নং
6. দাস কলোনী
7. রবীন্দ্র নগর (পানিহাটি)
8. শেঠ
9. শহীদ কলোনী
10. দেশবন্ধু কলোনী (খড়দহ)
11. শরৎ বোস
12. টেক্সিন কলোনী
13. বিবেকানন্দ ২নং
14. উদয়পুর উদ্বাস্তু পল্লী
15. সূর্য সেন নগর

টিটাগড়

1. সুভাষ পল্লী

—৪

পরিশিষ্ট (ঘ)

শ্রীরামপুর

1. দেশবন্ধু পল্লী
2. শহীদ নগর
3. নব নগর
4. রামপ্রসাদ

জগদ্দল

1. হিন্দুস্থান
2. রামনগর
3. গান্ধী নগর
4. ক্ষুদিরাম নগর

বেলঘরিয়া

1. প্রফুল্ল নগর
2. শহীদ যতীন দাস নগর
3. দেশপ্রিয় নগর

বরাহনগর

1. উদ্বাস্তু বান্ধব সমিতি
2. সুভাষ পল্লী
3. মল্লিক কলোনী (বি, টি, রোড)
4. ফরওয়ার্ড
5. নেতাজী
6. দেশপ্রিয় নগর (বি, টি, রোড)

মোয়াপাড়া

1. চুনারী পাড়া
2. জহর
3. বাপুজী বাস্তুহারা
4. সেবাগ্রাম

হাবড়া

1. আশুতোষ
2. সুভাষ পল্লী

হুগলী

1. মাহেশ উদ্বাস্তু শিবির
2. নেহেরু কলোনী
3. শ্রীরামপুর বাস্তুহারা উপনিবেশ

পরিশিষ্ট—(ঙ)
সরকারী পুনর্বাসন কলোনী

জেলা উঃ ২৪ পরগণা

মোট কলোনীর সংখ্যা = ২০৯

বারাসাত মহকুমা

1. বারাসাত, (বারাসাত)
2. বনমালীপুর নোয়াপাড়া
3. বাঙ্গুরিয়া
4. গঙ্গানগর—২
5. নোয়াপাড়া
6. রামকৃষ্ণপুর
7. গোপালপুর
8. মুচুরিয়া চক্রঘাটা
9. হরিহরপুর—১
10. আবদুলপুর
11. আলগরিয়া
12. বয়ড়া (বারাসাত)
13. পশ্চিম ইছাপুর
14. হাদিপুর চুপারিঝোড়া
15. গঙ্গানগর—১
16. সুবর্ণপুর
17. আমিনপুর
18. আজিজনগর
19. ভাশিলা—১
20. ভাশিলা—২
21. নেবাধাই—১
22. নেবাধাই—২
23. ঝিকরা
24. যাদবপুর / বোয়ালিয়া
25. বৈকুণ্ঠপুর-মদনপুর
26. ধনিয়া
27. দেয়াড়া
28. রেকজোয়ানী
29. রাজবল্লভপুর
30. বড়বেরিয়া
31. মল্লিকবেড়িয়া
32. হরিহরপুর—২
33. দিগরা জাজলা
34. পাটডাঙ্গা
35. কেওটাসেনডাঙ্গা
36. সলুয়া উত্তরডাঙ্গা—১, ২, ৩
37. কুমারডাঙ্গা গাতীন
38. গোবরডাঙ্গা—১
39. গোবরডাঙ্গা—২
40. বাঁশপুল—১
41. বাঁশপুল—২
42. কাঁকপুল
43. জয়গাছি
44. বাইগাছি
45. মধ্যমগ্রাম

পরিশিষ্ট (ঙ)

46. কয়াডাংগা
47. বনবনিয়া
48. আমরাফাবাদ
49. হাবড়া সাব—স্কীম ১, ২
50. হাবড়া সাব—স্কীম—৮
51. হাবড়া সাব—স্কীম ২
52. হাবড়া সাব—স্কীম—৬
53. হাবড়া সাব—স্কীম—৫
54. হাবড়া সাব—স্কীম - ৩
55. দোহারিয়া সাহারা
56. হাবড়া টাউনশিপ (অশোক নগর)
57. হাবড়া (টাবাবেরিয়া)
58. হাবড়া প্রোডাকসান সেন্টার
59. বড়বেড়িয়া রতনপুর

বারাকপুর মহকুমা

60. বন-হুগলী
61. নন্দননগর
62. উত্তর নির্মতা ২
63. ঘোলা নাটাগড়
64. রামভদ্রবাটী
65. শান্তিনগর
66. জাফরপুর
67. আগাপুর-কোদালিয়া-মামুন্দা
68. বরানগর নোয়াপাড়া
69. টিটাগড়
70. খড়দহ ২
71. রহড়া
72. পানিহাটি
73. সুখচর (মেইন)
74. সুখচর ২
75. সুখচর ৩
76. সোদপুর তারাপুকুরিয়া
77. সোদপুর ডেভলপমেন্ট
78. কাঁদিহাটি
79. মাঠকলগড়ুই, দমদম
80. উত্তর নিমতা ৫
81. বেলঘরিয়া ১
82. বেলঘরিয়া ৪
83. অড়িয়াদহ কামারহাটী
84. নাটাগড়
85. পানশিলা—১
86. পানশিলা ২
87. মামুদপুর
88. ভাটপাড়া
89. আতপুর সুনদিয়া
90. খাসবাটী
91. মনিরামপুর
92. নোয়াপাড়া (সাপ্লি)-১
93. পানপুর (সাপ্লি)
94. নোয়াপাড়া (সাপ্লি)
95. হালিশহর—২
96. হালিশহর—৩
97. চন্দনপুকুর—১
98. চন্দনপুকুর (সাপ্লি)

পরিশিষ্ট (ঙ)

৯৯. ইছাপুর — ৩
100. ইছাপুর—৭
101. ইছাপুর (উইভার্স)
102. শ্যামনগর-ভারত হাউসিং
103. গারুলিয়া ফিসারম্যান
104. গারুলিয়া নোয়াপাড়া
105. গড়-শ্যামনগর — ১
106. শ্যামনগর — ২
107. শ্যামনগর — ৩
108. গুরুদহ—১
109. গুরুদহ—২
110. গুরুদহ কাওগাছি
111. রাহুতা
112. আতপুর মুক্তাজোড়
113. কাঁকিনাড়া গোস্বামী ওয়ার্ডস্টেট
114. কাঁকিনাড়া শিবপাড়া
115. নারায়ণপুর
116. মাদ্রাইল
117. কোনা—১—২
118. কোনা—৩
119. নান্না
120. হালিশহর—১
121. হালিশহর মল্লিকেরবাগ
122. মল্লিকেরবাগ
123. বেলঘরিয়া —৬
124. খড়দহ-রহড়া
125. রহড়া-পাতুলিয়া
126. কেয়ুলিয়া বন্দিপুর
127. আগরপাড়া ৪
128. আগরপাড়া — ৫
129. পানিহাটী (সাপ্লি)
130. সোদপুর—৩
131. আহারামপুর মাসুন্দা
132. তারাপুকুরিয়া
133. উত্তর নিমতা—৪
134. উত্তর নিমতা—২
135. বেলঘরিয়া—২
136. বন-হুগলি, তালবাগান
137. বন-হুগলি — ২
138. কালিদহ (দমদম)
139. আগাপুর কোদালিয়া (মাসুন্দা) সাপ্লি
140. বন-হুগলী—৩
141. হরিণঘাটা
142. বন-হুগলি ৪
143. টিটাগড় প্রাইমারী সেন্টার
144. পানপুর

বসিরহাট মহকুমা

145. বসিরহাট—১
146. বসিরহাট—২
147. বসিরহাট—৩
148. দণ্ডীরহাট
149. মালঞ্চপাড়া
150. গোকুলপুর
151. চণ্ডীপুর (বাদুরিয়া)

পরিশিষ্ট—(ঙ)

152. গোবরা জয়নীপুর
153. পূর্ব পলতা—১
154. পূর্ব পলতা – ২
155. মথুরাপুর
156. আঁধার মানিক
157. পুনেরা
158. গোবিন্দপুর
159. নলবেরা—১
160. নলবেরা—২
161. মেদিয়া
162. চণ্ডীপুর—২
163. রসুই
164. গোড়াগাছা
165. দক্ষিণ চাতরা
166. উমাপতিপুর
167. বেনা
168. নেওয়াদিঘী
169. কোটাল বাগ

বনগাঁ মহকুমা

170. বনগাঁ—১
171. চাঁপাবেড়িয়া
172. বনগাঁ চাঁপাবেড়িয়া
173. হেলেঞ্চা কলোনী
174. চাঁদপুর
175. হেলেঞ্চা – ২
176. খোরদা কুলবেড়িয়া
177. বৈচিডাঙ্গা
178. কুলবেড়িয়া
179. জিয়ালা স্কীম
180. ট্যাংরা
181. চড়ুইগাছি
182. অঙ্গার পুকুর স্কীম
183. বোয়ালদহ
184. কমলাপুর
185. পানচিতা
186. বেদিয়াপোতা
187. সুঁটিয়া
188. ট্যাংরা—২
189. বাংলানী
190. পাটসিমুলিয়া
191. ট্যাংরা ক্যাম্প স্কীম
192. কুমারখোলা
193. ডেখারি
194. আউশঘাটা
195. বৈখোলা
196. আষাঢ়ু
197. কুমারখোলা – ২
198. মণ্ডবঘাটা
199. খলানি স্কীম
200. সিন্দ্রানি
201. ঝাউডাঙ্গা
202. পাঁচপোতা
203. বাকুশা
204. রামপুর
205. ভবানীপুর কুলিয়া
206. সখোষা

পরিশিষ্ট (ঙ)

207. মাকড়িকোণা
208. চরমণ্ডলবাগ
209. হাঁসপুর শিমুলিয়া
210. পাথুরিয়া
211. হাঁসপুর মরালডাঙ্গা
212. জয়তারা
213. রাধনগর
214. শশাডাঙ্গা
215. কুলধরপুর
216 নৃসিংহখোলা
217. আংরাইল
218. হানকুড়া
219. মামা-ভাগিনা
220. আকাইপুর নাওডাঙ্গা
221. মামুদপুর দমদমা
222. মধ্যমপুর
223. আকাইপুর-শরবাসিনি
224. কোলা
225. ভরতপুর
226. নীলদর্পন
227. সিংজোল
228. রামপুর
229. মণ্ডবঘাটা
230. পারমাদন-পাথুরিয়া-টাকশিলা
231. রামচন্দ্রপুর

সংযুক্তি

232. উত্তর প্যাটনা
233. আগরপাড়া—২
234. তারাপুকুরিয়া
235. বাসুদেবপুর স্কীম
236. কাঁকিনাড়া মণ্ডল পাড়া
237. ঘোলা উত্তর হাট
238. মহাপ্রভু কলোনী
239. সুভাষ পল্লী
240. রামকৃষ্ণ পল্লী
241. সারদা পল্লী
242. পদ্মপুকুর পাড়
243. কেশব পল্লী
244. আনন্দ পল্লী
245. গান্ধীজী পল্লী
246. নব পল্লী
247. পশ্চিম ইছাপুর
248. সোনাডাঙা—১
249. সোনাডাঙা—২
250. রতনপুর
251. গঙ্গানগর এক্স ক্যাম্প
252. বর্ণবেড়িয়া এক্স ক্যাম্প
253. রামপুর এক্স ক্যাম্প
254. আংরাইল
255. পাথুরিয়া পারমাদনালোক
256. রঘুবীরপুর
257. হোমকুড়া
258. পাঁচপোতা এক্স ক্যাম্প
259. বালতিয়া এক্স ক্যাম্প

(হাড়োয়া)

পরিশিষ্ট—(ঙ)

দঃ ২৪ পরগণা জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা=৫৯

1. পূর্ব বরিষা—৫
2. পূর্ব বরিষা—১
3. কন্যানগর
4. গড়িয়া শ্রীকৃষ্ণপুর
5. গাঙ্গুলী বাগান
6. পাড়ুই
7. দেবীপুর গড়ে গড়িয়া
8. মৌখালি-কুমারখালি
9. হেড়োভাঙ্গা ১ নং স্কীম
10. লস্করপুর
11. সোনারপুর আরপাঁচ ১
12. কুলটি আউটফল স্কীম—১
13. কুলটি আউটফল স্কীম—২
14. কুলটি আউটফল স্কীম—৩
15. ঐ —৪
16. ঐ —৫
17. ঐ —৬
18. বাংগাল জগতলা
19. সন্তোষপুর
20. পূর্ব বরিষা—৩
21. সৈয়দপুর
22. সিরিটি
23. বাসুদেবপুর—২
24. সরখেলহাট—২
25. রামনারায়ণপুর তালুক
26. পশ্চিম বরিষা—১
27. পশ্চিম বরিষা—৪
28. বাসুদেবপুর পশ্চিম বরিষা
29. বাসুদেবপুর—১
33. গঙ্গারামপুর
31. দক্ষিণ বেহালা—৩
32. বোড়াল
33. জগদ্দল সোনারপুর
34. রাজপুর বৈকুণ্ঠপুর
35. বারহাসফরতাবাদ
36. চৌহাটী
37. রায়পুর—২
38. নাকতলা—১
39. নাকতলা—২
40. বৈষ্ণবঘাটা—২
41. বাঁশদ্রোণী
42. বাঁশদ্রোণী চাকদা (সাপ্লিমেন্টারী)
43. বাঁশদ্রোণী চাকদা—২
44. কামডহরী
45. ব্রহ্মপুর
46. কসবা
47. বেহালা স্কীম (আলিপুর এয়ারফিল্ড)
48. মুরাদপুর, বেহালা
49. মুরাদপুর—২
50. পঞ্চান্ন গ্রাম ১

পরিশিষ্ট—(ঙ)

51. উত্তরভাগ
52. বেগমপুর
53. মুরাদপুর—১
54. সরখেলাহাট
55. পণ্ডায় গ্রাম—২
56. পণ্ডায় গ্রাম—৩
57. পণ্ডায় গ্রাম—৪
58. পণ্ডায় গ্রাম—৫
59. রাজপুর এক্স ক্যাম্প

নদীয়া জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা = ৩৮

1. শিমুতলা
2. জাগুলি
3. কাঁপলেশ্বর দিঘা
4. চাকদা
5. খোসবাসপুর
6. হামিদপুর
7. গয়েশপুর
8. গোকুলপুর
9. কাটাগঞ্জ—১
10. কাটাগঞ্জ—২
11. কাটাগঞ্জ—৩
12. কাটাগঞ্জ—৪
13. কাটাগঞ্জ—৫
14. মাঝের চর
15. সগুনা ফ্রিনবেল্ট
16. গয়েশপুর (আরবান)

কৃষ্ণনগর মহকুমা

17. কৃষ্ণনগর কলোনী
18. কালীনগর
19. ধুবুলিয়া
20. আমঘাটা—১
21. আমঘাটা—২
22. বেলপুকুর পলতা
23. কামারহাটী লোহাগাছী
24. জাহঘাটা
25. বগুলা মুড়াগাছা
26. দুটিয়া
27. বেথুয়াডহরি
28. কাটালিয়া
29. রহমতপুর
31. রসিকপুর
32. হরেকৃষ্ণপুর
33. আউশতুলা নগর
34. মোবারকপুর
35. চর মাজদিয়া

পরিশিষ্ট—(৩)

রানাঘাট মহকুমা

36. তাহেরপুর
37. রানাঘাট রথতলা
38. কুপার্স আরবান
39. মালেরা
40. পাঁচবেড়িয়া
41. কুপার্স এ ও বি
42. বারবেড়িয়া
43. রূপশ্রী পল্লী স্কীম
44. চাকুডাঙ্গা

শান্তিপুর

45. নৃসিংহপুর
46. গোবিন্দপুর ১ সাপ্লি
47. গোবিন্দপুর ৩ সাপ্লি
4 . গোবিন্দপুর ৪
49. কৃষ্ণনগর

সংযুক্তি

50. শ্রীদুর্গা
51. কুপার্স আর, আই, সি
52. ধুবুলিয়া হাটমেন্ট
53. ধুবুলিয়া—২
54. ঐ —৩
55. ঐ —৪
56. ঐ —৫
57. ঐ —৬
58. কুপার্স এক্স ক্যাম্প

মুর্শিদাবাদ

মোট কলোনীর সংখ্যা = ২৭

বহরমপুর মহকুমা

1. মধুপুর—১
2. বিষ্ণুপুর
3. বেনজাতিয়া—২
4. হাতিনগর
5. মাদাপুর
6. বৈরগাছী—১
7. বৈরগাছী—৩
8. গোয়ালজান
9. চালতিয়া
10. বেনজাতিয়া
11. মুক্তিনগর
12. বৈরগাছী—২
13. খিদিরপুর
14. শিবপুর
15. মহানান্দী, বহরমপুর
16. কুলবেড়িয়া
17. বরুয়া সারুলিয়া

পরিশিষ্ট—(৬)

18. কুরমিতলা
19. আমাইপাড়া
20. বাগবাহার
21. মধুপুর—২
22. আয়েশাবাগ
23. ধুসরিপাড়া
24. পুরোপাড়া
25. রঘুনাথগঞ্জ
26. বাগডাহর (অংশ—১)
27. বরুয়া সারুলিয়া নং—২

হাওড়া জেলা

1. বাকড়া ধরসা

হুগলী জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা = ৬৯

শ্রীরামপুর মহকুমা

1. মাখলা—১
2. মাথলা—২
3. কোতরং—১
4. কোতরং—২
5. কানাইপুর
6. রিষড়া—১
7. রিষড়া—৩
   সুভাষনগর
9. রাজ্যধর পুর
10. শেওড়াফুলি—১
12. শেওড়াফুলি—২
13. শেওড়াফুলি (সংঘ)
14. দীঘাংগা
15. সুভাষ নগর (বারুজীবী স্কীম)

সদর মহকুমা

16. কৃষ্ণপুর চন্দননগর
17. কাপাসডাংগা ১ ও ২
18. মিয়ারবেড়
19. নলডাংগা নারায়ণপুর
20. বঙ্গাগেড়
21. রবীন্দ্রনগর
22. কেওটা—১
23. কেওটা—২
24. কেওটা—৩
25. মিরডাংগা
26. সোমরা
27. জিরাট—১

পরিশিষ্ট—(ঙ)

28. জিরাট—২
29. আইদাকিসমত
30. বলাগড়
31. বংশবেড়িয়া—২
32. বংশবেড়িয়া
33. নগরপাড়া
34. শংখ নগর
35. সারাই
36. মহানাদ
37. রামনাথপুর
38. দক্ষিণপাড়া
39. দিংগলহাট আদিসপ্তগ্রাম
40 চুঁচুড়া
41. চম্পাহাটী
42. বল্লভপুর
43. তালবান্দা

চন্দননগর মহকুমা

44. কুলিহান্দা
45. ভদ্রেশ্বর
46. ভদ্রেশ্বর—২
47. খরিগাছী
48. সারদা পল্লী
49. চন্দননগর খলিসানি—১
50. জিচুনগর—১
51. চন্দননগর—১
52. চন্দননগর—২
53. চন্দননগর—৩
54. চন্দননগর—৪
55. উত্তর চন্দননগর
56. মানকুন্ডু ভদ্রেশ্বর
57. বন্ধু বলাগড়
58. বারসাই
59. টিনা এক্স ক্যাম্প সাইট
60. টিনা এক্স ক্যাম্প
61. বলাগড় এক্স ক্যাম্প

বর্ধমান জেলা

মোট কলোনীর সংখ্যা = ২৬

আসানসোল মহকুমা

1. আসানসোল—২
2. আসানসোল—৩
3. রানীগঞ্জ
4. বীরভানপুর
5. নারসামন্দা
6. বোগরা
7. সোমানপুর
8. বেরা
9. মোহিশিলা
10. পুরুষোত্তম নগর
11. কুলিয়াপুর-দিহিকা-চাপরাদি

পরিশিষ্ট—(৬)

সদর বর্ধমান মহকুমা

12. বেদিয়াডাঙ্গা
13. নারী
14. ভাতশালা
15. ইচ্‌লাবাদ—১
16. ইচ্‌লাবাদ—২
17. শাঁখারিপুকুর
18. কুড়মুন
19. উরো
20. কাঁকসা
21 গোপালপুর
22. মানকর
22. নবাব নগর
23. বালিডাঙা
24. সাঁকো
25. পাল্লা চাচই
26. মহেশ ডাঙা

মেদিনীপুর জেলা

মোট কলোনী সংখ্যা—৩৪

মেদিনীপুর সদর মহকুমা

1. মেদিনীপুর টাউন এক্সটেনশন
2. তালবাগিচা ব্লক 'A'
3. ঝাড়গ্রাম
4. কেশেঘাই—১, ২
5. গড়বেতা

মহকুমা—সদর নর্থ

6. খড়্গপুরজকচক
7. তালবাগিচা 'বি' এবং 'সি'
8. চণ্ডীপুর সোলঘরিয়া
9. বক্ষিণসোল
10. বাশদা কাঁকরাপুঁজি
11. চন্দ্রকোণা
12. কদমশিহী
13. মহাসোল
14. আমসোল
15. পূর্ব করমসোল
16. পশ্চিম করমসোল
17. নারায়ণ পুর
18. নবকোপা
19. নীলগঞ্জ পূর্ব
20. তুলসীচাটি—১
21, তুলসীচাটি—২
22. বামনী সোল
23. বাগরিডিহি
24. পিয়াসালা
25. লভাগোমার—১
26. লভাগোমার—২

পরিশিষ্ট—(ঙ)

27. চড়াগামার—৩
28. ঝুনঝুনি
29. তালডাঙরা
30. ভেনুয়া সাহেবডাঙা
31. আমচাপা
32. রাংতো
33. ভুলা—১
34. ভুগা—২
35. ভেঙ্গাদহ পূর্ব
36. ভেঙ্গাদহ পশ্চিম
37. ভেঙ্গাদহ মধ্য
38. সাতবিন্দা
39. খড়কাটা পূর্ব
40. খড়কাটা দক্ষিণ
41. কেশিয়া
42. গড়ঝুমনি
43. কাজুই মায়েরা
44. নীলগঞ্জ পশ্চিম
45. প্রতাপপুর
46. মানিকঘাটিয়া
47. চুন পাড়া
48. ইশিডথারা
49. ইটেমারা
50. বাঁকরা
51. নাইকান সোল
52. বিবেকানন্দ কোনা রোড
53. কল্যাবনি
54. মরাশাংকা

বীরভূম জেলা

1. চিনপাই
2. বৈয়ালপুটে
3. বোলপুর আমবাগান
4. শেখরপুর
5. ইলামবাজার
6. পুকুরোহারা
7. কোয়ারপুর

বাঁকুড়া

1. জোকপুর প্রভাতপুর

জলপাইগুড়ি

1. দেবগ্রাম
2. পাতকাটা
3. মাসকালাই বাড়ী
4. মাসকালাইবাড়ী এক্সটেনশন

(ঙ)

5. পানডাপাড়া
6. বেলাকোভা
7. ধাবেগঞ্জ
8. বেরুবাড়ী
9. তালমা রিভারসাইড
10. তালমা সাতখামার
11. শক্তিগড় জি. এস.
12. শক্তিগড় জি, এস. এক্স
13. মোতিনগর জি, এস, (এগ্রি)
14. তাতাপুর এগ্রি: কলোনী

কুচবিহার

সদর মহকুমা

1. তালুকচক—১
2. তালুকচক—২
3. তালুকচক—৩
4. রুপাম
5. চকচকা মার্কেট
6. তালুক গুড়িহাটী
7. তালুকবরা আতিয়াবোড়ী
8. নিজামনগর
9. ভাঙাই—১
10. কোদালদহ
11. দরিবাগ কলোনী
12. ভাঙানি—২
12. জোড়াই—'এ'
14. জোড়াই - 'সি'
15. জোড়াই—'এফ'

রাধানগর 16. কাসিয়াবাড়ী কোঅপারেটিভ

জেলা—দার্জিলিং

1. ডাবগ্রাম—১
5. ডাবগ্রাম—২
3. চাওপুখুরিয়া
4. মাটিগড়া

জেলা—মালদা

1. সরবরি
2. মোকাতিপুর

পরিশিষ্ট (ঙ)

3. বেচামারী
4. সাহাপুর
5. বাজিতপুর
6. জলকরবিথান
7. অমৃতী
8. পিরোজপুর—১
9. পিরোজপুর—২
10. পিরোজপুর—৩
11. ঘোসালদা
12. মোবারকপুর—১
13. মোবারকপুর—২
14. চক বাহাদুরপুর
15. কানদারান

পশ্চিম দিনাজপুর

বালুরঘাট মহকুমা

1. ইন্দ্রনারায়ণপুর
2. বালুপারা

ইসলামপুর মহকুমা

3. শিবনগর
4. শ্রীকৃষ্ণপুর
5. রমেশপুর
6. ঠাকুরনগর
7. গৈসাল
8. অজিতবাস কলোনী
9. স্টেট ফার্ম
10. আব্রাহামপুর
11. নিরাপদনগর
12. রাজজোডাটা

পরিশিষ্ট—(৬)

সংযুক্তি কলোনী

উঃ ২৪ পরগণা জেলা

বাগজোলা ক্যাম্প

কৃষ্ণপুর ও চণ্ডীবেড়ীয়া মৌজা

1. ক্যাম্প—১
2. ক্যাম্প—২
3. ক্যাম্প—৩
4. ক্যাম্প—৪
5. ক্যাম্প—৫
6. ক্যাম্প—৬
7. ক্যাম্প—৭
8. ক্যাম্প—৮
9. ক্যাম্প—৯
10. ক্যাম্প—১০
11. ক্যাম্প—১১

বসিরহাট মহকুমা

12. বাল্‌টিয়া

বারাসাত মহকুমা

13. তারাবেড়িয়া

দঃ ২৪ পরগণা

1. সোনারপুর ক্যাম্প—১
2. সোনারপুর ক্যাম্প—২
3. সোনারপুর ক্যাম্প—৩
4. সোনারপুর ক্যাম্প—৪
5. রাজপুর বাজার
6. পঞ্চায় গ্রাম—১
7. পঞ্চায় গ্রাম—২
8. পঞ্চায় গ্রাম—৩
9. পঞ্চায় গ্রাম—৪

জেলা নদীয়া

1. কুপারস ক্যাম্প
2. চাঁদমারী

জেলা হুগলী

1. বলাগড় রেলওয়ে সাইট —৫
2. বাসাই

পরিশিষ্ট (ঙ)

হাওড়া জিলা

1. জগাছা
2. লিলুয়া—২
3. চকপাড়া
4. পোদরা
5. গয়েশবেড়িয়া
6. জগৎবল্লভপুর
7. সাক্রাহাতী—2
8. শ্যামসুন্দরচক
9. উত্তর থাকসারা—১
10. বালী নিসচিন্দা—১
11. বালী নিসচিন্দা—২
12. বালী অভয়নগর
14. বালী সাপুইপাড়া
15. সাক্রাহাতী—১
16. সাহাগাছি
17. পুরিলয়া উনসানি
18. বাউরিয়া—১
19. বাউরিয়া—২
20. বলরামপোতা
21. উত্তর থাকসারা—২
22. বেলগাচী
23. বেলগাছিয়া কিসমেত

জেলা বর্ধমান

1. নবাব নগর
2. কাশিপুর
3. রামচন্দ্রপুর

বীরভুম জেলা

সদর মহকুমা

1. হাটজান বাজার

সাঁইথিয়া মহকুমা

2. কালিকাপুর
3. তাঁতীপুর
4. মুড়াদিহী
5. থালসুন্দা
6. উত্তর বামনিগ্রাম
7. উত্তর তিনপাড়া
8. কুরুমশো
9. পাথরঘাটা
10. পলাশডাঙ্গা
11. কাগাস সুগারকেন
12. পশ্চিম সাহাপুর

বাঁকুড়া জেলা

সদর মহকুমা

1. পার্বতীপুর লিকেপুর
2. মেতালা

পরিশিষ্ট (৪)

প্রাইভেট কলোনী

উত্তর ২৪ পরগণা

ব্যারাকপুর মহকুমা

1. নব নগর
2. নব নগর লিচুবাগান
3. চিত্তরঞ্জন কলোনী
4. পানবস্তী কল্যাণগড়
5. দেশবন্ধু কলোনী
6. রামকৃষ্ণ নগর
7. বৈকুণ্ঠ নগর
8. নবারুণ পল্লী
9. প্রসাদ নগর
10. হরি নগর
11. পল্লীমঙ্গল
12. পিয়ারাতলা কলোনী
13. বঙ্কিম নগর
14. রবীন্দ্র পল্লী
15. গুরুদহ নিউ কলোনী
16. নেতাজী সুভাষ নগর
17. বামন পাড়া
18. উষুমপুর পল্লী
19. আদর্শ পল্লী
20. শ্রীরাম নগর
21. অমরাপুরি

বারাসাত মহকুমা

22. রাজা রামমোহন পল্লী
23. রামকৃষ্ণ পল্লী
24. বনমালীপুর
25. কালিকাপুর
26. বিজয় নগর
27. মনোরঞ্জন পল্লী
28. কৈলাস নগর
29. শক্তি নগর
30. অশ্বিনী পল্লী
31. বাঁধাঘাট যমুনা
32. অখিল পল্লী
33. সুভাষ পল্লী
34. সরকার পাড়া
35. বড়খেড়িয়া শ্রীমা
36. সেনডাঙ্গা রাজেন্দ্র সিকদার
37. প্রসাদপুর

বসিরহাট মহকুমা

38. বিনোদ কলোনী
39. গোয়ালপোতা
40. মহামায়া কলোনী
41. আরবেলিয়া
42. দ্বীপ মেদিয়া

পরিশিষ্ট (চ)

বনগাঁ মহকুমা

43. দেবগড়
45. শান্তি গড়
46. প্রতাপ গড়
47. ঢাকা পাড়া
48. সুভাষ নগর
49. ঠাকুর নগর
50. চাঁদা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

আলিপুর সদর

1. পুরন্দর
2. বিনয় পল্লী
3. বাঁশদ্রোণী প্লেস
4. বাঘাযতীন প্লেস
5. মথুরাপুর
6. সন্তোষপুর কোঅপারেটিভ
7. অরবিন্দ বোস কলোনী
8. প্রফুল্ল সেন উপনিবেশ
9. রবীন্দ্রনগর কলোনী—৪
10. মারাপোতা কলোনী
11. সাহেব বাগান
12. মোশামারী

ডায়মন্ড হারবার

13. কৃষ্ণদাসপুর জয়শ্রী

জেলা—নদীয়া

নদীয়া সদর মহকুমা

1. বনগ্রাম
2. কালীপুর
3. উত্তর ভাট জংগল
4. দক্ষিন ভাট জংগল
5. ধীরেন্দ্রনগর, সেনপাড়া চরদিগনগর, করিমপুর
6. সত্য নগর
7. তারক নগর
8. দুর্গাপুর স্বর্নখালি
9. তারকগঞ্জ
10. তারকগঞ্জ বিলপুর
11. আউদিয়া
12. পুলখালি
13. বারুই পাড়া
14. বিরঞ্জন নগর

পরিশিষ্ট (চ)

15. চর-স্বরূপগঞ্জ
16. গদিগাঙ্গা
17. চরব্রহ্মনগর (উঃ)
18. চরব্রহ্মনগর (দঃ)
19. চরমাজদিয়া (দঃ)
20. চরমাজদিয়া (উঃ)
21. গোঁয়া নগর
22. বাবলাবন
23. চর স্বরূপগঞ্জ (পূঃ)
24. চটাগাং কলোনী
25. তারা নগর
26. চর সাধুগঞ্জ
27. চর চাকুন্দি
28. নয়াচর
29. বল্লভ পাড়া
30. বরচাঁদ গড়
31. কাঠালখাড়িয়া
32. ডাকা
33. পন্তিকাবাড়ি
34. সত্তাপুর
35. কুবির নগর
36. নাকাশিপাড়া
37. সোনাতলা ও চাংগা
38. ঢাকুলা
39. কালীবশ
40. রাজাপুর
41. বাগারীয়া
42. সত্যপুর (আরপাড়া)
43. খানজিপুর

রানাঘাট

44. সান্যালচর
45. কুন্তিপাড়া
46. খেলাপাড়া
47. গোবিন্দপুর

জেলা—মুর্শিদাবাদ

সদর মহকুমা

1. হাফিনা ইন্দ্রনগর
2. সবুজিকাটরা প্রাইভেট
3. শ্রীকৃষ্ণপুর
4. সাবিত্রী নগর
5. আমতলা ভরামারা
6. লক্ষ্মী নারায়ণ—২
7. লক্ষ্মী নারায়ন—১
8. বরিশাল (নবনগর) বেরহামপুর
9. গিরিজাপাড়া (সৈদাবাদ)
10. কুমার দুর্গানাথ
11. হরিদাসবাটী প্রাইভেট
12. কৃষ্ণমাটী
13. গোয়ালজান
14. রবীন্দ্রনগর
15. দহপাড়া

পরিশিষ্ট (চ)

জেলা—হাওড়া

সদর মহকুমা

1. গিরপাড়া এল, পি
2. সাবিত্রী এল, পি
3. ভট্টনগর এল, পি,
4. কিচুবাগান (সুকান্ত নগর এল, পি,)
5. গরিয়া রোড
6. নিশ্চিন্দা কো-অপারেটিভ
7. নেতাজী নগর এল, পি
8. শেখপাড়া এল, পি
9. পটুয়াপাড়া এল, পি
10. খানজ্রেদপুর
11. কান্তাপুর
12. শান্তি নগর

জেলা—হুগলী

চন্দননগর

1. শান্তিপল্লী
2. শান্তি নগর
3. কমল পল্লী
4. কানাইলাল নং—১
5. পাল পাড়া

সদর মহকুমা

6. ল্যান্ড-অব্ সুনীল কুমার মুখার্জী
7. ল্যান্ড-অব্ ভোলা নন্দী
8. ল্যান্ড-অব্ মনোরঞ্জন নন্দী
9. ল্যান্ড-অব করুণা পাইন
10. ল্যান্ড-অব্ নির্মল সুন্দরী
11. শিবপুর ময়রাপাড়া কলোনী
12. শিবপুর কলোনী
13. আমতলা
14. নফাই পল্লী
15. শিবতলা
16. আঠারোবিঘা কলোনী
17. ল্যান্ড-অব্ সন্তোষ দাস

শ্রীরামপুর মহকুমা

18. তারাপুকুর
19. পদ্মবটী

জেলা—বর্ধমান

বর্ধমান সদর মহকুমা

1. আমবাগান
2. নীলপুর
3. কাঞ্চন নগর

পরিশিষ্ট (চ)

4. বিজয় নগর
5. উদয় পল্লী
6. আলীপুর
7. মোবারক পুর কলোনী
8. বৈদ্যডাঙ্গা কো অপারেটিভ
9. রসুলপুর পশ্চিমাড়া
10. বসন্তপুর
11. লক্ষণগঞ্জ
12. জরগ্রাম
13. দেবপুর

আসানসোল মহকুমা

14. গোপাল নগর
15. বিরুদিহা

কালনা মহকুমা

16. জাগৃত কলোনী
17. কাটীগঙ্গা
18. যোগীপাড়া
19. ফড়িংগাছি
20. কেশবপুর
21. কৃষ্ণদেব পুর
22. ধাত্রীগ্রাম বসাকপাড়া
23. নদাই কলোনী
24. শাকপুর
25. ভাতশালা
26. রাজপুরা
27. চম্পাহাটী
28. শ্রীরামপুর
29. চক্রহাটপুর
30. নসরৎ পুর
31. হাট সিমলা বসাক পাড়া
32 পশ্চিম নসরৎপুর

কাটোয়া মহকুমা

33 পলুহাট
34 মন্ডলহাট
35. ইচাইহাট
36. চরা পতাই হাট
37. গাজোপুর
38. চর বিষ্ণুপুর
39. সাঁকাইল
40. উদ্ধারণ পুর
41. বেনেপাড়া ইনায়েতপুর
42. দৈহাটি

জেলা—মেদিনীপুর

সদর মহকুমা

1. ধলকালুন
2. বনপাটনা
3. কিউকোতা

পরিশিষ্ট (চ)

জেলা—হাওড়া

সদর মহকুমা

1. শিবপাড়া এল, পি
2. সাবিত্রী এল, পি
3. ভট্টনগর এল, পি,
4. লিচুবাগান (সুকান্ত নগর এল, পি,)
5. গরিয়া রোড
6. নিশিন্দা কো-অপারেটিভ
7. নেতাজী নগর এল, পি
8. শেখপাড়া এল, পি
9. পটুয়াপাড়া এল, পি
10. খানজেদপুর
11. কান্তাপুর
12. শান্তি নগর

জেলা—হুগলী

চন্দননগর

1. শান্তিপল্লী
2. শান্তি নগর
3. কমল পল্লী
4. কানাইলাল নং—১
5. গরল পাড়া

সদর মহকুমা

6. ল্যান্ড-অব্ সুনীল কুমার মুখার্জী
7. ল্যান্ড-অব্ ভোলা নন্দী
8. ল্যান্ড-অব্ মনোরঞ্জন নন্দী
9. ল্যান্ড-অব করুনা পাইন
10. ল্যান্ড-অব্ নির্মল সুন্দরী
11. শিবপুর মররাপাড়া কলোনী
12. শিবপুর কলোনী
13. জামতলা
14. নকাই পল্লী
15. শিবতলা
16. আঠারবিঘা কলোনী
17. ল্যান্ড-অব্ সন্তোষ দাস

শ্রীরামপুর মহকুমা

18. তারাপুকুর
19. পঞ্চবটী

জেলা—বর্ধমান

বর্ধমান সদর মহকুমা

1. আমবাগান
2. নবীনপুর
3. কাঞ্চন নগর

পরিশিষ্ট (চ)

জেলা—বীরভুম

1. সৎ সংঘ

জেলা—জলপাইগুড়ি

আলিপুর দুয়ার

1. অরবিন্দ নগর
2. সূর্য নগর
3. সন্তোষ পল্লী
4. কলাকাটা
5. বীর পাড়া

সদর মহকুমা

6. আমবেরী ফালাকাটা
7. শহীদ গড়
8. হাসপাতাল পাড়া
9. সন্তোষ নগর
10. দেবী নগর
11. আনন্দ নগর
12. মাথভাঙ্গা কলোনী
13. বাঁশলাইডাঙ্গা এপ্রি ঃ
14. ভক্তিনগর নং—১
15. ভক্তিনগর নং—২
16. নারায়ণপুর
17. গোমিরা পারা ঘোরাদেত
    সরকার পাড়া, পাথন পাড়া, মালকানি পাড়া
18. শিংগিমারী

জেলা—কুচবিহার

সদর মহকুমা

1. টাকিমারীকলোনী
2. মাথাফেলা কলোনী
3. রামপুর
4. মহিসকুচি
5. জলদোহা
6. ফেরসাবেরি
7. ভানুকুমার
8. বলরামপুর
9. আন্দরানফুলবরী
10. হলদিবাড়ী মিডিল ক্লাস
11. বিজয় নগর
12. তিস্তা নগর
13. উপান চাওনরিক
14. ১২ কলোনী (মাথাভাঙ্গা)

পরিশিষ্ট (৪)

15. গান্ধীনগর
16. বালেশ্বর
17. সাহেবপাড়া খরমা
18. সুভাষ কলোনী
19. খোসেতা কলোনী
20. ভারত কলোনী
21. প্রবোধ নগর কলোনী
22. অলকপুরীকালনা মহকুমা
23. বিবেকানন্দ কলোনী
14. কোদালদহ—২
25. গোপাল নগর বস্তালি কলোনী
26. দারবোধ কলোনী

জেলা—মালদা

সদর মহকুমা

1. আসরফপুর
2. পার্বতীডাঙ্গা
3. দেরলা
4. মৈত্তিটা
5. আরাগাছি
6, তেলনাই
7. ভুসাডাঙ্গা
8. নীলনগর
9. বাচাহার
10. বুড়িদহ
11. কুতুব শহর
12 আদিনা
13. বুনাইডাঙ্গা
14. কুপাদহ
15. সাপমারী
16. শোনঘাট
17. হাসপুকুর
18. ছোটগাথারি
19. রাখাল পুকুর
20. পারহষীনগর
21. গাজীয়া পাড়া
22. গান্ধী নগর
23. নতুন হবিপুর
24. সিরশি
25. বাবজাবন
26. বয়রাগাছি
27. বানিয়াল
28. কাগাসেুরা
29. মশালদিঘী
30. অহোরাবাধ
31. কালী নগর
32. নীল নগর
33. উপদ্দাবিল

পরিশিষ্ট (চ)

34. ইটবাঁধা
35. মহিনগর
36. চৈতনমোর
37. সুকদেবপুর
38. সুশিলাপুর
39. নন্দিনাদহ
40. অহিল
41. ইমাহনগর
4.. তেলনাই

জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর

দঃ দিনাজপুর সদর

1. হালদারপাড়া কলোনী
2. বজুপুকুর উঃ
3. পূর্ব নারায়নপুর
4. নীলডাঙ্গা জয়পুর
5. পুরনপাড়া
6. রায় নগর কলোনী
7. খাদেলপাড়া কলোনী
9. বালুপাড়া
10. লক্ষীনারায়ণ কলোনী
11. বসন্তপুর
12. দামোদরপুর

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলির জিলা-ভিত্তিক অবস্থান

জিলা	জবর-দখল কলোনী সংখ্যা				সরকারী পুনর্বাসন কলোনী সংখ্যা	প্রাইভেট কলোনী সংখ্যা	মোট কলোনী সংখ্যা
	অননুমোদিত	৬০৭ গ্রুপ	১৭৫ গ্রুপ	১৪৯ গ্রুপ			
১) কলিকাতা	১১	১৩	১০	৬২	—	—	৯৬
২) উত্তর ২৪ পরগণা	১৩৮	১১০	৮৬	৮৫	২৭২	৫০	৭৪১
৩) দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৪৪	৩৭	১৫	—	৬৮	১৩	১৭৭
৪) নদীয়া	৩৭	৬৫	১০	—	৬০	৪৭	২১৯
৫) মুর্শিদাবাদ	—	১৩	০১	—	২৭	১৫	৫৬
৬) হাওড়া	২৯	৩১	৩১	—	২৩	১২	১২৬
৭) হুগলী	১১২	৩৮	০৯	—	৬৩	১৯	২৪১
৮) বর্ধমান	৪৮	৬৬	০৫	—	২৯	৪২	১৯০
৯) মেদিনীপুর	১৭	০৯	—	—	৫৪	০৩	৮৩
১০) বাঁকুড়া	০৯	২৯	—	—	০৩	—	৪১
১১) বীরভূম	৪৭	২২	০৭	—	১৯	০১	৯৬
১২) দার্জিলিং	৭৬	১৭	—	—	০৪	—	৯৭
১৩) জলপাইগুড়ি	৯৮	৩৯	—	—	১৪	১৮	১৬৯
১৪) কুচবিহার	১৭	২৬	—	—	১৬	২৬	৮৫
১৫) মালদহ	১২৮	৩৮	—	—	১৫	৪২	২২৩
১৬) উত্তর দিনাজপুর	১৪৭	—	১	—	১২	১২	১৭২
১৭) দক্ষিণ দিনাজপুর	৪০	৫২	—	—	—	—	৯২
মোট সংখ্যা	৯৯৮	৬০৫	১৭৪	১৪৭	৬৭৯	২৯৯	২৯০৪

প্রতিটি উদ্বাস্তু কলোনী এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আন্দোলনের কর্মীদের নিকট বইখানি মূল্যবান সম্পদ।

এতে আছে ঃ

- ★ সরকার অনুমোদিত সমস্ত কলোনীর তালিকা
- ★ উদ্বাস্তুদের প্রতি বঞ্চনার ইতিহাস
- ★ পুনর্বাসন সংগ্রামের রূপরেখা
- ★ পুনর্বাসন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য
- ★ বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা
- ★ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উদ্বাস্তুদের অবদান

শীঘ্রই প্রকাশিত হ'চ্ছে—

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে
বামফ্রন্ট-সরকারের
ঐতিহাসিক
সিদ্ধান্ত